ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

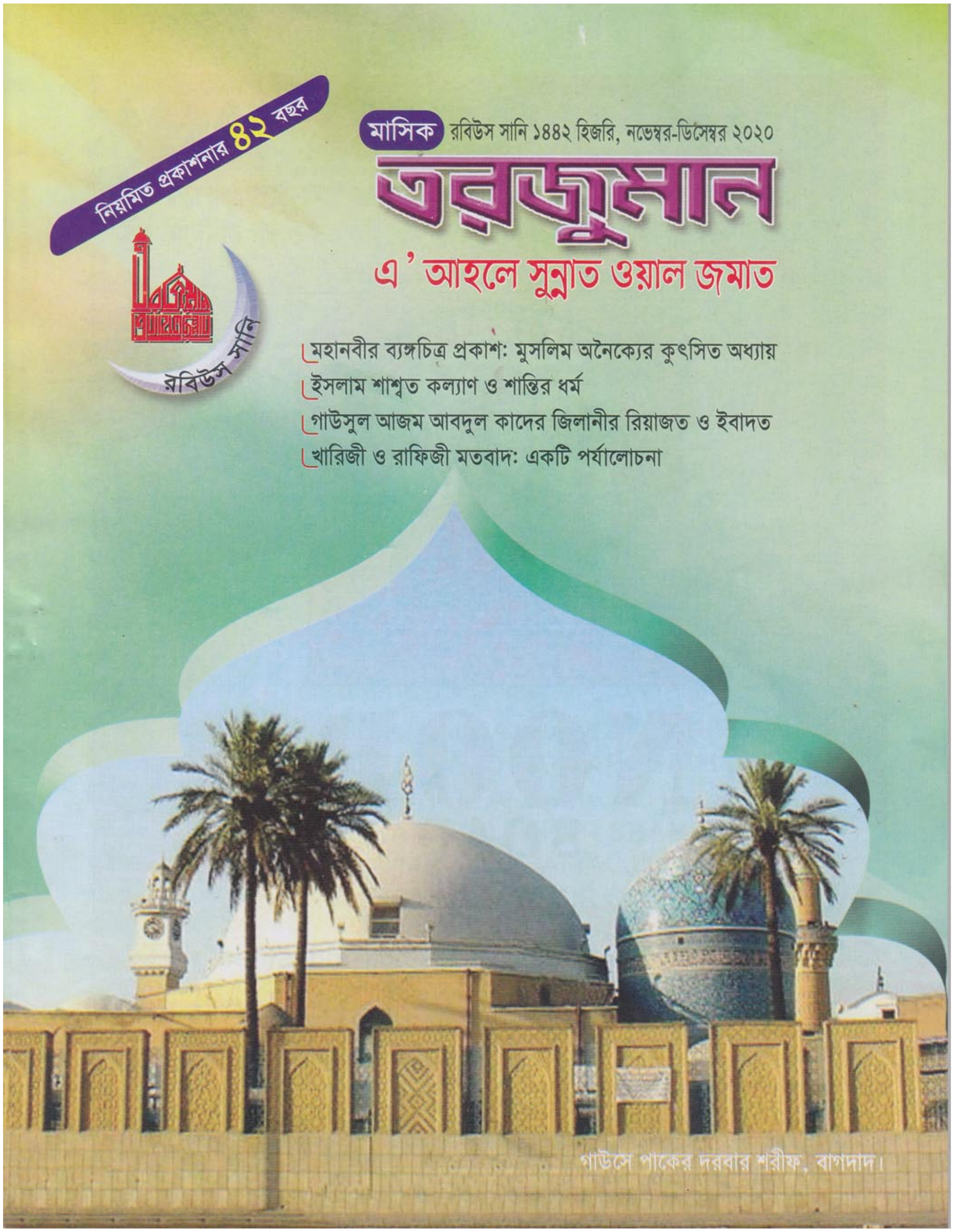

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় মাহ্বূব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম
নির্দেশিত পথ ও মত আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাত'র আক্বীদাভিত্তিক মুখপত্র

তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত

মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman

প্রতিষ্ঠাতা : রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলাইহি

পৃষ্ঠপোষক : রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী
রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী

FOUNDER : ALLAMA ALHAJ HAFEZ QUARI SYED
MUHAMMAD TAYYAB SHAH (RA.)

PATRON : HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD TAHER SHAH (M.J.A.)
HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD SABIR SHAH (M.J.A.)

বিনিময় ২৫ টাকা

PUBLISHED BY : ANJUMAN-E-RAHMANIA AHMADIA SUNNIA TRUST
321, Didar Market, Dewan Bazar, Chittagong. Bangladesh
Phone: (+880-31) 2855976 e-mail: **info@anjumantrust.org / tarjuman@anjumantrust.org**

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

মাসিক
তরজুমান
৪২ তম বর্ষ □ ৪র্থ সংখ্যা

রবিউস সানি-১৪৪২হিজরি
নভেম্বর-ডিসেম্বর'২০,অগ্রহায়ণ-পৌষ-১৪২৭

সম্পাদক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

লেখা সংক্রান্ত যোগাযোগ

সম্পাদক
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ

E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
monthlytarjuman@gmail.com
Website: www.anjumantrust.org
www.facebook.com/monthlytarjuman

গ্রাহক, এজেন্ট ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যোগাযোগ

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ০৩১-২৮৫৫৯৭৬, ০১৮১৯-৩৯৫৪৪৫

প্রবাসী গ্রাহক ও এজেন্টদের টাকা পাঠানোর ঠিকানা

THE MONTHLY TARJUMAN
A.C. NO. - SB/1453010001669
RUPALI BANK LTD.
DEWAN BAZAR BRANCH
CHITTAGONG, BANGLADESH.

আন্‌জুমানের মিসকিন ফান্ড
একাউন্ট নং-১৪৫৩০-২০০০১৩২৫ চলতি হিসাব,
রূপালী ব্যাংক লি. দেওয়ান বাজার শাখা, চট্টগ্রাম।

দরসে কোরআন ৪
অধ্যক্ষ মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী

দরসে হাদীস ৭
অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

এ চাঁদ এ মাস ১১

শানে রিসালত ১২
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)'র রিয়াজত ও ইবাদত ১৫
মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ আলকাদেরী

ইসলাম শাশ্বত কল্যাণ ও শান্তির ধর্ম ১৮
মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ্ ছিদ্দিকী

আত্মশুদ্ধি অর্জনের গুরুত্ব ও উপকার ২২
মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ আল মাসুম

মহানবীর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ: মুসলিম অনৈক্যের কুৎসিৎ অধ্যায় ২৬
অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমান

খারিজী ও রাফিজী মতবাদ: একটি পর্যালোচনা ৩০
অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

হাদায়েক্বে বখশিশ'র পঙতিমালা ৩৭
ক্যাবানুবাদ, মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান

প্রশ্নোত্তর ৪১

নাতে রসূল ৪৯
মীর মুনিরুল ইসলাম সেলিম

বিশ্বনবীর প্রতি অশালীনতা প্রদর্শন হতভাগা ফ্রান্সের নির্লজ্জ অজ্ঞতা ও হঠকারিতারই বহিঃপ্রকাশ ৫০
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

আলহাজ্ব ওয়াজের আলী সওদাগর আলকাদেরী (রহ.) ৫৩

সংস্থা-সংগঠন-সংবাদ ৫৫

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

সম্পাদকীয়

১১ রবিউস্ সানি তারিখে মুসলিম বিশ্বে ও ইসলামের ইতিহাসের সর্বোচ্চ ব্যক্তিত্ব বেলায়তের সম্রাট হুজুর গাউসুল আযম মাহবুবে সোবহানী কুতুবে রব্বানী গাউসে ছামদানী পীরানে পীর দস্তগীর হযরত খাজা শেখ সুলতান সৈয়্যদ মীর মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি আলায়হির ওফাত দিবস। বিশ্বের সকল মুসলমান বিশেষ করে কাদেরিয়া ত্বরীকার (সিলসিলায়) কোটি কোটি নবী অলি প্রেমিক অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বিনম্রতার সাথে এ দিনটাকে স্মরণ করেন। ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান, আলোচনা ও ওরছ মুবারক অনুষ্ঠিত হয় এ মহান আধ্যাত্মিক অধিপতি গাউসে পাক'র ফয়ূজাত ও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে।

কুরআন, হাদিস, ফিক্বহ, তাফসির, দর্শন ও তাসাউফসহ সর্বপ্রকার ইসলামী জ্ঞান তাঁর আয়ত্বাধীন ছিল। পিতার দিক হতে ইমাম হাসান (রা.) ও মাতার দিক হতে ইমাম হোসাইন (রা.) বংশ ধারায় মিলিত বংশধারায় ৪৭১ হিজরির পবিত্র রমযান মাসে কামেল পিতা মাতার ঔরশে জন্ম নেয়া শিশুটি মাতৃগর্ভের ওলী হয়ে দুনিয়াতে আবির্ভূত হন। মাতৃজঠরে থাকাকালীন সময়ে মাতার মুখস্ত করা ১৫ পারা কুরআন শরীফ হিফজ করে নেন। ইসলামী রীতি অনুযায়ী কুরআন'র ছবক দেয়াকালে হাফেজ সাহেব বিসমিল্লাহ পড়ার সাথে গাউসে পাক ১৫পারা মতান্তরে ১০ পারা কুরআন পাঠ করে সকলকে স্থম্ভিত করে দেন। এ অসাধারণ আধ্যাত্মিক সম্রাট'র অলৌকিক কারামত মাতৃজঠর থেকেই শুরু হয়। রমযান মাসে জন্ম নেয়া এ অলৌকিক সন্তান দিনের বেলায় মাতৃদুগ্ধ পান করতেন না। তিনি যে বেলায়েতের এক অদ্বিতীয় সুফী তখন থেকেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপীঠ বাগদাদের মাদরাসা-ই নিযামিয়া হতে হাদীস শরীফের দস্তারে ফযীলত প্রদান করে স্বনামধন্য ওস্তাদমন্ডলী তাঁর উচ্চসিত প্রশংসা করে বলেন, যেহেতু সনদ প্রদান করা প্রাতিষ্ঠানিক রীতিনীতি তাই আমরা এ সনদ প্রদান করছি, বাস্তবিকপক্ষে হাদীসের গুরুত্ব ও রহস্য উদঘাটনে আমরা (উস্তাদ) তোমার নিকট হতে উপকৃত হয়েছি। সে সময় ইসলামী সাম্রাজ্য সুদূর দিগন্ত বিস্তৃত হলেও অভ্যন্তরীন দুর্বলতায় ক্রমান্বয়ে ইসলাম ধর্মের অবস্থা শোচনীয় হতে শুরু হয়েছিল। এ রকম ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, দুর্বলতা অস্থিরতা দেখে মুসলিম বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দী দার্শনিক হযরত ইমাম গাজালী (রা.) (৪৫২-৫০৫হি.)'র মতো ব্যক্তি নিযামিয়া মাদরাসার শিক্ষকতার মতো গৌরবজনক পদমর্যাদা ত্যাগ করে পরিব্রাজক দরবেশরূপে গোপনে বাগদাদ ত্যাগ করে নির্জনবাস অবলম্বন করেন। সেই যুগসন্ধিক্ষণে বেলায়তের পরশমণি অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট আল্লাহ্ প্রদত্ত রূহানী শক্তি ও রাহমাতুল্লিল আলামিনের ফয়জ বরকতে ইসলামের ডুবন্ত ত্বরীকে বিলীন হওয়ার অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটান। এজন্যই তিনি মহিউদ্দিন (পুনরুজ্জীবিন দানকারি) লকবে ভূষিত হন। অপরিসীম জ্ঞানের ধন ভান্ডার, অসাধারণ বাগ্মীতা প্রাঞ্জল ভাষার উপস্থাপনা, অকাট্য যুক্তিনির্ভর ওয়াজ-নসিহত শ্রোতাদের বিমোহিত করতো নিমিষেই। কাদেরিয়া ত্বরিকায় দীক্ষিত মুসলমান প্রতি চন্দ্রমাসের ১১ তারিখ খতমে গাউসিয়া ও গিয়ারভী শরীফ আদায় করেন বিনম্র শ্রদ্ধা ও আদবের সাথে। গাউসে পাক প্রিয়নবীর শানে ১২ রবিউল আউয়াল পবিত্র বারভী শরীফ আদায় করতেন নিয়মিতভাবে। নবীজি এতে সন্তুষ্ট হয়ে গাউসে পাক'র স্মরণে তাঁকে গেয়ারভী শরীফ পালন করার আদেশ দেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে জীবন চলার পাথেয় কঠিন সময় পাড়ি দিতে অভ্যস্ত হতে পারলে আমাদের ইহ পরকালিন মুক্তি লাভ সহজতর হবে। বিশ্বের অতীত বর্তমান, ভবিষ্যৎ ওলী দরবেশগণ গাউসে পাক'র ফয়জ ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত, গাউসে পাক নিজেই বলেন, পূর্ববর্তী ওলীদের বেলায়তের সূর্য অস্তমিত। কিন্তু (গাউসে পাক) বেলায়তের গগনে আমার সূর্য সর্বাবস্থায় উদীয়মান থাকবে।' আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু গাউসে পাকের ফয়জ ও রহমত নসীব করুন। এ মহান সম্রাটের প্রতি রইলো আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও সীমাহীন কৃতজ্ঞতা।

সম্প্রতি ফ্রান্সের পত্রিকা শার্লি এবদোয় মহানবীর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করার ধৃষ্টতা দেখে মুসলিম বিশ্ব স্তম্ভিত। আমরা এ রকম ন্যাক্কারজনক বিদ্বেষপ্রসূত ঘটনার তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানাই। বিশ্বের কোথাও যেন এ রকম স্পর্শকাতর ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি দেয়ার জন্য বিশ্ববাসীকে অনুরোধ করছি। সংঘাত, সন্ত্রাস ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এ রকম কোন কাজ করা কারো উচিত নয়।

The Monthly Tarjuman

মুহাজির-আনসার সাহাবাগণ বিশ্বের সর্বপ্রথম ও শ্রেষ্ঠতম মুসলিম

হাফেয কাজী আবদুল আলীম রিজভী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

তরজমা ঃ ওই দরীদ্র হিজরতকারীদের জন্য (কাফেরদের পরিত্যক্ত এ সম্পদ) যাদেরকে আপন ঘরবাড়ী ও সম্পদ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। তারা (অর্থাৎ মুহাজিরগণ) আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি চায় এবং আল্লাহ ও রাসূলের সাহায্য করে। তারাই সত্যবাদী। আর যারা (অর্থাৎ আনসারগণ) তাদের পূর্বে (অর্থাৎ মুহাজিরগণের আগমনের) মদিনায় বসবাস করেছিল এবং ঈমান আনয়ন করেছিল তারা ভালবাসে তাদেরকে যারা তাদের প্রতি হিজরত করে এসেছে এবং নিজেদের অন্তর সমূহের মধ্যে কোন প্রয়োজন খুঁজে পায় না (অর্থাৎ কোনরূপ ঈর্ষা পোষণ করে না।) ওই বস্তুর যা তাদেরকে (অর্থাৎ মুহাজিরকে) প্রদান করা হয়েছে এবং নিজেদের প্রাণের উপর তাদের কে প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের অভাব অত্যন্ত প্রকট হয়। এবং যাকে আপন প্রবৃত্তির লোভ থেকে রক্ষা করা হয়েছে। সুতরাং তারাই সফলকাম। এবং ওই সব লোক যারা তাদের (অর্থাৎ আনসার-মুহাজিরগণের) পরে এসেছে তারা আরজ করে হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের ওই ভ্রাতাগণকেও ক্ষমা করো যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আমাদের অন্তরে ঈমানদারগণের দিক থেকে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি অতি দয়াপরবস, দয়ালু। [৮,৯ ও ১০নং আয়াত, সূরা আল হাশর]

আনুষঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযুল ঃ উদ্ধৃত নয় নম্বর আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনায় মুফাসসেরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন-আলোচ্য আয়াতখানা মদীনাবাসী আনসার সাহাবীগণের ফজিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠায় তাদের অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার বর্ণনায় অবতীর্ণ হয়েছে। একদা আল্লাহর নবীর দরবারে এক মিসকিন প্রচন্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায় আগমন করলে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন- من يضيف هذا অর্থাৎ কে এই ব্যক্তির আতিথ্য গ্রহণ করবে? সাহাবীয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবীর আহ্বানে সাড় দিয়ে লোকটিকে ঘরে নিয়ে আসলেন। স্ত্রীর কাছে জানতে পারলেন- ঘরে ছেলেদের জন্য সামান্য খাবার ব্যতীত আর কিছুই নেই। হযরত আবু তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বিবিকে বললেন- কোন বাহানায় ছেলেদেরকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুম পাড়িয়ে দাও। আর রাতে খাবার গ্রহণের সময় হলে কৌশলে বাতি নিভিয়ে বাসন-পেয়ালার নাড়াচাড়ার শব্দ করবে। সুতরাং তাই করা হল। অন্যদিকে নবীর মেহমানকে তৃপ্তি সহকারে আহার করিয়ে তুষ্ট করলেন। এভাবে পুরো পরিবার অভুক্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত অতিবাহিত করলেন। তাঁদের এ ত্যাগের প্রসঙ্গে অত্র আয়াত নাযিল হল। সকাল বেলায় হযরত আবু তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবীর দরবারে এলে আল্লাহর রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম

এরশাদ করলেন-আবু তালহা! আল্লাহপাক তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। অতঃপর আয়াতখানা তেলাওয়াত করে শুনালেন। [ছহীহ বুখারী শরীফ ও তাফসীরে নুরুল ইরফান]

পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের প্রশংসিত গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব

পবিত্র কুরআনে করীমের সূরা আল হাশর এর ৮নম্বর আয়াতে মুহাজির ও ৯নম্বর আয়াতে আনসার সাহাবায়েকেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমের বিভিন্ন প্রশংসনীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। যদ্বারা বিশ্ববাসীর সম্মুখে তাঁদের অতুলনীয় মর্যাদা-মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিভাত হয়। যথা ঃ

প্রথমত ঃ মুহাজির সাহাবীগণের গুণাবলী ঃ মুহাজির সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম স্বদেশ ও সহায়সম্পত্তি থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। তাঁরা মুসলমান ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সমর্থক ও সাহায্যকারী শুধু এই অপরাধে মক্কার কাফিররা তাঁদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা মাতৃভুমি, ধন-সম্পদ ও বাস্তুভিটা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হন।

দ্বিতীয়ত ঃ يبتغون فضلا من الله ورضوانا অর্থাৎ মুহাজির সাহাবীরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম কোন জাগতিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেননি। কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিই তাঁদের কাম্য ছিল। মহান আল্লাহর এহেন স্বীকৃতিতে তাঁদের পূর্ণ আন্তরিকতা প্রমাণিত হয়।

তৃতীয়ত ঃ ينصرون الله و رسوله অর্থাৎ মুহাজির সাহাবীরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আল্লাহ ও রাসূলের সাহায্য করার জন্যই উপরোক্ত ত্যাগ-তিতীক্ষাসহ সবকিছু করেছেন।

চতুর্থতঃ اولئك هم الصادقون অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের ঈমান-আক্বিদা, আমাল-ইবাদাতে সত্যবাদী। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের স্বীকৃতি-মুহাজির সাহাবীগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এই আয়াতে সকল মুহাজির সাহাবীকে চরম সত্যবাদী বলে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁদের কাউকে মিথ্যাবাদী বলে, সে এ আয়াতের অস্বীকারকারী হিসাবে আর মুসলমান হতে পারে না। (নাউজুবিল্লাহ) যেমন, রাফেজী ফেরকা।

আনসার সাহাবীগণের বৈশিষ্টাবলী

পবিত্র মদীনাবাসী আনসার সাহবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম **প্রথমত** تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ অর্থাৎ যে শহর মহান আল্লাহর নিকট 'দারুল হিজরত' ও 'দারুল ঈমান' তথা ঈমান-ইসলামের কেন্দ্র হওয়ার ছিল তাতে তাঁদের অবস্থান ও বসতি স্থাপন মুহাজিরগণের পূর্বেই ছিল। মুহাজিরগণের এখানে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বেই তাঁরা ঈমান কবুল করে পাকা-পোক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। **দ্বিতীয়তঃ** তাঁরা يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ অর্থাৎ তাঁদেরকে ভালবেসে যারা হিজরত করে তাদের শহরে আগমন করেছেন। এটা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের রুচীর পরিপন্থী। সাধারণত, লোকেরা এহেন ভিটা-মাটিহীন দুর্গত মানুষকে স্থান দেয়া পছন্দ করেনা। কিন্তু আনসার সাহাবীগণ কেবল তাঁদেরকে স্থানই দেয়নি, বরং নিজ নিজ গৃহে তাঁদেরকে পুর্ণবাসন করেছেন, ধন-সম্পদে অংশীদার করেছেন এবং অভাবনীয় সম্মান-সম্ভ্রমের সাথে তাঁদের কে স্বাগত জানিয়েছেন। (তাফসীরে মাযহারী শরীফ)।

তৃতীয়ত ঃ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً অর্থাৎ নবীর পক্ষ থেকে সহায়-সম্পদের বিলি-বন্টনে মুহাজিরগণকে যা কিছু দেয়া হলো, আনসার সাহাবীগণ সানন্দে তা মেনে নিলেন। যেন তাঁদের এসব জিনিসের কোন প্রয়োজন ছিলনা।

চতুর্থত ঃ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ অর্থাৎ আনসার সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম নিজেদের উপর মুহাজিরগণকে অগ্রাধিকার দিতেন। নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর আগে তাঁদের প্রয়োজন মেটাতেন। যদিও নিজেরাও অভাবগ্রস্থ ও দরিদ্র-প্রপীড়িত ছিলেন। فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ অর্থাৎ মহান আল্লাহ স্বীকৃতি দান করলেন- এহেন গুণাবলী সম্পন্ন আনসার সাহাবীগন দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে সফলকাম।

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ

উদ্ধৃত আয়াতের মর্মবাণীর ব্যাখ্যায় মুফাসসেরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন-'সূরা হাশর' ৮,৯ ও ১০ পরপর তিন আয়াতের মর্মবাণীর আলোকে প্রমাণিত হয়-মহান আল্লাহ কেন উম্মতে মুহাম্মদীকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথাক্রমে-মুহাজির, আনসার এবং পরবর্তী সকল মুসলমান। ৮ ও ৯ নম্বর আয়াতে মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের বিশেষ গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব উল্লেখিত হয়েছে। উপরোক্ত ১০ নম্বর আয়াতে পরবর্তী সকল মুসলমানের

গুণাবলীর মধ্য থেকে মাত্র একটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যে- তারা সাহাবায়ে কেরামের ঈমান আনয়নে অগ্রগামীতা এবং তাদের কাছে ঈমান-ইসলাম পৌছানোর মাধ্যম হওয়ার বিষয়কে সম্যক উপলব্ধি করে তাদের জন্যও এ দোয়া করা- হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না।

উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, পরবর্তী সকল মুসলমানের ঈমান-ইসলাম ও আমল-ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এর মাহাত্ম ও ভালবাসা অন্তরে পোষণ করা এবং তাঁদের জন্য দোয়া করা। যার মধ্যে এ শর্ত অনুপস্থিত সে মুসলমান রূপে পরিচিত হওয়ার যোগ্য নয়। এ কারনেই হযরত মুসাব বিন সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন- উম্মতের সকল মুসলমান তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে দুই শ্রেণি তথা মুহাজির ও আনসার অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মহব্বত পোষণকারী এক শ্রেণি বাকি আছে। তোমরা যদি উম্মতের মধ্যে কোন আসন কামনা কর তবে এই তৃতীয় শ্রেণিতে দাখিল হয়ে যাও। ইমাম কুরতবি রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন আলোচ্য আয়াতের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালোবাসা রাখা আমাদের জন্য ওয়াজিব।

সাইয়্যেদুনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন- মহান আল্লাহ সকল মুসলমানকে সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-এর জন্য এস্তেগফার ও দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ জানতেন যে, তাঁদের পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে। তাই তাঁদের পারস্পরিক বাদানুবাদের কারণে তাদের মধ্য থেকে কারও প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নেই। উম্মুল মোমেনিন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন- আমি তোমাদের নবীর পবিত্র যবানে শুনেছি-এই উম্মত ততদিন ধ্বংস প্রাপ্ত হবেনা, যতদিন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের অভিশাপ ও ভর্ৎসনা না করে। [তাফসীরে কুরতুবি শরিফ]

লেখক: অধ্যক্ষ-কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদরাসা,
মুহাম্মদপুর এফ ব্লক, ঢাকা।

আনজুমানে আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া
মাসিক
তরজুমান
The Monthly Tarjuman

ইসলামে নবীর প্রতি অবমাননাকারীদের শাস্তি

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি

وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلى رَأْسه الْمِضْضَرَ فَلَمَّا نَزْعَهُ جَآءَ رَجُلٌ فَقَالَ اِبْنَ خَطَلٍ مُتَعَلَقٌ بِاَسْقَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوْه

[رَوَاهُ الْبُخَارِىْ : رَقَمُ الْحَدِيْثُ : 1749]

عَنْ عُرْوَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ بَلْقِيْنَ اَنَّ اِمْرَأَةً كَانَتْ ....النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَلْفَيْنِىْ عَدّوى فَخَرَجَ اِلَيْهَا خَالِدِ بْنُ الْوَلِيْدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَقَتَلَهَا

[عبد الرزاق : المصنف رقم الحديث : 9705]

অনুবাদ: প্রসিদ্ধ সাহাবা হযরত আনাস বিন মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর মাথা মুবারকের উপর লোহার টুপি ছিল, তিনি টুপি খুলে নিলেন, তখন আগত এক ব্যক্তি বললেন, (হে আল্লাহর রসূল! আপনার বিদ্রোহী) ইবনে খাতাল (প্রাণ রক্ষায়) কাবার গিলাফের ভেতরে লুকিয়ে আছে নবীজি এরশাদ করলেন, তাকে হত্যা করে দাও।

[বুখারী শরীফ, কিতাবুল হজ্ব, ২/৬৫৫, হাদীস ১৭৪৯]

হযরত ওরওয়াহ্ বিন মুহাম্মদ 'বিলক্বীন'এর কোন এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন, কোন এক মহিলা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে গালমন্দ করতো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, কে আছ? যে আমার এ শত্রুর বদলা নিতে পারবে? তখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মহিলার দিকে এগিয়ে গেলেন, এবং তাকে হত্যা করলেন। [আবদুর রাজ্জাক, আল মুসান্নাফ হাদীস: ৯৭০৫]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বর্ণিত হাদীস শরীফ দু'টিতে নবীজির প্রতি অবমাননার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার বিধান ঘোষিত হয়েছে। আল্লাহর পেয়ারা হাবীব তাজেদারে মদীনা নুরে মোজাস্সম নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন, ঈমানে মূল ইসলামের মূল, গোটা সৃষ্টি জগতের কেন্দ্রবিন্দু, বিশ্বসৃষ্টির উপলক্ষ, তাঁর প্রতি যথার্থ সম্মান মর্যাদা প্রদর্শন করা নিজের জীবনের চাইতেও তাঁকে বেশী ভালবাসা আল্লাহরই নির্দেশ। পক্ষান্তরে তাঁর প্রতি বিদ্বেষ করা তাঁকে অবমাননা করা তাঁর প্রতি গোস্তাখী ও বেআদবী করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ, এ অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড।

সম্প্রতি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাঙ্গচিত্র প্রদর্শন করে পৃথিবীর দেশে দেশে মুসলমানরা তার বিরুদ্ধে ঘৃণা, তীব্র নিন্দা ক্ষোভ প্রকাশ অব্যাহত রেখেছে। এ কুলাঙ্গার শান্তির ধর্ম মানবতার ধর্ম, পবিত্র ধর্ম ইসলামের অনুসারী শান্তিকামী মুসলমানদের কলিজায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। এ কুখ্যাত জাহান্নামের কীট ইতিহাসে এক ন্যাক্কারজনক কলংকিত অধ্যায় রচনা করেছে, তার ও তার অনুসারী সমর্থক ইয়াহুদী খৃস্টানদের পতন ও ধ্বংস অনিবার্য। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় রসূলের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন, তাঁর প্রতি রসূলের প্রতি ঈমান স্থাপন মু'মীনদের জন্য অপরিহার্য করেছেন। এরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُوْلِه

অর্থ: হে মুমীনগণ তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন। [সূরা নিসা, আয়াত-১৩৬]

রাসূলের প্রতি আনুগত্য ঈমানের মাপকাঠি

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অসংখ্য স্থানে তাঁর আনুগত্যের সাথে রাসূলের আনুগত্য যুক্ত করেছেন। কোথাও তাঁর নবীজিকে বিচ্ছিন্ন করেননি। এরশাদ করেছেন-

قُلْ اَطِيْعُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ

অর্থ: বলুন! আল্লাহ্ ও রসূলের অনুগত হও। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৩২]

নবীজির আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে মু'মিনদের সম্মান, মর্যাদা, গৌরব, বিজয় ও সাফল্য।

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। [সূরা আহযাব: আয়াত-৭১]

কাফির মুশরিকদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি

কাফির মুশরিকরা যতই শক্তিধর হোক, যুগে যুগে নবী রসূলগণের শানে ধৃষ্ঠতাপ্রদর্শনকারী, অবমাননাকারী, সম্মানিত নবী রাসূলগণের সুমহান মর্যাদার প্রতি কলংক লেপনকারী কোনো বাতিল অপশক্তি খোদায়ী শাস্তি থেকে মুক্তি পায়নি।

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا

অর্থ: যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনেনা, আমি সেসব কাফিরদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি।

[সূরা ফাতহ্, আয়াত-১৩]

খোদাদ্রোহী ও নবীদ্রোহীদের শাস্তি

মানব জাতিকে আল্লাহ্ তাঁরই দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করেছেন, পক্ষান্তরে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলকে অস্বীকারকারী বিরোধীতাকারী ও অবমাননাকারীদের জন্য ইহকাল পরকালে অসম্মান অপমান লাঞ্ছনা বঞ্চনা প্রস্তুত করে রেখেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

অর্থ: যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তো তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন, লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

[সূরা আহযাব, আয়াত-৫৭]

আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসূলগণ সত্য ও আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তাঁদের যথার্থ অনুসরণ অনুকরণ ও সম্মান প্রদর্শনে রয়েছে বিশ্বমানবতার জন্য ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি।

পক্ষান্তরে তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা, অশালীন উক্তি, কটুক্তি, তিরস্কার, অসম্মান, অপমান, ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনের কার্টুন অংকন ইত্যাদি গর্হিত আচরণ ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার শামিল। উপরন্তু পরকালের ভীষণ ও মর্মন্তুদ শাস্তির কারণ।

প্রিয়নবীর প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান ও আদব রক্ষা করা মু'মিনের পরিচায়ক

আল্লাহর নবীগণ খোদাপ্রদত্ত শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী তাঁদের জীবদ্দশায় ও ওফাতের পর সর্বাবস্থায় তাঁদের সমুন্নত মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা ফরজ। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

অর্থ: হে মু'মীনগণ তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উচু করোনা এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তার সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলোনা। কারণ এতে তোমাদের সার্বিক আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজান্তে।

[সূরা হুযরাত: আয়াত-০২]

নবীজির ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন: ইসলাম বিদ্বেষীদের ধৃষ্ঠতা

ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক্যবাদী উগ্রবাদী চরমপন্থিরা ইসলামের ইসলামের মহানবী বিশ্বনবী মানবতার মূর্ত প্রতীক, উত্তম চরিত্রের মহত্তম আদর্শ, বহুমাত্রিক গুণাবলীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ, প্রিয় রসূলের শানে অবমাননাকর ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন করে ইসলামের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে চায়। তারা তো জানেনা, ইসলামের নবী তো বিশ্বজাহানের নবী। তিনি তো সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য খোদায়ী নূর। যে নূরের আলোয় সমগ্র বিশ্বভূমন্ডল আলোকিত আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

অর্থ: ওরা আল্লাহর নূরকে ফুৎকার দিয়ে নেভাতে চায় কিন্তু তাঁর নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। [সূরা ৬১, পারা-২৮, আয়াত-৮]

নবীজির প্রচারিত সত্যের বাণী তৌহিদ ও রিসালতের জয়ধ্বনি কলেমার আহ্বান আজ কেবল আরব ভূখন্ডের ভৌগলিক সীমারেখায় সীমাবদ্ধ নেই। পৃথিবীর দিগ-দিগন্তে এ বাণী আজ প্রচারিত প্রসারিত। নূর নবীজির আদর্শের বাণী, এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়ার প্রান্ত ছাড়িয়ে আমেরিকার প্রতিটি জনপদে আজ ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে এড়িয়ে

চলছে। ইসলাম বিদ্বেষীরা বেসামাল হয়ে পড়েছে, নবীজির অবমাননা করে বিশ্ব ইতিহাসে তারা আজ চরমভাবে ঘৃণিত ও অপমানিত হচ্ছে।

কুরআনের ভাষায় নবীর প্রতি অবমাননাকারীর ভর্ৎসনা

নবীর শানে বেআদবী প্রদর্শনকারী ওয়ালীদ ইবনে মুগরীরাহর প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে তার দশটি দোষ বর্ণনা করেছেন, পরিশেষে বলেছেন সে হচ্ছে হারামী (জারজ সন্তান) এরশাদ হয়েছে-

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ

অর্থ: যে অধিক শপথ করে যে লাঞ্চিত আপনি তার আনুগত্য করবেন না। যে পশ্চাতে নিন্দা করে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে খুব বিচরণকারী, সৎকাজে বাধাপ্রদানকারী, সীমালঙ্গনকারী, পাপিষ্ট, কঠোর স্বভাব তদুপরি তার মূলে ক্রটি। [সূরা কলম: আয়াত-১০-১৩]

বর্ণিত আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্ তার মায়ের নিকট গেল, তার মাকে বলল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ কুরআনে দশটি দোষ বর্ণনা করা হয়েছে, নয়টি দোষ আমি স্বয়ং আমার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, দশম দোষটি সম্পর্কে তুমিই জান। সত্য করে বল, আমি কি হারামী (জারজ) না হালালী (বৈধ সন্তান) সত্যটিই বল, মা উত্তর দিল তোমার পিতা মামর্দ (নপুংশক) ছিলো, আমি আশঙ্কা করলাম তার মৃত্যুর পর তার সম্পদ অন্য লোকেরা নিয়ে যাবে তখন আমি অমুক রাখালের সাথে ব্যাভিচার করেছি, তুমি তারই থেকে জন্ম লাভ করেছ।

[কানযুল ঈমান তাফসীর, নূরুল ইরফান, কৃত. ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) ও মুফতি আহমদ ইয়ার খান (রহ.)]

প্রতীয়মান হলো, যার অন্তরে নবীর প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে, যে ব্যক্তি লিখনী, বক্তৃতা, বিবৃতি ও মন্তব্যের মাধ্যমে নবীর প্রতি অবমাননা করতে অভ্যস্ত তার জন্মের ক্রটি রয়েছে সে হারামী। [খাযাইনুল ইরফান, রুহুল বয়ান ও তাফসীর সাভী]

নবীর বিরুদ্ধে একবার ভৎসনা করলে আল্লাহ্ তা'আলা দশবার ভৎসনা করেন-

عن ابن عباس رضى الله عنه قال من صلى على النبى صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله عليه عشرة ومن سبه مرة سب الله عليه عشر مرّاتٍ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন। যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্র শানে একবার গালমন্দ বা কটুক্তি করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার বিরুদ্ধে দশবার ভৎসনা করবেন।

[ইমাম ইবনে হাজর আসকালীন (রহ.) প্রণীত, আল মুনাব্বিহাত]

নবীর অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে ইসলামী মনীষীদের অভিমত

ইসলামী বিশ্বে সমাদৃত সর্বজনগ্রাহ্য ফাত্ওয়াগ্রন্থ 'দুররুল মুখতার' কিতাবে উল্লেখ রয়েছে-

من سب النبى صلى الله عليه وسلم اوكذّبو او تنقصه او عابه فقد كفر بالله وبانت امرأته وان تاب والاقتل ۔

অর্থ: যে ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে গালমন্দ করল কিংবা তাঁকে মিথ্যারোপ করল, অথবা তাঁর মানহানি করল, অথবা তার সমালোচনা বা দোষক্রটি বর্ণনা করল, সে আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করল। এতে তার স্ত্রী তালাক হয়ে হবে। (মুসলিম হলে) এমন ব্যক্তি যদি এহেন ধৃষ্ঠতাপূর্ণ বক্তব্য মন্তব্য প্রত্যাহার করে নেয়, ক্ষমা প্রার্থনা করে তাওবা করে নিলে কোনভাবে বেঁচে গেলে, অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে।

বিশ্ববিখ্যাত ফাত্ওয়াগ্রন্থ 'ক্বাযী খানে' নবীদ্রোহীদের বিধান সম্পর্কে উল্লেখ হয়েছে-

اذا عاب الرجل النبى صلى الله عليه وسلم فى شئ كان كافرًا

অর্থ:যদি কেউ কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহর শানে বিন্দুমাত্র দোষ বর্ণনা বা সমালোচনা করল সে কাফির হয়ে গেল।

সুপ্রসিদ্ধ ফাত্ওয়া গ্রন্থ 'দুররুল মোখতার'-এ আরো উল্লেখ রয়েছে-

الكافر بسب النبى من الانبياء لايقبل توبته مطلقًا ومن شك عن عذابه وكفره فقد كفر۔

অর্থ: যে ব্যক্তি সম্মানিত নবীদের যে কোন নবীকে গালি দিল, তার তাওবা কবুল হবে না এবং যে ব্যক্তি তার কুফরী হওয়া ও শাস্তির যোগ্য হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করল, সেও কুফরী করল।

সুপ্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ 'ছাবী' তে উল্লেখ রয়েছে,

ومن استخفف بجنا به صلى الله عليه وسلم فهو
كافر وملعون فى الدنيا والاخرة

অর্থ: যে ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের শানে সামান্যতম তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করল, সে ইহকাল ও পরকালে কাফির ও অভিশপ্ত।

আল্লামা ইমাম কাযী আয়াজ (রহ.)'র অভিমত:

নবীজির প্রতি সম্মান তাজিম ও আদব রক্ষা করা ও প্রদর্শন করা সর্বাবস্থায় ফরজ। ইমাম কাযী আয়াজ রহ. শিফা শরীফে উল্লেখ করেন-

اعلم ان حرمة النبى صلى الله عليه وسلم بعد موته
وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته وذالك
عند ذكره صلى الله عليه وسلم

অর্থ: জেনে রাখুন! প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি তাজিম ও সম্মান করা তাঁর জীবদ্দশায় যে রূপ অপরিহার্য তার ওফাতের পরও অনুরূপ সম্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য। [শিফা শরীফ, ২য় খন্ড]

ইমাম মালিক (রহ.) ইবনে হাবীব ও মাবসূত কিতাবদ্বয়ে উল্লেখ করেন, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে গালমন্দ করার কারণে কাফির হয়েছে তাদেরকে হত্যা করতে হবে। [আশ-শিফা, ২য় খন্ড]

ফ্রান্সসহ কাফির মুশরিকদের উৎপাদিত সকল পণ্য বয়কট করুন

অর্থনীতি গোটা বিশ্বের উন্নয়ন অগ্রগতি ও সাফল্যের চাবিকাঠি। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)'র প্রস্তাবিত নির্দেশনা মতে মুসলমানদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও উন্নতি অর্জনের লক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে হবে। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনে অমুসলিম কাফির মুশরিকদের উৎপাদিত সকল প্রকার পণ্যদ্রব্য বয়কট ও বর্জন করতে হবে। তবেই আসবে আমাদের অর্থনৈতিক সাফল্য মুক্তি ও সমৃদ্ধি।

[তাদবীরে ফালাহ্ ওয়া নাজাত ওয়া ইসলাহ্,
কৃত. ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)]

মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে প্রিয়নবীজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের শান-মান ও মর্যাদা বুঝার তাওফিক নসীব করুন। আমীন।

তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত
মাসিক
তরজুমান
The Monthly Tarjuman

মাহে রবিউস্ সানী

ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মাস রবিউল আউয়াল এসে পুনরায় চলে গেছে, কিন্তু আমরা এ মহান মাসে নিজেদের অক্ষমতা, দুর্বলতা, ব্যর্থতা ও হতাশা দুরীভূত করার কোন কার্যকর উদ্যোগ নিতে পারিনি। তাই নয় শুধু, আমাদের ব্যর্থতা সম্পর্কে নিজেদের কোন অনুভূতি আছে বলেও মনে হয়না।

আমরা নবীর উম্মত বলে জোর গলায় বলতে পারি কিন্তু তার অনুবর্তন, অনুসরণ ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার বিন্দুমাত্র গরজও পরিলক্ষিত হয় না। সত্যিকারভাবে বলতে গেলে আজ মুসলমানগণ ভোগবাদে নিজেদের অস্তিত্বকে বিলীন করে সর্বনাশের পথে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। যে জাতি পৃথিবীর বুকে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্য, সুশৃংখল, শক্তিশালি জাতি হিসেবে মহান আদর্শ নিয়ে মানব জাতির নেতৃত্ব প্রদান করেছিল। সে জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য বিধর্মীরা কি সুকৌশলে অগ্রসরমান তা কি আমাদের কাছে খোলাসা হয় না?

মধ্যপ্রাচ্যের অঢেল বিত্তকে বিলাসিতা আর অচল অস্ত্রের পেছনে ব্যয় করতে সাম্রাজ্যবাদী ইহুদী-নাসারাসহ অমুসলিম শক্তিসমূহ কতো রকম যে ফন্দি করে তাতেও আমাদের বোধ হয়না।

আমাদের সামগ্রিক জীবনের সঙ্কট, সমস্যা ও দুর্দশা দুরীভূত করার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কালজয়ী জীবনাদর্শের অনুসরণ এবং আউলিয়া কেরামের জীবনবোধ সম্পর্কে চর্চার কোন বিকল্প নেই।

এই জীবনবোধ সম্পর্কে চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে অন্তরে যে খোদাভীতি সৃষ্টি হবে তাতে আমরা ভোগবাদী মনোবৃত্তিকে পরিহার করে নিজেদের আদর্শকে বিশ্বমাঝে সত্যিকারভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উপযুক্তরূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

এ মাসের নফল এবাদত

২৫ ও ২৯ তারিখ এশার নামাযের পর দুই রাকাত বিশিষ্ট চার রাকাত নামায আদায় করার জন্য অনেক বুজুর্গানে দ্বীন উৎসাহিত করেছেন, যাতে অনেক কল্যাণ নিহিত।

এর প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার সাথে পাঁচবার সূরা ইখলাস দ্বারা এ নামায আদায় করবেন। অন্যান্য রাতেও অধিকহারে দরূদ শরীফ, তিলাওয়াত ও নফল নামায আদায়ান্তে গুনাহ্র ক্ষমা প্রার্থনা এবং বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য ও সংহতির দোয়া করবেন।

বিশেষত: ১১তারিখ খতমে গাউসিয়া, গাউসে পাকের জীবনী আলোচনা, ওয়াজ মাহফিল এবং গরীব মিসকীনগণকে আহার করানোর ব্যবস্থা করে তার সাওয়াব গাউসে পাকের প্রতি প্রেরণের দু'আ করা অতঃপর নিজের জন্য, দেশ ও জাতির জন্য বিশেষ মুনাজাত করবেন।

এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত ক'জন আউলিয়া-ই কেরাম

১ রবিউস্ সানী: ইমাম বায়হাকী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি।

৩ রবিউস্ সানী: খাজা হাবীব আজমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি।

৭ রবিউস্ সানী: ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি।

১১ রবিউস্ সানী: গাউসুল আজম আবদুল ক্বাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

১২ রবিউস্ সানী: শায়খ মহিউদ্দীন ইবনে আরবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি।

১৮ রবিউস্ সানী: মাহবুবে ইলাহী খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলায়হি।

১১ রবিউস্ সানী: হযরত সাইয়্যেদাহ বেগম (মাইসাহেবা) রাহমাতুল্লাহি আলায়হা। [হুযূর কেবলা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর আম্মাজান]

আগামী চাঁদ : মাহে জমাদিউল আউয়াল

এ মাসের নফল এবাদত

এ মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার পর রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবীগণকে নিয়ে বাদ মাগরীব বিশ রাকাত নফল নামায আদায় করেছেন বলে বর্ণিত রয়েছে।

দশবারে দুই রাকাত বিশিষ্ট বিশ রাকাত নামাযের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার সাথে সূরা ইখলাস পাঠ করা উত্তম। নামায শেষ করে ১০০বার নিম্ন বর্ণিত দরূদ শরীফ পাঠ করবেন-

দরূদ শরীফ

আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লায়তা আ'লা ইব্রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

অতঃপর বিনয়ের সাথে আল্লাহর দরবারে দোয়া করবেন। এছাড়া এ মাসে অধিক হারে তিলাওয়াতে ক্বোরআন, দরূদ শরীফ পাঠ, তাহাজ্জুদ এবং অন্যান্য সুন্নাত ও নফল এবাদতের মাধ্যমে খোদার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করবেন। বিশেষ করে এ মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোযা পালনের চেষ্টা করবেন। হে আল্লাহ্! আমাদের সবার্ঙ্গীণ সাফল্য সমৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য এ মাসের প্রতিটি মুহূর্ত যথাযথভাবে তোমার নির্দেশানুযায়ী চলার তাওফীক দান করুন।

প্রবন্ধ

শানে রিসালত

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

মাদানী চাঁদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাউযে কাউসারের মালিক

আল্লাহ্ তা'আলা ক্বোরআন মজীদে এরশাদ করেছেন-

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ٥ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ٥ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ٥

তরজমাঃ ১. হে মাহবূব! নিশ্চয় আমি আপনাকে অসংখ্য গুণাবলী দান করেছি। ২. সুতরাং আপনি আপনার রবের জন্য নামায পড়ুন এবং ক্বোরবানী করুন; ৩. নিশ্চয় যে আপনার শত্রু, সে-ই সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

[সূরা: কাউসার, আয়াত ১-৩, কানযুল ঈমান]

কাউসার (كوثر) বলতে কি বুঝায়?

অভিধানে কাউসার (كوثر) فَوْعَلٌ -এর সমুচ্চারিত। বস্তুর আধিক্যকে كوثر (কাউসার) বলা হয়। এ শব্দ كثرت থেকে নির্গত। সুতরাং আয়াত শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপন মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যেক প্রকারের আধিক্য দান করে সেগুলোর মালিক করে দিয়েছেন। আওলাদে আধিক্য, যাহেরী ও বাতেনী মর্যাদায় আধিক্য, ইলম ও আমলে আধিক্য, ভান্ডারে প্রাচুর্য, সালতানাত ইত্যাদিতে আধিক্য।

খাস পরিভাষায় كوثر (কাউসার) ওই হাউযকে বলা হয়, যা কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীবে পাক সাহিবে লাউলাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। সুতরাং মাদানী চাঁদ মি'রাজের রাতে 'হাউযে কাউসার'কে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন, পরিদর্শন করেছেন।

[তাফসীর-ই আযীযী: পারা ৩০, পৃষ্ঠা ২৮৬]

ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি সাইয়্যেদুনা হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তাজদারে মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি (শবে মি'রাজে) জান্নাতে ভ্রমণ করছিলাম, আমি এক নহরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যার দু'পাশে মধ্যখানে খালি মুক্তার অনেক গম্বুজ ছিলো। আমি বললাম, "হে জিব্রাঈল! এটা কি?" তিনি আরয করলেন, "এটা হাউযে কাউসার। এটা আপনার দয়ালু রব আপনাকে দান করেছেন। সেটার মাটি খুশবুদার।"

হাউযে কাউসারের মিষ্ট পানি

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাউযে কাউসারের পানি ঠান্ডা ও মিষ্ট। যখন হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর গোলাম তা পান করবেন, তার পর আর কখনো পিপাসার্ত হবেন না। কবির ভাষায়-

ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا-پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں

অর্থঃ ঠান্ডা ঠান্ডা, মিষ্ট মিষ্ট; পান করি আমরা, পান করান তিনি। ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, সুলতানে দারাঈন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- "আমার হাউযের দূরত্ব (দৈর্ঘ্য) এক মাসের রাস্তা, সেটার কোন্গুলো সমান অর্থাৎ চতুর্ভূজি। সেটার পানি দুধ অপেক্ষা সাদা, সেটার খুশবু কস্তুরি থেকে বেশী উৎকৃষ্ট, আর সেটার পেয়ালাগুলোর সংখ্যা আসমানের তারকার সংখ্যার সমান হবে। যে ব্যক্তি সেটার পানি পান করবে, সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না।

সাক্বী-ই কাউসার

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম সাইয়্যেদুনা সাহ্ল ইবনে সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন- সাইয়্যেদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- "আমি হাউযে কাউসারের নিকট তোমাদের অগ্রণী হবো। যে ব্যক্তি আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে সে (হাউযের) পানি পান করবে। আর যে পান করবে সে কখনো পিপাসার্ত হবে।

কিছু সম্প্রদায় আমার নিকট আসবে, যাদেরকে হয়তো আমি চিনবো, তারাও হয়তো আমাকে চিনে। তার পর আমার ও তাদের মধ্যে পর্দা পড়ে যাবে। তখন আমি বলবো, 'নিশ্চয় তারা আমার।" তখন বলা হবে, "আপনি

প্রবন্ধ

তাদেরকে (নিজ থেকে) জানেন না, যারা (দ্বীনে) নতুন নতুন ভিত্তিহীন আক্বীদা ও কর্মকান্ড আবিষ্কার করেছে- আপনার পর।'' তখন আমি বলবো, ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক তারা, যারা আমার পর আমার দ্বীনকে বদলে ফেলেছে।

এ হাদীস শরীফ থেকে এও প্রতীয়মান হয় যে, যেসব লোক দ্বীন-ই ইসলামে পরিবর্তন এনেছে, অগ্রণী ওলামা-ই দ্বীনের (সলফে সালেহীন) সহীহ-সঠিক রাস্তা পরিহার করে অন্য রাস্তা ধরে চলে গেছে, তারা যত ইবাদতই করুক না কেন, সাইয়্যেদুনা আপাদমস্তক নূর, শাফে-ই ইয়াউমান নুশূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিদ্রোহী।

'হাউযে কাউসার' থেকে যারা পান করতে পারবে না!

শাহানশাহে দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'হাউয' (হাউযে কাউসার) থেকে অন্য নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর উম্মতদেরকে পানি পান করাবেন না, যাতে তারা নিজ নিজ নবীর 'হাউয' থেকে পানি পান করে। অনুরূপ ওইসব লোককেও নিজের হাউযে কাউসার থেকে পানি পান করাবেন না, যারা বদ-আক্বীদা (যারা ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণকারী) হবে।

[মাদারিজুন নবূয়ত: প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩২৪]

আরো যাঁরা কিয়ামতে সাক্বী হবেন

সাইয়্যেদুনা হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাদীস-ই পাকে বর্ণিত, শাহানশাহে দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হাউযে কাউসারের চারটি স্তম্ভ (রুকন) আছে: প্রথম স্তম্ভ (রুকন) সাইয়্যেদুনা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাতে থাকবে, দ্বিতীয়টা থাকবে সাইয়্যেদুনা হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাতে। আর তৃতীয় রুকন থাকবে সাইয়্যেদুনা হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাতে এবং চতুর্থটি থাকবে হযরত সাইয়্যেদুনা আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাতে।

সুতরাং যে ব্যক্তি সাইয়্যেদুনা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বন্ধু হয়, কিন্তু সাইয়্যেদুনা হযরত ওমর ফারুক্বের দুশমন হবে, তাকে সাইয়্যেদুনা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওই হাউয থেকে পান করতে দেবেন না। আর যে ব্যক্তি সাইয়্যেদুনা হযরত আলী মুরতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ভালবাসবে, আর সাইয়্যেদুনা ওসমান গণী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে দুশমনী করবে, তাকে সাইয়্যেদুনা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হাউয থেকে পানি পান করাবেন না।

এ হাদীস শরীফ হযরত আবূ সা'ঈদ 'শরফুন নুবূয়ত'-এ উল্লেখ করেছেন, অনুরূপভাবে এটা 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া'য়ও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসিদ্ধি আছে যে, সাক্বী-ই কাউসার মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও হবেন।

মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, যে ব্যক্তি সাইয়্যেদুনা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে শত্রু মনে করবে, আমি তাকে হাউযে কাউসারের পানি পান করতে দেবো না।

[মাদারিজুন নুবূয়বত: প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩২০]

আ'লা হযরত এদিকে ইঙ্গিত করে লিখেন-

مرتضی شیر حق اشجع الاشجعیں ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام

অর্থ: হযরত আলী মুরতাদা আল্লাহর সিংহ, বাহাদুরদের বাহাদুর। তিনি (কিয়ামতে) মিষ্ট দুধ ও শরবত পান করাবেন। তাঁর প্রতি লাখো সালাম।

হাউসে কাউসারের বর্ণনা

ইমাম মুসলিম হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, শাহে কাওন ও মকান সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, '' আমার 'হাউয'-এর উভয় তীরের মধ্যে ব্যবধান হবে 'আয়লা' থেকে 'আদন পর্যন্তের চেয়ে বেশী। হাউযের পানি বরফের চেয়েও সাদা, মধু ও দুধের সাথে মিশ্রিত পানীয় অপেক্ষাও বেশী মিষ্ট। সেটার পান-পাত্রের সংখ্যা হবে আসমানের তারাগুলো থেকেও বেশী। আর নিশ্চয় আমি ভ্রান্ত আক্বীদার লোকদের তা থেকে পান করতে বাধা দেবো, যেভাবে লোকেরা নিজেদের হাউয থেকে অন্য লোকদের উটগুলোকে রুখে দেয়। সাহাবা-ই কেরাম আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি ওই দিন আমাদেরকে চিনবেন?'' হুযূর-ই আকরাম এরশাদ করলেন, হাঁ।

The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

তোমাদের বিশেষ নিশানা (আলামত) থাকবে, যা অন্য উম্মতদের থাকবে না। তোমরা আমার হাউযের নিকট এভাবে আসবে যে, তোমাদের কপালগুলো, ওযূর চিহ্নের কারণে সাদা ও চমকদার হবে।'' এটা ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিমের অন্য বর্ণনা হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে এভাবে রয়েছে, হুযূর-ই আকরাম এরশাদ করেছেন, ''হাউযের পাশে পান পাত্রগুলো স্বর্ণ ও চাঁদীর হবে।''

ইমাম মুসলিম অন্য বর্ণনায় হযরত সাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে এভাবে রয়েছে- তিনি বলেন, যখন এর পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন হুযূর-ই আকরাম এরশাদ করেছেন- দুধের চেয়ে বেশী সাদা, মধুর চেয়েও বেশী মিষ্ট। তাতে জান্নাত থেকে দু'টি প্রণালী এসে মিলিত হয়, প্রণালী দু'টি সেটাকে সাহায্য করে, অর্থাৎ পানি বৃদ্ধি করে, একটি প্রণালী স্বর্ণের, আরেকটি রূপার।

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা যায় যে, বে-নামাযীরা হতভাগা। এ হাদীস শরীফে এও এরশাদ হয়েছে যে, যেসব লোক ওযূ করে, নামায পড়ে, তাদের জন্য এ আলামত থাকবে যে, ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সাদা ও চমকদার হবে, যা দেখে হুযূর-ই আকরাম তাদেরকে চিনবেন এবং হাউযে কাউসারের পানি পান করাবেন।

পক্ষান্তরে, বে-নামাযীরা তা থেকে বঞ্চিত হবে। কেননা, যখন তারা নামাযই পড়ে না, তখন তারা ওযূ করবে কেন? যখন ওযূর চিহ্ন চেহারায় থাকবে না, তখন আলো ও চমক কোত্থেকে আসবে, যার কারণে তারা অন্য উম্মতদের থেকে পৃথক বা আলাদাভাবে পরিচিত হবে? ওই সব বে-নামাযীর জন্য আফসোস! কারণ,তারা তাদের আলস্য ও উদাসীনতার কারণে ক্বিয়ামতের দিন এমন মহা নি'মাত থেকে বঞ্চিত থাকবে। তাই আমার উদাত্ত আহ্বান: নিয়মিতভাবে যথাযথভাবে নামায কায়েম করুন! ফলে আল্লাহর অগণিত নি'মাতের উপযোগী হবে এবং জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুন ও অসহনীয় শাস্তি থেকে নিরাপদ হোন।

মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

গাউসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী (রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি)র রিয়াজত ও ইবাদত

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আলকাদেরী

গাউসুল আজম দস্তগীর

হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ৪৭০ হিজরি মোতাবেক ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে জিলান নামক এক ছোট শহরে ১ রমযান জুমাবার রাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৯১ বছর হায়াত পান। অতএব তিনি ৫৬১ হিজরি মোতাবেক ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে ১১ রবিউস্ সানি ওফাত বরণ করেন। তিনি ছিলেন মাতৃগর্ভের ওলী। সাথে সাথে তিনি বেলায়তের সর্বোচ্চ আসনে আসিন হয়েছেন তাঁর কঠোর সাধনা ও প্রচুর ইবাদতের মাধ্যমে। এ প্রবন্ধে গাউসে পাকের রিয়াজত ও ইবাদতের বর্ণনা তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশা-আল্লাহ্।

১. মাতৃগর্ভে সাধনা

কুরআনুল করিমের আয়াত ও হাদিসে পাক দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতার মেরুদন্ড ও মায়ের বক্ষ হতে যে নুতফা বের হয় সেটা মায়ের রেহেমে বাচ্চা দানির ভেতর প্রবেশ করলে প্রথমে চল্লিশ দিন নুতফা আকারে, দ্বিতীয় চল্লিশ দিনে আলাক্বা (রক্তের টুকরা) এবং তৃতীয় চল্লিশ দিনে মুদগা (গোশতের টুকরা) হয়। তিন চল্লিশ এক শত বিশদিন অর্থাৎ চার মাস অতিবাহিত হলে আল্লাহ্ তা'আলা এক জন ফেরেশতা পাঠিয়ে সে গোশতের টুকরাকে প্রাণ দেন। প্রাণ তথা রূহ দেওয়ার পর হতে আরো পাঁচ মাস দশ দিন মায়ের পেটে জীবিত অবস্থায় থাকে। গাউসে পাক মায়ের পেটে রূহ পাওয়ার পর হতে দুনিয়াতে আসার পূর্ব পর্যন্ত যে পাঁচ মাস দশ দিন মায়ের পেটে অবস্থান করেন, সে সময় মায়ের কুরআন তেলাওয়াত শুনে শুনে তিনি কুরআনুল করিমের প্রথম পারা হতে আঠার পারা পর্যন্ত কুরআন মুখস্থ করেন। এটা তার মায়ের পেটের সাধনা নয় কি?

২. মায়ের পেট হতে ভুমিষ্টের পর সাধনা

হুজুর গাউসে পাক ১ রমযান জুমাবার রাতে জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ যে সন্ধ্যায় রমজানের চাঁদ দেখা গেছে সে সন্ধ্যার রাতে (যা রমজানের প্রথম রাত) জন্মগ্রহণ করেন। সে প্রথম রাতের সোবহে সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ে মায়ের দুধ পান না করে দুনিয়াতে এসেই তিনি রোযার মতো সর্বাধিক সওয়াব বিশিষ্ট ইবাদত আরম্ভ করে দিয়েছেন। এভাবে প্রতি রমজান মাসের সোবহে সাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রতিদিন মায়ের দুধ ও পানাহার বর্জন করেছিলেন।

৩. ইলম অর্জনে সাধনা

বর্ণিত আছে যে, গাউসে পাকের বয়স যখন পাঁচ বছর হয় তখন তাঁর মাতা তাঁকে স্থানীয় মকতবে নিয়ে যান। দশ বছর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক ইলমে দ্বীন অর্জন করেন।

৪. উচ্চতর ইলমে দ্বীন অর্জনে সাধনা

হুজুর গাউসে পাকের বয়স প্রায় আঠার বছর। একদিন তিনি ভ্রমণের জন্য ঘর হতে বের হলেন। সে দিন ছিল আরফার দিন অর্থাৎ জিলহজ্বের ৯ তারিখ। রাস্তা দিয়ে কোন কৃষকের ষাঁড় যাচ্ছিল। তিনি সে ষাঁড়ের পেছনে পেছনে যাচ্ছিলেন। সে একলা ষাঁড় গরুটি তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করল ওই গরুটির জবান দিয়ে বলতে লাগল তোমাকে এ জন্য অর্থাৎ গরুর পেছনে হাঁটার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি এবং আদেশও দেয়া হয়নি। এ কথা থেকে বুঝতে পারলেন আরো উচ্চতর ইলমে দ্বীন হাসিল করতে হবে। তাই তিনি ষাঁড়ের এ কথা মাকে বলে উচ্চতর ইলমে দ্বীনার্জনের মরকয বাগদাদ যাওয়ার জন্য মায়ের অনুমতি চাইলেন। মায়ের অনুমতি লাভ করে বাগদাদ পৌঁছে বাগদাদের মাদরাসায়ে নেজামিয়ায় উচ্চতর দ্বীনি ইলম অর্জন শুরু করে দিলেন। ইলমে ফিকহ্ উসূলে ফিক্হ এর ইলম হযরত শেখ আবুল ওফা আলী ইবনে আকিল হাম্বলি, আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে কাজি আবু আলী, শেখ আবুল খাত্তাব এবং কাজি আবু সাঈদ মোবারক ইবনে আলী মাখযুমি হতে পরিপূর্ণ করেন। ইলমে হাদিস কালের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসিন হতে অর্জন করেন। নেজামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার পর হতে আট বছর সময়ে তিনি সকল ইলমের পরিপূর্ণতার সনদ লাভ করেন।

৪. ইলম অর্জনকালে কঠোর কষ্ট স্বীকার

গাউসে পাক বলেন, ইলমে দ্বীন অর্জনে আমাকে এত অসংখ্য বিপদ-আপদ বরদাস্ত করতে হয়েছে যে, যখন

আপদ বিপদ আমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে নিতো তখন আমি পবিত্র কুরআনের আয়াতে করিমা- فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (নিশ্চয় সংকির্ণতার সাথে সহজতা আছে, অর্থাৎ দুঃখের সাথে সুখ আছে) তেলাওয়াত করতে থাকতাম। এ আয়াত পড়াতে আমার অন্তরে শান্তি হাসিল হতো এবং যখন আমি জমি থেকে উঠতাম তখন আমার সকল বিপদ-আপদ দূর হয়ে যেতো।

৫. ইরাকের মরুভূমিতে চল্লিশ বছর সাধনা

গাউসে পাক যখন পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করেন তখন তিনি রেয়াজত ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভে ইরাকের জন-মানব শূন্য গভীর প্রান্তরে অবস্থান করেন। দিন ও রাতে পূর্ণ বিপদ সংকুলল স্থানে ঘুরাফেরা করতে থাকেন। একবার তিনি নিজেই বলেন, 'আমি চল্লিশ বছর ইরাকের মরুভূমি ও গভীর জঙ্গলে ঘুরাফেরা করেছি। চল্লিশ বছর ধরে এশারের নামাযের ওযু দ্বারা ফজরের নামায পড়েছি এবং পনের বছর এশারের নামাযের পর এক পায়ে দাঁড়িয়ে এক খতম কুরআন আদায় করেছি। এ সময়ে কখনো কখনো পানাহার ব্যতীত তিন থেকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত দিনাতি পাত করেছি।

গাউসে পাক বরজে আজমি নামক স্থানে এগার বছর অবস্থান করে রিয়াজত করেন। এ সময় তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, যতক্ষণ তাঁকে কেউ খাওয়াবেন না ততক্ষণ তিনি নিজ হাতে খাবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাঁকে পান করাবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি স্বীয় হাতে পান করবেন না। এভাবে বিনা পানাহারে চল্লিশ দিন পর একজন লোক কিছু খাবার এনে তাঁর সামনে রেখে চলে গেলেন। তাঁর নফস খানাগুলো খাওয়ার মনস্থ করলেন। কেননা ক্ষুধা সহ্যের বাইরে চলে গেল। সাথে সাথে তিনি নিজে নিজে বলে উঠলেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে যে ওয়াদা দিয়েছি, ওটা থেকে ফিরে আসবো না।' তখন তিনি তার পেটের ভেতর হতে আওয়াজ শুনতে পেলেন, الجوع الجوع অর্থাৎ ক্ষুধা, ক্ষুধা। ইত্যবসরে গাউসে পাকের পীর মুর্শিদ শেখ আবু সাঈদ মাখুযমী তথায় আসলেন এবং তিনি গাউসে পাকের পেটের আওয়াজ শুনলেন। প্রশ্ন করলেন, হে আব্দুল কাদের! এটি কিসের আওয়ায। গাউসে পাক উত্তর দিলেন, এটি নফসের অস্থিরতা ও বিচলতা। রূহ আল্লাহ্ তা'আলাকে মোশাহাদা করে স্থির আছে। তখন তিনি (আবু সাঈদ) বললেন, আমার ঘরে চলো। এ বলে তিনি চলে গেলেন। কিন্তু তিনি (গাউসে পাক) গেলেন না, কেননা তিনি জানেন নিজ হাতে খেতে হবে। ইতোমধ্যে হযরত খিজির আলায়হিস্ সালাম আসলেন এবং নির্দেশ দিলেন, হে আব্দুল কাদের! ওঠ এবং আবু সাঈদের কাছে যাও। তখন গাউসে পাক আবু সাঈদ মাখযুমীর ঘরের দিকে গেলেন। আবু সাঈদ মাখযুমী ঘরের দরজায় গাউসে পাকের অপেক্ষায় আছেন। গাউসে পাককে মাখযুমী হুজুর দেখে বলে উঠলেন হে আব্দুল কাদের! আমার বলা কি যথেষ্ট হয়নি? আবার খিজির আলায়হিস্ সালামকে বলতে হয়েছে। তখন মাখযুমী হুজুর গাউসে পাককে ঘরের ভেতর নিয়ে গেলেন এবং নিজ হাতে খাওয়ায়ে দিলেন। গাউসে পাক বলেন, 'এতে আমি পরিতৃপ্ত হয়ে গেলাম।'

৮. শয়তানের প্রতারণা থেকে ঈমান রক্ষা

গাউসে পাক বলেন, একবার আমার সামনে একটি আলো (নূর) প্রকাশ পেলো। এতে আসমানের প্রান্ত আলোকিত হয়ে গেল। সে নূর হতে একটি আকৃতি দৃশ্যমান হলো। সে আকৃতি আমাকে সম্বোধন করে বললো, হে আব্দুল কাদের! আমি তোমার রব! (প্রভু) (আমি তোমার জন্য সমস্ত হারামকে হালাল করে দিলাম) গাউসে পাক বলেন, তখন আমি আউয়ুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তিনর রাজিম বললাম।" সাথে সাথে সে আলো দূর হয়ে গেল। তিনি শুনতে পেলেন, হে আব্দুল কাদের! তোমাকে তোমার ইলম আমার ধোকা হতে রক্ষা করেছে। না হয় আমি আমার এ প্রতারণা দ্বারা সত্তরজন সূফিকে পথভ্রষ্ট করেছি। গাউসে পাক বললেন, 'এটা আমার দয়াল মাওলার দয়া, যা আমার ভাগ্যে জুটেছে। গাউসে পাককে প্রশ্ন করা হলো আপনি কীভাবে বুঝতে পারলেন, এটা শয়তান, তখন গাউসে পাক উত্তর দিয়েছেন, শয়তানের কথা (হারাম কে হালাল করে দিলাম) থেকে বুঝতে পারলাম। কেননা আল্লাহ্ হারামকে হালাল করেন না।

৯. চল্লিশ বছর ওয়াজ করেন

সৈয়্যদুনা আব্দুল ওয়াহাব বলেন, হুজুর গাউসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানি রহমাতুল্লাহি আলায়হি চল্লিশ বছর যাবৎ অর্থাৎ ৫২১ হিজরি হতে ৫৬১ হিজরি পর্যন্ত ওয়াজ ও নসিহত করেন। তিনি সপ্তাহে তিনদিন (জুমা, মঙ্গল ও বুধবার) ওয়াজ ও নসিহত করতেন। হযরত ইব্রাহিম বিন সাঈদ বলেন, 'গাউসে পাক আলেমানা পোশাক পরিধান করে উচু জায়গায় আসিন হয়ে ওয়াজ করতেন। ফলে শ্রোতাগণ তাঁর বাণী গভীর মনে শুনতেন এবং আমল করতেন।

প্রবন্ধ

১০. গাউসে পাকের ওয়াজের প্রভাব

গাউসে পাকের ছাত্র শেখ আব্দুল্লাহ্ জুবায়ী বলেন, তাঁর উপদেশে এক লাখের অধিক পথভ্রষ্ট এবং বদ আকিদার লোক তার কাছে তাওবা করেন এবং হাজার হাজার ইহুদী ও নাসারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

বৈবাহিক জীবন

গাউসে পাক বলেন, 'রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণের জন্য বিবাহ্ করার ইচ্ছা ছিল। তবে তা আমার ইবাদত ও রেয়াজতের মধ্যে বাঁধা সৃষ্টি করবে এ ভয়ও ছিল। তবে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক কাজের একটি সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং যখন সে সময় আসল, তখন আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও মেহেরবাণীতে আমার সাদী হয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে চারজন স্ত্রী দান করেছেন। তা সত্ত্বেও ইবাদত ও রেয়াজতে কোন কমি হয়নি।

তার শান, মান, ইবাদত, রেয়াজত, কেরামত, সাধনা, জিহাদ বর্ণনাতীত। কেননা তিনি তো আল্লাহ্ তা'আলার ওলী। গাউসে পাক তাঁর স্বরচিত কিতাব سرّ الاسرار এর মধ্যে একটি হাদীসে কুদছি এনেছেন-

(আমার অলিগণ আমার কুদরতের চাদরের নিচে, তাঁদেরকে আমি ব্যতীত অপর কেউ চিনতে পারে না।)

সকল অলি আল্লাহ্ তা'আলার গুপ্ত রহস্য তাঁদেরকে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তাঁদেরকে জানেন, চিনেন, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। মানুষ তাদেরকে চেনা, জানা সম্ভব নয়।

তথ্য সংগ্রহ.

১. সীরতে গাউসে আজম, আলম ফকরী,
২. ক্বালায়িদুল জাওয়াহের,
৩. বাহজাতুল আসরার,
৪. সিররুল আসরার,
৫. আজকারুল আবরার,
৬. খোলাসাতুল মাফাখের,
৭. আখবারুল আখয়ার।

লেখক: সহকারি অধ্যাপক- জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রবন্ধ

ইসলাম শাশ্বত কল্যাণ ও শান্তির ধর্ম

মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ ছিদ্দিকী

ইসলাম শান্তি,শৃঙ্খলা, শাশ্বত কল্যাণ, সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্বের ধর্ম। মহান রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনুল করিমে এরশাদ করেন "নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম"। [সুরা..আলে ইমরান, আয়াত-১৯]

এ ধর্মের প্রবর্তক সর্ব যুগের সর্ব কালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সৈয়দুনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তদ্রুপ উম্মতে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামও সমগ্র উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। তাই তাদের আচার-আচরণ, আদর্শ-চরিত্র, বাক্যালাপ, উঠাবসা, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবন ইত্যাদি উত্তম আদর্শের হতে হবে। কোন পন্থায় পরিচালিত করলে এ মর্যাদা পৃথিবীর বুকে অক্ষুন্ন থাকবে সে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৬৩ বছরের জীবনাদর্শকে আমাদের সর্বস্তরের মানুষের জন্য ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের মডেল হিসেবে উপস্থাপন করে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, "নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে সুন্দরতম আদর্শ, তারই জন্য, যে আল্লাহ তাআলা ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে খুব বেশী স্মরণ করে"।

[সুরা-আহযাব-আয়াত-২১]

সুতরাং যে কেউ প্রিয় নবীর আদর্শ-চরিত্র নিজের জীবনে অনুসরণ-অনুকরণ করবে তার জন্য ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ সুনিশ্চিত রয়েছে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই অন্য আয়াতে করিমায় আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন "আর যে কেউ আল্লাহ তাআলা ও তার রাসুলের আনুগত্য করবে, সে বড় সফলতা অর্জন করেছে। [সূরা.আহ্যাব, আয়াত-৭১]

অতএব, চলমান বিশ্বের সর্বস্তরের মানুষ রাসূলের আদর্শ-চরিত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়ায় পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে চরম অবক্ষয় নেমে এসেছে। তার কিছু আলোচনা করে প্রতিকারের নমুনা পবিত্র কুরআনুল করিম ও হাদিসে রাসূলের আলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ।

বর্তমান সমাজে প্রচলিত বেহায়াপনা, অন্যায়-অবিচার ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে,আইয়্যামে জাহেলিয়া তথা অন্ধকার যুগের সময়-কালকেও হার মানিয়েছে। সে যুগে আল্লাহ তাআলা ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস না থাকার কারণে মানুষ নিজ ইচ্ছা মাফিক চলাফেরা করত, বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে খুনা-খুনি, গোত্রে গোত্রে বছরের পর বছর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকত, মধ্যপান, জুয়া খেলায় মগ্ন থাকত, চুরি, ডাকাতি, নারী ধর্ষণসহ যাবতীয় অসামাজিক, অনৈতিক অপকর্মে লিপ্ত থাকত। এহেন বেহায়াপনার দরুণ সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা নিজেদের মান সম্মান অক্ষুন্ন রাখার মানসে নবভূমিষ্ট কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবরস্থ করত। তাই পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে এরশাদ হয়েছে, "নব ভূমিষ্ঠ কন্যা সন্তানের জিজ্ঞাসা করা হবে কোন পাপের কারণে তোমাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। সূরা তাকভীর, আয়াত.৮,৯। এ ভাবে তখনকার জীবন পরিচালিত হত।

অপর দিকে চলমান বিশ্বে আল্লাহ তাআলা ও রাসূলে পাকের প্রতি মুসলিম জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও ওই যুগের কালচারকে অতিক্রম করে বসেছে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে সুশৃঙ্খল জীবন অতিবাহিত করে আসলেও বর্তমানে সমাজ ছিহ্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকার হয়ে পড়েছে, বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সমাজে গরীব, মিসকীন, এতিম ও অসহায়দের স্থান নেই বললেই চলে। সুদ-ঘুষ, মদ, জুয়া, চুরি, ডাকাতি নারী নির্যাতন ইত্যাদির মত জঘন্য অপরাধ দিনের পর দিন দ্রুত বেড়েই চলছে এবং সর্বস্তরে অশান্তি, অরাজকতা বিরাজ করছে।

এহেন পরিস্থিতিকে পুঁজি করে এ দেশকে শান্তি, নিরাপদ, মুক্তি দেওয়ার কথা বলে এক শ্রেণির লোক (জঙ্গীরা) ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করে এ দেশে আত্ম প্রকাশ করে বিভিন্ন পন্থায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। মূলত জঙ্গ এটি ফার্সি শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে যুদ্ধ। সুতরাং জঙ্গীবাদ অর্থ যুদ্ধবাজ। সরকারের পক্ষ থেকে এদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও অতি গোপনীয়তার সাথে এরা বিভিন্ন অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষত বিভিন্ন অফিস আদালতে, গুরুত্বপূর্ণ স্থানে, লোকালয়ে, এমন কি আল্লাহর ঘর মসজিদ, নামাজে, ঈদের জমাতে, আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারে বোমা

মেরে শত শত নিরীহ নারী-পুরুষ হত্যা করে যাচ্ছে, যা ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে চরম অন্যায়, ঘৃণ্য ও ক্ষমার অযোগ্য কাজ। তাদের দৃষ্টিতে এ ধরণের সন্ত্রাস ও হত্যা হচ্ছে জিহাদ। মূলত ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে জিহাদ দু ভাগে বিভক্তঃ প্রথমত জিহাদে ইক্বদামী, যা বিপক্ষের উপর কোন কারণ ব্যতিত আক্রমন করা। এটা কোন জিহাদই নয়; বরং তা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ ও নিষেধ। দ্বিতীয়ত জিহাদে দিফা'ঈ, যা কোন ভিন্ন মতবাদী কর্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হলে কিংবা ধর্মীয় কোন বিধি বিধান পালনে বাধা প্রাপ্ত হলে তখন তা প্রতিরোধ করা এমতাবস্থায়, বিধর্মী লোকের সাথে জিহাদ করা ফরজে আইন হয়ে দাঁড়াবে। এ ধরণের, জিহাদ করতে গিয়ে মুসলমান পরাস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে তৎ সংলগ্ন মুসলমান প্রতিবেশীর উপর ঐ জিহাদে অংশ গ্রহন করা ফরজে আইন হয়ে যাবে, যদি তাদেরকে জিহাদের জন্য আহবান করা হয়। কিন্তু বর্তমান জঙ্গিগোষ্ঠী বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে যে হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছে তা প্রকৃত পক্ষে ইসলাম কায়িম নয় বরং ইসলাম ধর্মে চরম অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা সৃষ্টি করা এবং ইসলামকে ধ্বংস করার নামান্তর। কেননা ১৪৪১ বছর পুর্বেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম,ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে কায়িম করে গেছেন। তাই বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, "আমি কি তোমাদের নিকট আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছি? তখন হযরাত সাহাবায়ে কিরাম সমস্বরে উত্তর প্রদান করলেন, ''হ্যাঁ, ইয়ারাসুলাল্লাহ।" তখন মহান রাব্বুল আলামিনও আমাদের নবীর এ ঘোষণাকে সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি আরো ঘোষণা দিলেন- "আজ আমি তোমাদের ধর্মকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণতা দান করলাম এবং আমার নিয়ামতকে তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ করলাম"।

[সূরা মায়েদা, আয়াত- ৩]

অতএব, এর পরও ইসলাম কায়িম করার কথা বলে হত্যাকান্ড ঘটানো নিঃসন্দেহে সন্ত্রাস। কেননা মহান রাব্বুল আলামিন হত্যাকে কঠোরভাবে নিষেধ করে বলেন যে, "যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার পরিণাম হল জাহান্নাম এবং তাতেই সে দির্ঘস্থায়ী থাকবে। আল্লাহ তাআলা তার উপর রূষ্ট হয়েছেন এবং তাকে অভিসম্পাত করেছেন। আর তার জন্য তৈরী করে রেখেছেন মহা শাস্তি"। [সূরা নিসা, আয়াত-৯৩]

বস্তুত কোন মুসলমানকে শরিয়ত বহির্ভুত ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা মহাপাপ এবং জঘন্যতম কবিরা গুনাহ। হাদীস শরীফে এসেছে যে,গোটা দুনিয়া ধ্বংস হওয়া আল্লাহর নিকট একজন মুসলমানের হত্যা সংঘটিত হওয়া অপেক্ষা অধিকতর হাল্কা। অতঃপর এ হত্যা যদি ঈমানের শত্রুতার কারণে হয় কিংবা হত্যাকারী সে হত্যাকে হালাল জেনে করে থাকে তবে তা হবে কুফরী।

[তাফসীরে খাযাইনুল এরফান, টিকা -২৫৭]

কুরআনের অন্য আয়াতে করিমায় এরশাদ করেন, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে যে, যাদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে তাদের খুনের বদলা লও, আযাদের বদলে আযাদ, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী। সুতরাং যার প্রতি তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছু ক্ষমা (প্রদর্শন) করা হয়েছে, তাহলে উত্তমভাবে তলব করা বিধেয় এবং সুন্দরভাবে আদায় করা। এটা হচ্ছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের বোঝা হালকা করা এবং তোমাদের উপর দয়া করা। অতঃপর এর পরেও যে সীমা লংঘন করবে তার জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

[সুরা বাকারা, আয়াত-১৭৮]

এ ভাবে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনুল করিমে ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর শাস্তি স্বরূপ তাকেও হত্যা করার নির্দেশ প্রদান পূর্বক বলেন "হত্যার বিনিময়ে হত্যার মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার"।

[সূরা বাক্বারা-আয়াত-১৭৯]

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে তার শাস্তি স্বরূপ তাকেও হত্যা করা হলে জনগণ তা প্রত্যক্ষ করে অন্য কাউকে হত্যা করার প্রতি এগিয়ে আসবেনা। এতে হত্যাযজ্ঞ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। তাই এ ধরনের শাস্তিকে আল্লাহ তাআলা জীবন নামে আখ্যায়িত করেছেন।

মানুষকে সত্য ও সঠিক পথে আনয়ন করার লক্ষে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনুল করিমে এরশাদ করেন "আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন মহিলাগণ পরস্পর বন্ধু স্বরূপ। তারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেবে মন্দ ও অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করবে, নামাজ আদায় করবে জাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের অনুসরণ করবে, অচিরেই আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"

[সূরা তাওবা-আয়াত-৭১]

মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, "হে রাসূল আপনি মানুষকে সুকৌশল ও সদুপদেশের মাধ্যমে আপনার রবের পথে আহবান করুন এবং তাদের সাথে ঐ পন্থায় তর্ক করুন,যা সর্বাধিক উত্তম হয় । [সূরা নাহল-আয়াত-১২৫]

তা ছাড়া কোন মুমিন অন্য কোন মুমিনের সাথে দুনিয়াবী কোন স্বার্থে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পড়লে তাতে উসকানী দেওয়ার পরিবর্তে তা সমাধান করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, "নিশ্চয় মুমিন পরস্পর ভাই ভাই সূতরাং তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হলে তা সমাধান করে দাও এবং আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো যাতে তোমাদের উপর দয়া করা হয় । [সূরা হুজরাত-আয়াত -১০]

আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফলাফল বর্ণনা করে এরশাদ করেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় বলে দেবনা যা নফল নামাজ, নফল রোজা,নফল সাদকা থেকেও উত্তম । তখন হযরাত সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ''হ্যাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ ।'' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দু'জন ঝগড়ারত ব্যক্তির মধ্যে মিমাংসা করে দেওয়া । অপর দিকে দু'জন ঝগড়ারত ব্যক্তির মধ্যে উস্কানীর মাধ্যমে আরো বেশী বিবাদ সৃষ্টি করে দেওয়া মানে ইসলামের রজ্জুকে কেটে দেওয়া" । [মিশকাত শরীফ পৃ-৪২৮]

তা ছাড়া বর্তমান সমাজে যত রকম অসামাজিক, অনৈতিক ও অনৈসলামিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে প্রতিটি কর্মের প্রতিফল স্বরূপ আল্লাহ তাআলার বাণী ও হাদিসে রাসূল বিদ্যমান রয়েছে এবং ঐ বাণী সমূহ মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে । এ জন্য বোমা মেরে, সন্ত্রাস করে মানুষ হত্যা করার কথা কোথাও বলা হয়নি । যেহেতু সন্ত্রাসী কার্যকলাপ আল্লাহ তাআলারও পছন্দনীয় নয়, তাই তিনি এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনুল করিমে এরশাদ করেন, এবং আল্লাহ তাআলা বিবাদ ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পছন্দ করেন না ।'' [সুরা বাকারা-আয়াত-২০৫]

শুধু তা নয়; বরং সন্ত্রাসী কার্যকলাপকারী ব্যক্তি যে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার অপ্রিয় তা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র সুস্পষ্ট ঘোষণা করেন যে, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বিবাদ ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী ব্যক্তিকে ভালবাসেন না ।'' [সুরা কাসাস- আয়াত-৭৭]

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, বেঙ্গুরা সিনিয়র মাদরাসা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম ।

প্রবন্ধ

আত্মশুদ্ধি অর্জনের গুরুত্ব ও উপকার

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল মাসুম

দেহ অসুস্থ হলে যেমন চিকিৎসার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তুলতে হয়, তেমনি আত্মা রোগাক্রান্ত হলে তাকে সুস্থ বা পরিশুদ্ধ করে তুলতে হয়। কারণ অন্তর যদি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়, তাহলে মানবদেহের বাহ্যিক কার্যক্রমও পরিচ্ছন্ন, নির্মল ও কল্যাণকর হয়। আর যদি অন্তর অপবিত্র ও কলুষিত থাকে, তাহলে মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণসহ তার কার্যাবলিতে অপরিচ্ছন্নতা ও অকল্যাণের কালো ছায়া পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. أَلاوَ هِيَ الْقَلْبُ

অর্থাৎ 'নিশ্চয় মানবদেহে এমন একটি গোশতের টুকরা আছে যেটা পরিশুদ্ধ হলে পুরো শরীর ঠিক হয়ে যায়। আর যখন তা ময়লা হয়ে যায় তখন সমস্ত শরীর দূষিত হয়ে যায়। জেনে রাখ! সেটা হচ্ছে কলব তথা আত্মা।'[১]

মহান আল্লাহ তাআলা কলবকে নির্মল করে সৃষ্টি করেছেন। আর সেই কলবকে সর্বরকম মলিনতা থেকে হিফাযত রাখতে আদেশ করছেন। পবিত্র কুরআনুল করিমে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন -

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

অর্থাৎ 'সে-ই সফল যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে এবং যে তার আত্মাকে কলুষিত করেছে সে ক্ষতিগ্রস্থ।'[২]

উক্ত আয়াতের আলোকে পরিশুদ্ধির বিষয়টি দুইভাবে ব্যাখ্যা দেয়া যায়-প্রথমত. মন্দর্থক: যা আখলাকে সায়্যিয়াহ বা মন্দ চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য যাবতীয় পাপ, অন্যায় ও অপবিত্র কাজ থেকে মুক্ত হওয়া অর্থাৎ যাবতীয় অসৎ গুণাবলী বর্জন করা। যেমন: শিরক, রিয়া, অহংকার, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, ঘৃণা, কৃপণতা, ক্রোধ, গীবত, পরনিন্দা, চোগলখুরি, কুধারণা, দুনিয়ার প্রতি মোহ, আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া, জীবনের প্রতি অসচেতনতা, অর্থহীন কাজ করা, অনধিকার চর্চা প্রভৃতি হতে নিজেকে এবং দেহ ও আত্মা মুক্ত করা। আত্মা মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রুতে পরিণত হয় যখন সে তাকে পাপাচার ও সীমালংঘনের দিকে আহ্বান করে। কেননা এই অপরিশুদ্ধ, পাপাচারী, ব্যাধিগ্রস্থ অন্তর মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ইরশাদ হচ্ছে -

فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ

অর্থাৎ ' অতঃপর তাকে (ফিরআউনকে) বল 'তোমার কি ইচ্ছা আছে যে, তুমি পবিত্র হবে'? 'আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর?'[৩]

দ্বিতীয়ত. সদর্থক: যা আখলাকে হাসানা বা সচ্চরিত্র-এর মাধ্যমে প্রকাশ পায়। উত্তম গুণাবলী দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন করা অর্থাৎ প্রশংসনীয় গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে পরিত্যাগকৃত অসৎ গুণাবলীর শূন্যস্থান পূরণ করা। সৎ গুণাবলী হল তাওহীদ, ইখলাছ, ধৈর্যশীলতা, তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা, তওবা, শুকর বা কৃতজ্ঞতা, আল্লাহভীতি, আশাবাদিতা, লজ্জাশীলতা, বিনয়-নম্রতা, মানুষের সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শন, পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও স্নেহ, মানুষের প্রতি দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ, পরোপকার প্রভৃতির মাধ্যমে সর্বোত্তম চরিত্র অর্জন করা। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু বলেন-

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَىُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ " كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ " . قَالُوا صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَامَخْمُومُ الْقَلْبِ قَالَ " هُوَالتَّقِيُّ النَّقِيُّ لاَ إِثْمَ فِيهِ وَلاَبَغْىَ وَلاَغِلَّ وَلاَحَسَدَ "

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো,কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি ইরশাদ করেন, 'প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী সত্যভাষী ব্যক্তি।' তারা বলেন- সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তরের ব্যক্তি কে? তিনি বলেন- 'সে হলো পূত-পবিত্র, নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ, যার নাই কোন পাপাচার এবং নাই কোন দুশমনি, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মহমিকা ও কপটতা।'[৪] আর

[১] - সহিহ বুখারি; সহিহ মুসলিম

[২] - সুরা আশ-শামস, আয়াত : ৮-৯

[৩] - সূরা নাযিআত: আয়াত-১৯

[৪] - সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ৪২১৬

নাফস পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির ঈমান, আমল ও আখলাক পরিশুদ্ধ হয়। ইরশাদ হচ্ছে -

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই সে সাফল্য লাভ করবে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে, আর তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করবে, অতঃপর সালাত আদায় করবে।[৫] কুরআন-হাদীসে আত্মা পরিশুদ্ধ করার বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতি বিদ্যমান। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তুলে ধরার প্রয়াস পেলাম-

১. ঈমানের পরিশুদ্ধি : আত্মশুদ্ধির চাবি হল ঈমানকে পরিশুদ্ধ করা। তাওহিদ ও রিসালত তথা সপ্ত বিষয়ে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা।। নতুবা আত্মশুদ্ধির সমস্ত প্রচেষ্টাই পন্ডশ্রম। ইরশাদ হচ্ছে : যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবাদি,রাসূলগণ ও পরকালের প্রতি অবিশ্বাস করে, সে পথভ্রষ্টতায় অনেক দূরে সরে পড়েছে।[৬]

২. নামায: সালাত আত্মশুদ্ধি অর্জনের অনন্য মাধ্যম, যা বান্দার অপরাধ ও পাপ মোচন করে দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোমাদের কারো বাড়ির সামনে যদি একটি নদী থাকে, আর সে যদি ওই নদীতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তার শরীরে কি কোনো ময়লা থাকতে পারে?' তারা বললেন,না, ওই ব্যক্তির দেহে কোনো ময়লা থাকবে না। তিনি বললেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও এরূপ। সালাত অপরাধ ও পাপ মোচন করে।'[৭] অনুরূপভাবে রোযা, যাকাত- সদকা ও হজ্ব পালনের মাধ্যমেও অন্তর পরিশুদ্ধ হয়। ইরশাদ হচ্ছে - 'হে নবী! আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করুন।'[৮] ঈমানদারদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে তাকওয়া অর্জনের মানসে।[৯] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে - 'যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করলো, আর এতে সে কোনো ধরনের অশ্লীলতা ও পাপাচারে লিপ্ত হলো না, সে হজ্জ থেকে ফিরে আসবে ওই দিনের মতো যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিলো।'[১০]

৩. ইস্তেগফার করা (তাওবা) : আল্লাহর হুকুম অমান্য বা সীমালঙ্ঘনকারী ব্যক্তি কর্তৃক চরম অনুশোচিত হয়ে আল্লাহর কাছে অপরাধ স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে বিনয়ের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করাই তাওবা বা ইস্তেগফার। আর তাওবার মাধ্যমেই কলবের রোগ দূরীভূত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন , 'বান্দা যখন কোনো অপরাধ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। যদি সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে তাওবা করে, তাহলে অন্তর পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।'[১১] অন্যত্র ইরশাদ করেন, তামা ও লোহার ন্যায় অন্তরেও মরিচা পড়ে। এই মরিচা পরিষ্কার করার মাধ্যম হলো ইস্তিগফার তথা তাওবা করা।[১২] ইস্তিগফারের মাধ্যমে অন্তর পরিষ্কার হওয়ার মূল কারণ হলো- গুনাহের জন্য বান্দা যখন অনুতপ্ত হয়ে ইস্তিগফার করে, তখন লজ্জার কারণে অন্তরে আপনা আপনি নরমী ও কোমলতা সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহর বড়ত্ব ও নিজের অপারগতা অনুভব হয়। এই অনুভূতি আত্মশুদ্ধির পথে অধিক কার্যকর কৌশল।

৪. পরকালকে ভয় করা : আত্মশুদ্ধি ছাড়া কিয়ামতের দিন কোনো কিছুই উপকারে আসবে না। সুতরাং পরকালের ভয় অন্তরে উপস্থিত রাখতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে-

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

অর্থাৎ 'আজ সম্পদ ও সন্তান কোনো উপকার করতে পারবে না,কেবল যে পরিশুদ্ধ আত্মা নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।'[১৩]

৫. তাওয়াক্কুল : সর্বাবস্থায় কেবল আল্লাহর উপর নির্ভর হওয়াকে তাওয়াক্কুল বলে। তাওয়াক্কুল ছাড়া কলবকে সংশোধন করা সম্ভব নয়।

৬. আল্লাহর যিকির : কলবের যত ময়লা আবর্জনা আছে তা থেকে পাক সাফ করার অন্যতম মাধ্যম আল্লাহর যিকির। আর যিকিরে মানব হৃদয় প্রশান্ত ও নরম হয়। এতে আত্মা পরিশুদ্ধ হয়। ইরশাদ হচ্ছে-

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

অর্থাৎ 'জেনে রেখো! আল্লাহর যিকিরেই অন্তর প্রশান্ত হয়।'[১৪] এ ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'প্রত্যেক

[৫] - সূরা আলা, আয়াত: ১৪
[৬] - সূরা নিসা, আয়াত: ১৩৬
[৭] - সহিহ বুখারী; সহিহ মুসলিম
[৮] - সূরা তাওবা, আয়াত:১০৩
[৯] - সূরা বাকারাহ, আয়াত: ১৮৩
[১০] - সহিহ বুখারী; সহিহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস:২৩৮৪
[১১] - জামে তিরমিযী
[১২] - আদ দুআ, তাবরানী, হাদীস: ১৭৯১; আল মু'জামুছ ছাগীর, তাবরানী, হাদীস: ৫০৯; আল মুজামুল আওসাত, হাদীস:৬৮৯৪
[১৩] - সুরা শুআরা, আয়াত : ৮৮-৮৯
[১৪] - সুরা রা'দ, আয়াত : ২৮

The Monthly Tarjuman

বস্তুকেই পরিষ্কার করার যন্ত্র আছে। আর আত্মাকে পরিষ্কার করার যন্ত্র হলো আল্লাহর যিকর। বস্তুত আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষাকারী হিসাবে যিকরের চেয়ে অধিক প্রভাবশালী আর কোনো বস্তু নেই।[১৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, যিকরুল্লাহ আত্মার রোগ মুক্তির মহৌষধ।[১৬]

৭. কুরআন তিলাওয়াত : এটি সর্বোত্তম নফল ইবাদত। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, কুরআন হলো দৈহিক, মানসিক, দুনিয়া ও আখিরাতের সকল ব্যাধির প্রতিকার। ইরশাদ হচ্ছে -

وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُوْرِ وَ هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ,'এটি মানুষের অন্তরের ব্যাধির জন্য নিরাময় এবং মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।'[১৭] কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে বান্দার সাথে আল্লাহ পাকের কথোপকথন হয় এবং তার মানবিক গুণাবলি বৃদ্ধি পায়।

৮. সুন্নাহর অনুসরণ : সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণের মাধ্যমে বান্দা নিজ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারে। তাই মুসলমান মাত্রই সুন্নাহর অনুসরণ করা সকলের জন্য জরুরি।

৯. অন্তরের পবিত্রতার জন্য দোয়া করা : অন্তরের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধির জন্য এবং আল্লাহর বিধান পালনে দৃঢ়তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা আবশ্যক। হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন,

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমার নাফসকে তাকওয়া দাও; তাকে তুমি পরিশুদ্ধ করে দাও। তুমি সর্বোত্তম পরিশুদ্ধকারী।'[১৮] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে - 'হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার আনুগত্যে দৃঢ় করে দেন।'[১৯]

১০. অসহায় মানুষের পাশে থাকা : একদা এক ব্যক্তি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তার অন্তরের কঠোরতা সম্পর্কে অভিযোগ করল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'যখন তুমি তোমার অন্তরকে নরম করার ইচ্ছা করবে তখন এতিমের মাথায় হাত বুলাবে এবং মিসকিনকে খানা খাওয়াবে।'[২০]

১১. ধৈর্য ধারণ : মুমিন মাত্রই বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে, ক্ষুধা- তৃষ্ণায়, অত্যাচার-অবিচার সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণ করে এক আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে মগ্ন থাকা এবং আল্লাহ ও তার রাসুলের পথ অনুসরণ করবে।

১২. কলুষিত আত্মার পরিণতি স্মরণ রাখা : হুযূর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলুষিত আত্মার পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করে ইরশাদ করেন, 'সাবধান! নিশ্চয়ই মানবদেহে একখন্ড গোশতের টুকরো আছে, যখন তা সুস্থ হয়ে যায় গোটা শরীরটাই সুস্থ হয়ে যায় এবং যখন তা অসুস্থ হয়ে যায় গোটা শরীরই অসুস্থ হয়ে যায়। জেনে রেখো! এটাই হচ্ছে কলব।'[২১]

১৩. পশুবৃত্তিক চরিত্র বর্জন : আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য গিবত করা, মিথ্যা বলা, অপবাদ দেওয়া, উপহাস করা, সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া প্রভৃতি জঘন্য পশুবৃত্তিক চরিত্র থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা আত্মসংশোধনের অন্যতম পন্থা।

১৪. কবর জিয়ারত ও মৃত্যুর স্মরণ : কবর জিয়ারত ও মৃত্যুর স্মরণের মাধ্যমে মানুষের অন্তর আল্লাহমুখী হয়। রাসূলে পাক সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'ইতোপূর্বে আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা জিয়ারত করো। কেননা নিশ্চয়ই তা আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অন্তরের উন্নতি ঘটায়।'[২২]

১৫. অন্তরের কঠোরতা পরিহার : কুরআনুল করিমে আল্লাহ তাআলা একাধিক স্থানে কঠোর হৃদয়ের নিন্দা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে '... দুর্ভোগ সে কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য যারা আল্লাহর যিকির হতে বিমুখ। তারা স্পষ্টত বিভ্রান্তিতে রয়েছে।'[২৩]

১৬. দৃষ্টিকে সংযত রাখা : ইরশাদ হচ্ছে -

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ

অর্থাৎ ' হে হাবীব! আপনি মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। এটি তাদের পরিশুদ্ধতার জন্য অধিক কার্যকরী।'

[সূরা নূর, আয়াত:৩০]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যম বলেন,অধিকাংশ পাপের সুতিকাগার হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় কথা ও দৃষ্টি। এ দুটি শয়তানের প্রবেশদ্বার।

[১৫] - শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস: ৫১৯; কানযুল উম্মাল, হাদীস:১৭৭৭
[১৬] - কানযুল উম্মাল, ১/২১২,হাদীস:১৭৫১
[১৭] - সূরা ইউনুস, আয়াত: ৫৭
[১৮] - সহিহ মুসলিম; মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ১৭১১৪
[১৯] - মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ৯৪২০
[২০] - মুসনাদ আহমদ, হাদিস : ৯০১৮

[২১] - সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪১৭৮
[২২] - মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২৩০০৫
[২৩] - সুরা জুমার, আয়াত : ২২

The Monthly Tarjuman

১৭. নেককারদের সুহবত: তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির জন্য আল্লাহ ওয়ালাদের সুহবত অসাধারণ ক্রিয়া করে থাকে। আকীদা ও জাহেরী আমল দুরস্ত হয়। অন্তরে এক নতুন অবস্থা অনুভূত হয়, যা ইতিপূর্বে ছিলো না। যে অবস্থার প্রতিক্রিয়া এই যে, প্রতিনিয়ত ইবাদতের প্রতি আগ্রহ, গুনাহের প্রতি ঘৃণা ও আকীদা-বিশ্বাসের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। তাই আল্লাহ ওয়ালাদের সুহবত গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো। [সূরা তাওবা,আয়াত:১১৯]

আত্মশুদ্ধি কেবল কিতাব মুতালাআ ও জ্ঞানের বিশাল ভান্ডার সঞ্চয় করার দ্বারা অর্জিত হয় না। বরং এর জন্য প্রয়োজন আল্লাহর মারেফত প্রাপ্ত ও নৈকট্য লাভকারী সাধকদের সুহবত ও তাঁদের পরামর্শ মতে জীবন পরিচালনা করা। মানুষ যেভাবে দৈহিক রোগ-ব্যধির সুচিকৎসার জন্য অভিজ্ঞ ও দক্ষ ডাক্তার খোঁজে বের করে নিজেকে তার নিকট সোপর্দ করে দেয় এবং তার প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী চলে ও বিধি-নিষেধ পুরোপুরি মেনে আরোগ্য লাভ করে; ঠিক তেমনি আত্মিক রোগ-ব্যধির সুচিকিৎসার জন্যও অভিজ্ঞ ডাক্তার খোঁজা উচিত। অন্তরের ভিতর লুক্কায়িত সুক্ষ রোগ-ব্যধির চিকিৎসা নিজে নিজে কোনো ব্যক্তি করতে পারে না। নফস ও শয়তানের ধোঁকা এত সুক্ষ যে, মানুষ নিজে তা বুঝতে পারে না। অনেক সময় এমনও হয় যে, সে যেটাকে ইবাদত মনে করছে সেটাই তার দ্বীনি তরক্কী ও উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়। এ জাতীয় রোগ-ব্যধি কেবল একজন হক্কানী ও কামিল পীরই ধরতে পারে এবং তার সুচিকিৎসা দিতে পারে।

মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আত্মশুদ্ধির জন্য সক্রিয় হওয়া। ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, যে ব্যক্তি আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে আল্লাহ তাকে অনুগ্রহ করবেন ও সম্মান দিবেন। যদি বান্দার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো তাহলে কেউ পরিশুদ্ধি অর্জন করতে পারতে না।' আখিরাতে জান্নাত তো তাদের পুরস্কার যারা নিজকে সংশোধন করতে পেরেছে। ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى- جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء مَن تَزَكَّى

অর্থাৎ 'যারা মুমিন হয়ে ও নেক কাজ নিয়ে তাঁর কাছে আসবে, তারা হচ্ছে সেসব লোক যাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা। আর সে মর্যাদা হলো এমন স্থায়ী জান্নাত যার পাশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এ হচ্ছে সে ব্যক্তির পুরস্কার যে নিজকে পরিশুদ্ধ রেখেছে।' আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে অন্তর পরিশুদ্ধ করার তওফিক দান করুক, আমিন বিহুরমাতি সৈয়্যেদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

লেখক: আরবী প্রভাষক, রাণীরহাট আল-আমিন হামেদিয়া ফাযিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম

The Monthly Tarjuman

মহানবীর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ : মুসলিম অনৈক্যের কুৎসিৎ অধ্যায়

অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমান

ইসলাম মানবতার ধর্ম, শান্তির ধর্ম। ইসলামে জোর-জবরদস্তি নেই, ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে যে কেউ নিরাপত্তা ভোগ করে, এটা ইসলাম ধর্মের অনন্য বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধি বিবেক দ্বারা পরিচালিত মানুষ সত্য-মিথ্যা পরখ করে দেখে, আবার অনেকেই ঐতিহ্য মনে করে মিথ্যা ও বাতিলকে ঘিরে আস্ফালন করে। ইসলাম এসব ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে না। কেননা, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক সৃষ্টিজগতের প্রাণ ইমামুল আম্বিয়া হুজুর করীম রউফুর রহীম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঐতিহাসিক বিদায় হজ্বের ভাষণে সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করিও না। বাড়াবাড়ির কারণে অতীতে অনেক জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। এজন্য কোন ঈমানদার মুসলমান অন্য কোন জাতি গোষ্ঠীর ওপর আক্রমণ করে না, স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেনা। এটা এখনও বাস্তব সত্য, সব সময়ের জন্য।

তবে কথা থেকে যায় আমি যখন কোন ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করি না বা অশোভণীয় আচরণ বা দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করি না, তাহলে ইসলাম ধর্ম নিয়ে কেন অন্যরা চরম অবমাননাকর কাজ করার ধৃষ্টতা দেখাবে? বিশ্বের কোন দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক, ধর্মবেত্তা, বিজ্ঞানী ইসলাম ধর্ম ও নবীকে নিয়ে কটাক্ষ করেনি। এটা সহিষ্ণুতার পরিচয় বহন করে। সব মানুষ এক সমান নয় আচার আচরণ, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ একেকজনের একেক রকম হয়, কেন হয় এটা আলোচনা করার সময় সুযোগ এখানে নেই। অহেতুক উস্কানী মূলক ও অবমাননাকর কোন আকষ্মিক ঘটনা ঘটে যাওয়া নিয়ে মানুষের উম্মত্ততা প্রকাশ পায়, সে সময় নিজেকে কন্ট্রোলে রাখা দুঃসাধ্য হয়ে উঠে। মুহূর্তে দাবানল ছড়িয়ে পড়ার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সে সময়কার উম্মত্ততা, সহিংসতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে একাধিক স্থানে এমনকি দেশ-দেশান্তরে।

সম্প্রতি এ রকম একটা অনাহুত ঘটনা ঘটে গেল ফ্রান্সে। সাহিত্য সংস্কৃতিসহ মত প্রকাশের স্বাধীনতা সে দেশে বিরাজমান। কিন্তু সে মতামত অপরকে মর্মাহত করলে বা যা ইচ্ছে করে ফেলার নাম স্বাধীনতা নয়। সত্য বিবর্জিত ও মানবিক মূল্যবোধ অগ্রাহ্য করে কোন বক্তব্য বা ইঙ্গিতপূর্ণ কার্যক্রম চালানোর অধিকার কোন মানুষই সংরক্ষণ করে না। পৃথিবীর কোন সংবিধানে কোন রাষ্ট্রে এ রকম কাজের স্বীকৃতি নেই। কাজেই আমরা বলতে পারি এ রকম কোন কাজ করা শুধু অপরাধ নয় মানব সভ্যতার ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাতের শামিল, কাজেই যারা সমাজে রাষ্ট্রে নেতৃত্ব দেন তাদের এ বিষয়ে উপলব্ধি থাকতে হবে। কারো মনগড়া বক্তব্য বা কুরুচিপূর্ণ আক্রমণ ব্যক্তি, সমাজ ধর্মকে কলুষিত না করে সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যম না হয় সে দিকে নেতৃবৃন্দের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী থাকা অবশ্যই বাঞ্ছণীয়।

সম্প্রতি এরকম একটা ন্যাক্কারজনক কুরুচিপূর্ণ ও ধৃষ্টতামূলক কর্মকান্ড ঘটে গেল ফ্রান্সের মতো একটি সভ্য দেশে। সে দেশের কার্টুন পত্রিকা 'শার্লি এব্দো'য় মুসলমানদের প্রাণপ্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর ব্যঙ্গচিত্র (কার্টুন) প্রকাশ করে।

বিশ্বের ছ'শকোটি মুসলমানদের অন্তরে তীব্র আঘাত করেছে, এটা কোনমতেই মেনে নেয়া যায় না। একজন বিক্ষুব্ধ তরুণ ওই কার্টুনিস্টকে হত্যা করে নির্মম প্রতিশোধ নেন। অধিকাংশ মানুষ চরম মুহূর্তে স্থির থাকতে পারে না। প্রতিবাদে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট কার্টুনিস্ট'র পক্ষ অবলম্বন করে এ রকম কার্টুন আরো প্রকাশ করা হবে বলে দম্ভ করেন, সঙ্গে সঙ্গে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেজেপ তাইয়েফ এরদোগান তীব্র ভাষায় কার্টুন প্রকাশ ও ম্যাক্রোর বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। তুরস্কে ফরাসী পণ্য বর্জনের সাথে সাথে বিশ্বাবাসীর নিকট ফরাসী পণ্য বর্জনের আহ্বান জানান। মুসলিম বিশ্ব তোলপাড় হয়ে উঠে। পরিস্থিতি আরো নাজুক হতে শুরু করে। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের এক গীর্জায় হামলা চালিয়ে তিন জনকে হত্যা করা হয়। এক মসজিদে পেট্রোল ভর্তি ক্যান ছুড়ে মারলে আগুন লেগে যায়, মসজিদের তেমন কোন ক্ষতি হওয়ার পূর্বে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। বিশ্বের অনেক অমুসলিম দেশ এবং জাতিসংঘের পক্ষ হতে কার্টুন প্রকাশ ঘৃণ্য ও কুরুচিপূর্ণ মানসিকতা বলে নিন্দা জানানো হয়।

বদমায়েশ শার্লি এব্দো এরই মধ্যে আরেকটি ন্যাক্কারজনক কার্টুন প্রকাশ করেছে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেজেপ তাইয়েপ এরদোগানকে দেখানো হয়েছে যে তিনি প্যান্ট পরেননি, শুধু একট 'টি-শার্ট' পরে আছেন। তাঁর এক হাতে বিয়ার এবং অন্য হাত দিয়ে হিজাব পরিহিত এক

মুসলিম নারীর স্কার্ফ তুলে ধরছেন। এরদোগানই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপ্রধান মুসলিম নেতা 'ব্যঙ্গচিত্র'র তীব্র প্রতিবাদ ও তির্যক ভাষায় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রো'র কঠোর সমালোচনা ও নিন্দা জ্ঞাপন করেন। সাথে সাথে ফ্রান্সের পণ্য বর্জনের ডাক দিলেন যা পরবর্তী সময়ে মধ্যপ্রাচ্য সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ অনুসরণ করে। [বি বি সি খবর]

জাতিসংঘের বর্ণবাদবিরোধী সংস্থার প্রধান সিগুয়েন এ্যাঞ্জেল মোরাটিনোস বলেছেন উস্কানী মূলক ব্যঙ্গচিত্র নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে সহিংসতাকে উৎসাহিত করেছে: যারা কেবল ধর্ম বিশ্বাস ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের কারণে হামলার শিকার হচ্ছেন। (২৮-১০-২০২০) এক বিবৃতিতে তিনি বিভিন্ন ধর্ম ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর লোকজনকে পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আহ্বান জানান। [খবর এ এন পি]

মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বিদ্রুপাত্মক করে কার্টুন প্রকাশকে ঘিরে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সিগুয়েন বলেন, ধর্ম ও ধর্মীয় পবিত্রতার প্রতীককে অমর্যাদায় বিদ্বেষ ও সহিংস উগ্রবাদকে উস্কে দেয়া হয়, যা সমাজকে খন্ডিত ও মেরুকরনের দিকে ঠেলে দেয়। [দৈনিক জনকণ্ঠ ৩০-১০-২০২০]

পাশাপাশি ইসলামাবাদে (পাকিস্তান) নতুন একটি হিন্দু মন্দির নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। আলিমদের নিয়ে গঠিত পাকিস্তান সরকারের ইসলাম বিষয়ক সর্বোচ্চ সংস্থা কাউন্সিল অব ইসলামিক আইডিয়োলজি এ অনুমোদন দিয়েছে। (বুধবার ২৮-১০-২০২০) কাউন্সিল জানিয়েছে, রাজধানীতে (ইসলামাবাদ) নতুন মন্দির স্থাপনে তাদের কোন আপত্তি নেই। কেননা ইসলামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপাসনালয় তৈরির অনুমোদন রয়েছে। [খবর আলজাজিরা অনলাইনের]

সিদ্ধান্তটিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। পাকিস্তান পার্লামেন্টের হিন্দু ধর্মাবলম্বী সংসদ সদস্য লাল সানাই। তবে একই সাথে তিনি জানিয়েছেন, কাউন্সিল সরকারকে ব্যক্তিগত উপাসনালয় নির্মাণে সরকারি তহবিল ব্যয় না করারও সুপারিশ করেছে।

মত প্রকাশের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাষ্টিন ট্রুডো, তিনি বলেছেন, আমরা অবশ্যই মত প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে। তবে মত প্রকাশের স্বাধীনতায়ও সীমাবদ্ধতা আছে, এক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করা কারো উচিত নয়। অকারণে নির্বিচারে কাউকে আঘাত এবং অবমাননা করে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি এ মন্তব্য করেন। ট্রুডো বলেন, অন্যদের প্রতি সম্মান জানাতে হবে। আমরা সমাজ ও পৃথিবীতে যাদের সঙ্গে সবকিছু ভাগাভাগি করে থাকছি, তাদের নির্বিচারে এবং অপ্রয়োজনে আঘাত করা মোটেও উচিত নয়। [খবর বাংলা নিউজ]

তিনি আরো বলেন, জনাকীর্ণ কোন সিনেমা হলে গিয়ে উচ্চ স্বরে চিৎকার করার অধিকার আমাদের নেই, এর একটি সীমা আছে। ট্রুডো বলেন, আমরা যে সব কথা বলি, অন্যদের প্রতি যে আচরণ করি, বিশেষ করে যে সব সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠী যাদের ভয়াবহ বৈষম্যের শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাদের ওপর এর প্রভাব সম্পর্কে আমরা নিজেদের কাছে দায়বদ্ধ।

[আজাদী ০১-১১-২০২০]

ফ্রান্সের স্কুল শিক্ষক স্যামুয়েল প্যাটির হত্যাকান্ড প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে নবীর ব্যঙ্গচিত্র দেখিয়ে বরখাস্ত হয়েছে বেলজিয়ামের এক স্কুল শিক্ষক। সরকারের একজন মুখপাত্র জানান, প্যাটি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে ব্যঙ্গচিত্র দেখানোর পর হত্যার শিকার হন ওই শিক্ষকটি সে একই কার্টুন প্রদর্শন করেন।

[খবর ডয়েচভেলে অনলাইনের]

শিক্ষকটি প্যাটির হত্যার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যঙ্গ ম্যাগাজিন শার্লি এব্দোর ছাপানো নবীর একটি কার্টুন প্রদর্শন করেন, এতে তাকে বরখাস্ত করা হয়। সোলেনিক শহরের মেয়রের মুখপাত্র বলেন, এই কার্টুনগুলো যে অশ্লীল তার ভিত্তিতেই আমাদের এই সিদ্ধান্ত। যদি এটা নবীর (দ.) নাও হতো তাহলেও আমরা একই কাজ করতাম। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের বয়স ১০/১১ বছরের মধ্যে ছিল, তিন জন অভিভাবকও এ নিয়ে অভিযোগ করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে বলা চলে প্যাটি একজন বিদ্বেষপ্রবণ প্রতিহিংসা পরায়ন।

বিশ্বব্যাপী তীব্র নিন্দা, বিক্ষোভ ও ফরাসী পণ্য বর্জনের আহ্বানে পরিস্থিতি ঘোলাটে হতে থাকায় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমান্যুয়েল ম্যাক্রোঁর সুর নরম হয়ে এসেছে। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন মহানবীকে (দ.) অবমাননা করে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশে মুসলমানদের অনুভূতি কেমন হতে পারে সেটি তিনি বুঝতে পারছেন, ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন করা ফ্রান্সের কোন সরকারি প্রকল্প বা উদ্যোগ ছিল না, এটা একটি বেসরকারি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সংবাদপত্রের কাজ। পত্রিকাগুলো সরকারের অনুগত নয়, কার্টুন এঁকে রসূল (দ.) এর অবমাননা করায় মুসলমানদের অনুভূতি কেমন হতে পারে তা আমি টের পাচ্ছি। তাঁদের অনুভূতিকে আমি

শ্রদ্ধা করি। তবে এই মুহূর্তে আমার ভূমিকা কি, সেটা অবশ্যই আপনাদের বুঝতে হবে। ফরাসী প্রেসিডেন্ট আরো বলেন, এখন দুটি কাজ করতে হবে, শান্তি প্রচার করা এবং অধিকারগুলো রক্ষা করা। আমি সবসময় আমার দেশের কথা বলার, লেখার, চিন্তা ভাবনা করার ও ছবি আঁকার স্বাধীনতা রক্ষা করব। তবে আমি ইসলামের নবীকে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র/কার্টুন ছবি আঁকা সমর্থন করিনা। ম্যাক্রো বলেন, তিনি উগ্রপন্থী ইসলামের বিরুদ্ধে লড়ায়ের চেষ্টা করছেন, যা বিশেষ করে মুসলমানদের জন্য হুমকি। উল্লেখ্য মহানবী (দ.)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনের জেরে এক মুসলিম উগ্রবাদী কর্তৃক একজন ইতিহাসের শিক্ষককে হত্যার পর থেকে উত্তপ্ত ফ্রান্স। এক গীর্জায় হামলা করে ৩ জনকে হত্যা করা হয়। ওই ঘটনার পর অন্ততঃ ৫০টি মসজিদ ও মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ভয়াবহ অভিযান চালায় দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী। সে সময় মহানবী (দ.)এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করেন ম্যাক্রো। মুসলিম বিশ্বে এ ঘোষণায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত ম্যাক্রোর বোধোদয় হওয়ায় ধন্যবাদ।

ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সাথে টেলিফোন যোগে ফরাসী প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রো বলেন, ইসলাম ধর্ম বা মুসলমানদের অবমাননা করার কোনো অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। তিনি শুধু ইসলাম ও মুসলিম বিশ্ব থেকে সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রবাদীকে আলাদা করে দেখতে চান। মাহমুদ আব্বাস সব ধরনের উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসের বিরোধীতা করে বলেন, সবার উচিত সব ধর্ম ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের প্রতি সম্মান দেখানো, ম্যাক্রো অনুতপ্ত হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে দুঃখ প্রকাশ বা মুসলিম বিশ্বের কাছে ক্ষমা চাননি। আমরা একটা সভ্য দেশের প্রেসিডেন্ট'র নিকট হতে দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা চাওয়ার দাবী করতেই পারি। ইসলাম ও নবী প্রেমে উজ্জীবিত মুসলিম ভাইটি প্যাটিকে (কার্টুন শিক্ষক) হত্যা করায় তার ঈমানী জজবা প্রদর্শিত হয়েছে সত্য, কিন্তু পরবর্তীকালে গির্জায় হামলা করে ৩ জন নিরীহ লোককে হত্যা করা ইসলাম অনুমোদন করে না। পরিস্থিতি শান্ত করার দায়িত্ব ফরাসী সরকারের। ধর-পাকড় নির্যাতনের মাধ্যমে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। ভবিষ্যতে কোন রকম ধর্ম ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের নিয়ে কুরুচিপূর্ণ কার্যক্রম অবশ্যই বন্ধ করতে হবে, স্বাধীনতা মানে যথেচ্চার নয়। অপরের বিশ্বাস ও অনুভূতির ওপর আঘাত করার অধিকার কোন ধর্মই অনুমোদন করে না। ফ্রান্সের মসজিদ, মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বসবাস করার নিশ্চয়তা ফ্রান্স সরকারকেই দিতে হবে, না হলে সন্ত্রাসবাদের বিস্তৃতি ঘটতে পারে। কাজেই সাধু সাবধান। তুমি অধম হলে আমি উত্তম হব না কেন? এ নীতিতে বিশ্বাসী হতে হবে আমাদের সকলের।

ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি, সন্ত্রাসী কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে এমন কোন কাজের পৃষ্ঠপোষকতা করে শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করা, অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করা কোনো সরকারের উচিত নয়। বিশ্বায়নের যুগে কোনো জাতি, সরকার, রাষ্ট্র এককভাবে চলতে পারে না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিপূরক হিসেবে চলতে বাধ্য। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাশক্তিধর দেশগুলি অস্ত্র বিক্রি, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণকল্পে জাতি-গোষ্ঠী, রাষ্ট্রসমূহে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে অথবা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সৃষ্টি করে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে এ যুদ্ধ বিগ্রহের ইন্ধন যোগায়। বিশ্বের দেশে দেশে জাতি-গোষ্ঠীতে যে ভয়াবহ যুদ্ধ সন্ত্রাসী কার্যক্রম চলছে তার অধিকাংশই মুসলমান ও মুসলিম বিশ্বেই পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিদিন হাজার হাজার মুসলিম নর-নারী বিভিন্ন ইস্যুতে নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে অপ্রয়োজনে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে। এ সমস্ত হত্যাযজ্ঞের মধ্যে কোনো নীতি-আদর্শ বিরাজ করে না।

যারা এ সকল কাজ করছে তারা কেউই শান্তি শৃঙ্খলা মানবতার ধার ধারে না। নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ উদ্ধারে ইহুদী-নাসারাদের উস্কানীতে ও প্রলোভনে পড়ে ভাই ভাইকে হত্যা করছে। বিভ্রান্তির খপ্পরে পরে বিবেকহীন হয়ে পড়ছে। মুসলিম বিশ্বে সুস্থ চিন্তাধারা লোপ পাচ্ছে। কেউ কাউকে মানতে চায় না, সবাই যেন মোড়ল। এর চেয়ে আত্মঘাতি হৃদয় বিদারক ঘটনা কিই বা হতে পারে। ৫৬ মুসলিম দেশের ও.আই.সি কোন ক্রমেই সক্রিয় হতে পারছে না। ইহুদী-নাসারা মোড়ল রাষ্ট্র বিভিন্ন অজুহাতে ও ইন্ধনে রক্তপাত হানাহানি অব্যাহত রাখতে বিনিয়োগ করে যাচ্ছে। মুসলমানরা অসহায়, মুসলিম রাষ্ট্র নায়করা বিভ্রান্ত, সত্য, সততা ও ঐক্য তাদের নিকট বিস্বাদময় ঠেকছে। যে সকল ভিন্ন ধর্মী ইসলাম ধর্ম ও প্রাণ প্রিয় নবী (দ.)কে অবমাননা করছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি আত্মঘাতি হানাহানি রক্তপাত বন্ধ করা আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নিজেদের সুবুদ্ধির উদয় না হলে মুসলমানদের অবমাননা লাঞ্ছনা সহ্য করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না, ক্রমশঃ এর পরিধি বিস্তৃতি লাভ করবে এই উপলব্ধিটা যতদিন না মুসলিম নেতারা করতে পারেন

মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

ততোদিন মার খেতেই থাকবে। কোন একজনকে হত্যা করে, মানববন্ধন, বিক্ষোভ, পণ্য বর্জন করে স্থায়ী কোন সমাধান আসবে না, অতএব বুঝহ হে সুজন, সময় থাকতে সতর্ক হোন, নিজেকে একজন সত্যিকার আদর্শিক মুসলিম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে যত্নবান হোন।

ইহুদী-নাসারা মোড়লদের সুক্ষ্ম কৌশলের নিকট মার খাচ্ছে মুসলিম নেতারা। বশে আনতে না পারলে কোন একটা অজুহাত সৃষ্টি করে মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংঘাত সৃষ্টি করতে মদদ যোগায়। মুসলিম নেতারা ক্ষমতা আর আধিপত্য বজায় রাখতে এদের জালে আটকা পরে। বৃহৎ শক্তি ইহুদী-নাসারা চড়া দামে অস্ত্র বিক্রি পরোক্ষভাবে পর্যাপ্তভাবে সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। বিভিন্ন নামে কিছু উচ্ছিষ্ট ঐ সকল দেশে বিতরণ করে। মুসলমানরা ভাইয়ের রক্তে হাত রঞ্জিত করছে। চরম শত্রু ইহুদী-নাসারাদের হাতে আত্মসমর্পণ করছে পরোক্ষভাবে। শক্তিধর দেশগুলো অক্টোপাশের মতো ঘিরে ফেলে, বের হওয়ার পথ হয়ে যায় রূদ্ধ। প্রতিটি রাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাস ও অপর মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বিবেকে বাধে না, কোন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নিয়ে হৈ চৈ ফেলে দিলেও এক সময় নীরবতা পালনে সন্তুষ্ট থাকে, এই হল মুসলিম নেতাদের ধর্মপ্রীতি ও রাজনীতি। প্রজ্ঞা, মেধাত্ত কৌশলবিহীন জাতি কোন নৈপুণ্য দেখাতে পারে না। দম্ভ, অহংকার, ক্ষমতা আর ঐশ্বর্য্যের মধ্যে স্বার্থকতা খোঁজে মুসলিম নেতারা, ঐক্য সংহতি, সম্মিলিত কোন প্রচেষ্টা তাদের স্পর্শ করে না। আমি আমাকে নিয়েই বিভোর। অথচ স্বপ্ন দেখি গৌরবান্বিত হওয়ার। বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের এ করুন হাল প্রত্যক্ষ করে হা-হুতাশ করা ছাড়া মুসলমানদের গত্যন্তর নেই।

মাসিক
তরজুমান
The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

খারিজী ও রাফিজী মতবাদঃ একটি পর্যালোচনা

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন। সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন দর্শন। ইসলামের দাবী ও আবেদন বিশ্বজনীন, সার্বজনীন। মানবতার মুক্তির সনদ মহান গ্রন্থ আল-ক্বোরআনুল করীম ইসলামের অভ্রান্ত দলীল। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সুন্নাহ তথা হাদিস শরীফ ইসলামের শাশ্বত নির্ভুল নির্দেশনা। ক্বোরআন, সুন্নাহ্, এজমা, কিয়াস এর সমষ্টি দলীল চতুষ্টয় বিশ্ব মানবতার মুক্তির অবলম্বন। ইসলামের পূর্ণতায় বিশ্বাসী মুসলিম মাত্রই উপরোল্লিখিত বিধানাবলীর অনুসারী। দ্বীনের পূর্ণাঙ্গতা সৃষ্টিতে এসবের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। আল্লাহর নির্দেশিত প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত সত্যের মাপকাঠি আদর্শের মূর্ত প্রতীক মহান সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত পথ ও দ্বীনের পয়গাম প্রচার প্রসারে যারা অবদান রেখেছেন তাঁরাই প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামের অনুসারী, যথার্থ মুসলিম। পক্ষান্তরে যারা এর বিপরীতে অবস্থানকারী তারা বিপথগামী, দ্বীনের মূলস্রোত থেকে তারা বিচ্যুত, পথভ্রষ্ট দিশেহারা।

মহান স্রষ্টার শ্রেষ্ঠধর্ম আল ইসলামকে কলংকিত করার প্রয়াসে ইসলামের ছদ্মাবরণে যুগে যুগে আবির্ভূত হয় অসংখ্য ভ্রান্ত দল-উপদলের, ইসলামের সুষ্ঠু সুন্দর, নির্মল আদর্শকে কালিমাযুক্ত করার হীন প্রয়াসে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য ভ্রান্ত মতবাদের। শিরোনামে উল্লেখিত ''খারিজী ও রাফিজী'' সম্প্রদায় দুটি ইসলামের নামে সৃষ্ট বাতিল মতবাদ। এদের আক্বিদা বিশ্বাসে ও কর্মনীতির আলোকে তাদের ভ্রান্ত ও কুফুরী চিহ্নিত। ইতিহাসে তারা আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ক্বোরআন, সুন্নাহ্ ও ইসলামী গবেষক ইমাম, মুজতাহিদ পন্ডিত মনীষীদের গবেষণা ও মতামত পর্যালোচনার নিরিখে "খারিজী ও রাফিজী" ভ্রান্ত মতবাদদ্বয়ের প্রকৃত পরিচয় তাদের আক্বিদা ও ভ্রান্তনীতি পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরার মানসে আমার এ সংক্ষিপ্ত প্রয়াস।

খারিজীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

খারিজী শব্দের অর্থ 'দলত্যাগী' সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর দলত্যাগ করে চরমনীতি অনুসরণপূর্বক যে বার হাজার মুসলমান এক নতুন দল গঠন করে, সাধারণত ইতিহাসে তারা খারিজী নামে অভিহিত।[৬৭] হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র পক্ষ ত্যাগকারী খারিজীরা কুফার হারুরা নামক স্থানে অবস্থান করতে থাকে। এ কারণে হাদীস শরীফে খারিজীদেরকে "হারুরীয়া" নামেও অভিহিত করা হয়েছে।[৬৮] খারিজীরা নিজেদেরকে আল্লাহর পথে বহির্গত (খারিজ) বলে মনে করত। পক্ষান্তরে মুসলমানরা খারিজীদের উগ্রভাবধারা অতি উৎসাহ ও শৃঙ্খলা বিবর্জিত কার্যাবালীর কারণে তাদেরকে ইসলামের সীমারেখা হতে বহির্গত মনে করত। এ কারণে তারা মুসলিম সমাজে খারিজীরূপে আখ্যায়িত।

খারিজীদের উৎপত্তি

মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ওফাতের পর সর্বপ্রথম মুসলমানদের মধ্যে খলীফা নির্বাচন বিষয়টি কেন্দ্র করে এই মতবিরোধ দেখা দেয়। এ মতবিরোধের ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। অনেকেই হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে নির্বাচিত খলীফা মনে করতেন, কখনো অসুস্থতার সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে নামাযের ইমামতির দায়িত্ব দিতেন বলে অনেকে ধারণা করতেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক হলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর যথার্থ উত্তরসুরী। বিষয়টি নিয়ে মতবিরোধ ও প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়, উদ্ভব হয় বিভিন্ন মতবাদের।

সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলামী জগতের প্রথম খলীফা নির্বাচিত হন। এরপর হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খলীফা নির্বাচিত হন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র পর উমাইয়া বংশের

[৬৭].মুহাম্মদ হাদিসুর রহমান সম্পাদিত সংস্কৃতির ইতিহাস, আরাফাত পাবলিকেশন্স, বাংলা বাজার, ঢাকা।

[৬৮].মাওলানা কাজী মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন আশরাফী- ক্বোরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামের মূলধারা ও বাতিল ফিরকা, পৃষ্ঠা ২৫।

হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খলীফা নির্বাচিত হন। প্রায় বার বছর খলীফা পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর মুনাফিক সাবায়ীদের চক্রান্তে সৃষ্ট বিদ্রোহের এক পর্যায়ে কয়েকজন আততায়ীর তরবারীর আঘাতে শাহাদত প্রাপ্ত হন। তাঁর স্থলে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে খলীফা পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। এতে উমাইয়াদের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেল। উমাইয়া গোত্রের বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। তারা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে হত্যাকারীদের বিচার দাবী করল। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের জন্য তদন্ত টিম গঠনপূর্বক অর্পিত দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হন। কিন্তু প্রতিপক্ষরা তাঁকে সময় দিতে সম্মত হননি। তারা উমাইয়াদের হাতেই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব রাখার অভিপ্রায়ে নতুন রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করল। তাঁরা প্রিয় নবীর দুইজন প্রিয় সাহাবা হযরত তালহা ও যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা এর নেতৃত্বে সঙ্গবদ্ধ হল। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা ভিত্তিহীন অপপ্রচার শুরু করল এবং এরা হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হত্যার ঘটনার ব্যাপারে অসত্য তথ্য ও বিকৃত ধারণা দিয়ে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে প্রথম প্রবলভাবে বিভ্রান্ত করল এবং হযরত ওসমান এর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করল। এভাবে মুসলমানদের মধ্যে প্রথম গৃহযুদ্ধ শুরু হলো। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এর নেতৃত্বে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বিরুদ্ধে পরিচালিত এ যুদ্ধ 'উষ্ট্রের যুদ্ধ' নামে পরিচিত। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা উটের পিঠে আরোহন করে যুদ্ধক্ষেত্রে রওয়ানা হওয়ার কারণে এ যুদ্ধ উষ্ট্রের যুদ্ধ হিসেবে প্রসিদ্ধ। যুদ্ধে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জয়যুক্ত হন। ইতিমধ্যে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ার গভর্ণর হযরত আমীর মুয়াবিয়াকে পদচ্যুত করেন। হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার কথা ঘোষণা করেন, মুসলিম দুনিয়া দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। খিলাফতকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট এ বিরোধে মুসলমানদের মধ্যে খারিজী ও শিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হলো। ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর মধ্যে সিফফীনের রণাঙ্গনে এক তুমূল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা এর বিজয় সুনিশ্চিত ভেবে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া সেনাপতি আমার বিন আসের পরামর্শে বর্শার অগ্রভাগে পবিত্র ক্বোরআন শরীফ বেঁধে সন্ধি প্রার্থনা করে যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব করেন এবং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নিকট ক্বোরআনের বিধানানুসারে শালিসী দ্বারা বিরোধ নিস্পত্তি করার প্রস্তাব করেন। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ কূটনৈতিক চাল বুঝতে পারা সত্ত্বেও প্রস্তাবে সম্মত হন। কারণ তাঁরা রক্তপাতের পক্ষপাতী ছিলেন না। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সমর্থকদের মধ্যে একদল চরমপন্থী এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধীতা করল ও প্রতিবাদ জানাল। তারা উমাইয়াদের ইসলামের শত্রু মনে করে তাদের ধ্বংস কামনা করত। কিন্তু হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উমাইয়াদের ধ্বংসের পরিবর্তে নির্বাচিত বিচারকমন্ডলীর সহায়তায় বিরোধ নিস্পত্তির লক্ষ্যে একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করার চেষ্টা চালান। চরমপন্থীরা এতে অসন্তুষ্ট হল। তারা খিলাফতের ব্যাপারে মানুষের বিচার মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। তারা স্লোগান তুলল "লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ্" অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কারো হুকুম নেই। অবশেষে বিরোধ নিস্পত্তির জন্য ৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে "দুমাতুল জুন্দাল" নামক স্থানে অনুষ্ঠিত সালিসি বোর্ড এর উদ্যোগ দুর্ভাগ্যক্রমে আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সালিশী বোর্ডের এ পরাজয়কে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অনুসারী এর চরম পরাজয় মনে করে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। চরমপন্থী বার হাজার সৈন্যের একটি দল হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর পক্ষ ত্যাগ করে তারা কুফায় গিয়ে একটি নতুন দল গঠন করল, ইসলামের ইতিহাসে এরাই খারিজী নামে পরিচিত।[৬৯]

হাদিস শরীফের আলোকে বাতিল ফিরকার পরিচয়

ইসলামের ইতিহাসে খারিজী সম্প্রদায় হচ্ছে সর্বপ্রথম বাতিল ফিরকা। সিহাহ সিত্তা তথা ছয়টি হাদীস শরীফের গ্রন্থসমূহে খারিজীদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে। পরবর্তীতে ইসলামের নামে ভ্রান্ত দল-উপদলের আক্বিদা বিশ্বাস ও চরিত্রের সাথে খারিজীদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। পাঠক সমাজের জ্ঞাতার্থে খারিজী সম্প্রদায়সহ

[৬৯].ইসলামী বিশ্বকোষ ৯ম খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা ৬৭৪-৬৭৬।

বিভিন্ন বাতিল ফিরকা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হলো।

বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ বোখারী শরীফ দ্বিতীয় খন্ডে হযরত ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বাতিল সম্প্রদায় খারিজী ও মুলহীদের হত্যা করার বিধান সম্বলিত (باب قتال الخوارج والملحدين) শিরোনামে একটি অধ্যায় উপস্থাপন করেন। উক্ত অধ্যায়ে তিনি নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন-

১. وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله অর্থাৎ প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা খারিজীদেরকে আল্লাহ্র সৃষ্টিতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মনে করতেন।

২.হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে মিশকাত শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون فى امتى اختلاف وفريقة قوم يحسنون القيل ويسنون الفعل يقرون القران لايجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لايرجعون حتى يرتد السهم على فرقه هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون الى كتاب الله وليسوا فى شئ من قاتلهم كان اولى بالله منهم قالوا يارسول الله ما سيماهم قال التحليق- (مشكوة)

অর্থাৎ- প্রিয়নবী হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের মধ্যে মতানৈক্য ও ফিরকা সৃষ্টি হবে। এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি হবে যারা সুন্দর ও ভালকথা বলবে, আর কাজ করবে মন্দ। তারা ক্বোরআন পাঠ করবে, তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না, তারা দ্বীন অর্থাৎ ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে তীর শিকারী থেকে বেরিয়ে যায়। তার দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না, অথচ তীর ফিরে আসা সম্ভব। তারা সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট। ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং যুদ্ধে তাদের দ্বারা শাহাদত বরণ করবে। তারা মানুষকে আল্লাহর কিতাব (ক্বোরআন) এর প্রতি আহ্বান করবে, অথচ তারা বিন্দুমাত্র আমার আদর্শের অনুসারী নয়। যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে লড়বে সে অপরাপর উম্মতের তুলনায় আল্লাহ তা'আলার অতি নিকটতম হবে। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদের চিহ্ন কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, অধিক মাথা মুন্ডানো।[৭০] [মিশকাত শরীফ: পৃষ্ঠা ৩০৮]

৩. মিশকাত শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে-

قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقسم قسما اتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بنى تميم فقال يا رسول الله اعدل فقال ويلك فمن يعدل اذلم اعدل قد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل فقال عمر انذن لى اضرب عنقه فقال دعه فان له اصحابا يحقر احدكم صلوته مع صلواتهم وصيامه مع صيامهم يقرون القران لايجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية- (مشكوة- ৫৩৫)

অর্থাৎ- হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমরা হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছিলাম। তিনি গণীমতের মালপত্র বন্টন করছিলেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বনী তামীম গোত্রের যুল খোয়াইসারা নামক এক ব্যক্তি আসল, অতঃপর সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি ইনসাফ করুন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার ধ্বংস হোক। আমি যদি ইনসাফ না করি কে ইনসাফ করবে? যদি আমি ইনসাফ না করতাম তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হতে। তখন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার শিরচ্ছেদ করে ফেলব। অতঃপর হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই তার এমন অনেক অনুসারী আছে, তোমাদের মধ্যে অনেকে নিজেদের নামাযকে তাদের নামাযের তুলনায় তুচ্ছ-হীন মনে করবে, অনুরূপ নিজের রোজাকে তার রোজার তুলনায় তুচ্ছ মনে করবে। তারা ক্বোরআন পাঠ করবে, কিন্তু ক্বোরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন অর্থাৎ ইসলাম হতে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর শিকারী থেকে বেরিয়ে যায়।[৭১] [মিশকাত শরীফ: পৃষ্ঠা ৫৩৫]

৪. হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে

[৭০].আল্লামা আরশাদ আলকাদেরী, তাবলীগ জমাত, প্রকাশনা মাকতাবা জামে নূর দিল্লী, ভারত, পৃষ্ঠা ১৯২-১৯৩।

[৭১]. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩১।

বিভিন্ন সহীহ সনদে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

ياتى فى اخر الزمان قوم حدثاء (احداث) الاسنان سفهاء الا حلام يقولون من خير قول البرية (يقولون من قول خير البرية) (يتكلمون بالحق) يمرقون من الاسلام (من الحق) كما يمرق السهم من الرمية لايجاوز ايمانهم خناجر هم فاذا لقيتموهم (فاينما لقيتموهم) فاقتلوهم فان فى قتلهم اجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة-

অর্থাৎ শেষযুগে এমন একটি সম্প্রদায় আগমন করবে যারা বয়সে তরুণ এবং তাদের বুদ্ধি-জ্ঞান অপরিপক্কতা, বোকামী ও প্রগলভতায় পূর্ণ। মানুষ যত কথা বলে তন্মধ্যে সর্বোত্তম কথা তারা বলবে। তারা সর্বোত্তম মানুষের কথা বলবে। তারা সত্য ন্যায়ের কথা বলবে। কিন্তু সত্য, ন্যায় ও ইসলাম থেকে তেমনি ছিটকে বেরিয়ে যাবে যেমন করে তীর শিকারের দেহ ভেদ করে ছিটকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তোমরা যখন যেখানেই তাদেরকে পাবে তখন তাদেরকে হত্যা করবে। কারণ তাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট পুরস্কার থাকবে।[৭২]

খারিজীদের অদূরদর্শিতা, উগ্রভাবধারা, চরমপন্থা অবলম্বন, অপরিপক্ক, বুদ্ধি অভিজ্ঞতার অভাব, জ্ঞান বুদ্ধির অহংকার তাদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করেছিল। বর্ণিত সূত্রে ১৭ জন সাহাবী থেকে প্রায় ৫০টি পৃথক সূত্রের হাদীস বর্ণিত হয়েছে, এ সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, বাহ্যিক আকর্ষণীয় ধার্মিকতা সততা ও ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও অনেক মানুষ উগ্রতার কারণে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হবে। এ সকল হাদীস যদিও সার্বজনীন এবং সকল যুগেই এরূপ মানুষের আবির্ভাব হতে পারে। তবে সাহাবীদের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহ্‌র আলেমগণ একমত যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের এসব ভবিষ্যৎবাণীর প্রথম বাস্তবায়ন হয়েছিল খারিজীদের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে।[৭৩]

৫. খারিজীগণ জাহান্নামের কুকুর সমতুল্য। [ইবনে মাযাহ শরীফ]
৬. তারা অধিক ইবাদত করবে। [তাবরারী]
৭. তারা ঘন ঘন মাথা মুন্ডাবে। [মিশকাত শরীফ]
৮. তারা সর্বদা ক্বোরআন শরীফ তিলাওয়াত করবে। [ফতহুলবারী: পঞ্চদশ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩২২]
৯. তারা সৃষ্টির সর্ব নিকৃষ্ট। [বোখারী শরীফ]
১০. আমার উম্মতের উত্তম ব্যক্তিগণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।[৭৪]

খারিজীদের ভ্রান্ত আক্বিদাসমূহ

১. খারিজীরা খোলাফায়ে রাশেদীনের দুই খলিফা হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে খলিফা হিসেবে স্বীকার করে না।

২. খারিজীদের মত, যে মুসলমান নামায পড়ে না, রোজা রাখে না, সে কাফির।

৩. খারিজীদের মত, একটি মাত্র অপরাধের জন্য যে কোন লোক ইসলাম হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে।

৪. খারিজীদের মত, খলিফা বা ইমাম ভুল করলে তাকে পদচ্যুত করতে হবে। প্রয়োজনে তাকে হত্যা করতে হবে।

৫. খারিজীরা তাদের বিরুদ্ধবাদী (যারা খারিজী নয়) তাদেরকে কাফির মনে করে।

৬. খারিজীদের মত, ঋতুস্রাবকালীন মেয়েদের উপর নামায ফরয।

৭. খারিজীদের মত, যে কোন প্রকার কবীরা গুনাহকারী ব্যক্তি কাফির।

৮. খারিজীদের মত, চোরের হাত বগল পর্যন্ত কর্তন করতে হবে।

৯. খারিজীদের মত, সূরা ইউসুফ ক্বোরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

১০. খারিজীদের মত, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বললে মুমিন হিসেবে গণ্য হবে। যদিও কুফরী আক্বিদা পোষণ করে।[৭৫]

১১. খারিজীদের মত, তাদের মতে, পাপীকে শাস্তি প্রদান করতে হবে।

১২. খারিজীরা উমাইয়া খিলাফতের বিরোধী এবং তাদের নিন্দা ও সমালোচনা করেন।

১৩. খারিজীদের মত, কোন মুসলিম পাপে লিপ্ত হলে সে কাফির।

[৭২]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল (২৫৬ হি.) সহীহ বোখারী ৩/১৩২১ বৈরুত দারু কাসীর, ইয়ামাছ, ২য় প্রকাশ ১৯৮৭।

[৭৩]. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৬ বর্ষ ২য় সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬ প্রকাশনায় ইফাবা।

[৭৪]. কাজী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন আশরাফী, ক্বোরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামের মূলধারা ও বাতিল ফিরকা, পৃষ্ঠা ৭২, ৭৩, ১৪।

[৭৫]. ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী, ফতহুল বারী শরহে বুখারী, পঞ্চদম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩১২।

১৪. খারিজীরা জিহাদকে ইসলামের মূলভিত্তি বা রুকন মনে করে, তারা ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের সাথে জিহাদকে ষষ্ঠ স্তম্ভ হিসেবে যুক্ত করে।[৭৬]

১৫. খারিজীদের মত, খলিফা হওয়ার জন্য কোন গোত্র বা পরিবারের প্রয়োজন নেই। মুসলিম সমাজের যে কেউ খলিফা হতে পারেন।

১৬. খারিজীদের মত, কোন প্রকার ত্রুটির কারণে খলিফা অপসারণযোগ্য ও হত্যাযোগ্য।

১৭. খারিজীরা নিজেদের বাইরে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে অগ্রহী নয়।

১৮. খারিজীদের মত, তারা নিজেরাই আল্লাহর পথের যাত্রী। তাদের সাথে যারা আল্লাহর পথে বের হয় না তারা কাফির।

১৯. খারিজীদের মত, কাফিরদের সন্তানাদি তাদের পিতামাতার সাথে দোজখের আগুনে জ্বলবে।

২০. খারিজীদের মত, ক্বোরআন আক্ষরিক অর্থেই বুঝতে হবে, রূপক অর্থে নয়।

ইসলামের ছদ্মাবরণে বাতিল দল রাফিজী

রাফিজী সম্প্রদায় ইসলামের মূলধারা হতে বিচ্যুত একটি বাতিল পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়। চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত মাওলানা শাহ্ আহমদ রেযা রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর রচিত ঐতিহাসিক 'সালামে রেযা' কাব্যে আহলে বায়তে রাসূলের মধ্যমনি হযরত মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর শানে লিখিত নিম্নোক্ত পংক্তিতে খারিজী-রাফিজীদের ভ্রান্তি উল্লেখ করেন।

اولی دافع ال رفض خروح . - چارمی رکن وملت پہ لاکھوں سلام

ماحی رفض وتفضیل ونصب وخرحامی ودین وسد . ب ی پہ لاکھوں سلام

অর্থাৎ ১. হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সর্বপ্রথম রাফিজী ও খারিজীদের ভ্রান্ত আক্বিদা খন্ডন করেন, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, তিনি শরীয়ত ও ইসলামী খিলাফতের চতুর্থ স্তম্ভ ও খলিফা। তাঁর উপর লাখো সালাম বর্ষিত হোক।

২. হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাফিজী আক্বিদা তাফযিলী আক্বিদা ও খারিজীদের ভ্রান্ত আক্বিদার মূলোৎপাঠনকারী ও প্রতিরোধকারী। তিনি ইসলাম ধর্ম ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের সাহায্যকারী, তাঁর উপর লাখো সালাম বর্ষিত হোক।

রাফিজীরা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রতি অধিক ভালোবাসার দাবীদার। পক্ষান্তরে হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী সম্প্রদায়। রাফিজীদের সম্পর্কে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এরশাদ করেন, "আমার ভালবাসায় অধিক সীমা অতিক্রমকারীরা ধ্বংস হয়ে যাবে"। হযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

لا يجتمع حب على وبغض ابى بكر وعمر على قلب مؤمن-

অর্থাৎ- হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর প্রতি ভালবাসা এবং হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর প্রতি কটূক্তি, গাল-মন্দ, সমালোচনা করার পরও নিজেদেরকে মুসলমান মনে করে।[৭৭]

রাফিজীদের আক্বিদা হচ্ছে যে, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সত্য গোপন করেছেন এবং বাধ্য হয়ে খোলাফায়ে রাশেদার তিন খলিফার বায়আত মেনে নিয়েছেন। [নাউজুবিল্লাহ্]

রাফিজী ও খারিজী দু'দলই পথভ্রষ্ট, ধ্বংসপ্রাপ্ত। একমাত্র ইসলামের মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীরাই সিরাতুল মুস্তাকিম তথা সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর অতি মুহাব্বত প্রদর্শন করে সীমা অতিক্রম করে না এবং সাহাবা কেরামের প্রতি যথার্থ সম্মানও প্রদর্শন করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'আমি ইলমের শহর, আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর ভিত্তি, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর প্রাচীর, হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর ছাদ, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর দরজা। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে নববীর ভিত্তি প্রস্তর করেছিলেন প্রথম পাথর নিজে স্থাপন করেন, দ্বিতীয়টি হযরত আবু বকর, তৃতীয়টি হযরত ফারুকে

[৭৬]. ড. আমিনুল ইসলাম, মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, প্রকাশক মাওলা ব্রাদার্স, পৃষ্ঠা ২৬২।

[৭৭]. বি. এম. জাকির হোসেন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রথম পর্ব, পৃষ্ঠা- ২৬২।

আযম, চতুর্থটি হযরত ওসমান ও পঞ্চমটি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম দ্বারা করিয়েছিলেন। এসব ঘটনাপ্রবাহ খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিতবহ।

ইসলামের এ ধারাবাহিকতা অমান্য করে রাফিজীরা বিচ্যুত হয়েছে। ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত তাদের বাতুলতা প্রমাণ ও মুসলিম মিল্লাতের সঠিক দিক নির্দশনা দানে ''রাদ্দুর রফযা'' নামক একটি তথ্যবহুল নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য কিতাব রচনা করেন। এতে তিনি রাফিজীদের নিম্নোক্ত ভ্রান্ত আক্বিদা ও কুফরী আক্বিদাসমূহ প্রমাণ করেন।[৭৮]

১. রাফিজীরা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর খিলাফতকে অস্বীকার করেছে।

২.রাফিজীরা হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছাড়া যতসব সম্মানিত আম্বিয়া কেরাম রয়েছেন, সকলের উপর হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও আহলে বায়তের মর্যাদা অধিক মনে করেন।

৩. বর্তমান ক্বোরআন শরীফ অসম্পূর্ণ। তাদের মতে, বর্তমান ক্বোরআনের সূরা ও আয়াত আরো অধিক ছিল, যা হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক ক্বোরআন সংকলনের সময় বাদ দেয়া হয়েছে। (নাউজুবিল্লাহ্)

৪. রাফিজীদের মতে, ক্বোরআন শরীফে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও আহলে বায়ত এর মর্যাদা সম্পর্কিত যতসব আয়াত ছিল হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তা বাদ দিয়েছেন।

৫. হযরাতে শাইখাইন ও অপরাপর সাহাবা কেরাম এর শানে ঘৃণ্য ও বিদ্বেষ পোষণ করা রাফিজীরা আবশ্যক মনে করেন।

৬. হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও অপরাপর সাহাবা কেরামকে তারা কাফির মনে করে। রাফিজীদের উপর্যুক্ত আক্বিদার নিরিখে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি পঞ্চাশের অধিক নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য কিতাবাদির আলোকে তাদের কুফরী প্রমাণ করেন। রাফিজীদের প্রসঙ্গে নিম্নবর্ণিত শরয়ী বিধান কার্যকর মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

১. রাফিজীরা সর্বোতভাব কাফির ও মুরতাদ।

২. রাফিজীদের জবেহকৃত পশু হারাম।

৩. রাফিজীদের সাথে বিবাহ বন্ধন কেবল হারামই নয়, ব্যভিচারের নামান্তর।

৪. রাফিজীদের সাথে মেলামেশা, লেনদেন, সালাম, কালাম কবীরা গুনাহ ও কঠোরতর হারাম।

৫. যে ব্যক্তি রাফিজীদের কুফরী অবগত হওয়ার পরও তাদেরকে কাফির বলতে সন্দেহ পোষণ করবে, সকল ইমামগণের ঐক্যমতের ভিত্তিতে সে নিজেই কাফির ও বেদ্বীন হবে। রাফিজীদের কুফুরী প্রমাণে আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি প্রায় ১২টি কিতাব রচনা করেন। যথা-

١۔ ردالرفضة ۔ ٢۔شرح المطالب فی محبث ابی طالب ٣۔الادلة الطاعنة فی اذان الملاعنة (١٣٠۶) ۴۔جمع القران وبم غزوه بعثمان (١٣٢٢) ۵۔غاية التحقيق فی امامة العلی والصديق (١٣٣١) ۶۔اعتقاد الاجناب فی الجميل والمصطفی والال والاصحاب(١٣٩٨)٧۔يعبر الطالب فی شيون ابی طالب (١٢٩۴) ٨۔مطاع القمرين فی ابانة سبقة العمرين (١٢٩٧) ٩۔الكلام الهبی فی تشبه الصديق بالنبی (١٢٩٧)١٠ ۔الزلال الانقی من بحر سبقه الاتقی (١٣٠۵) ١١۔لمعة الشمعة لهدی شيعة الشنيعة (١٣١٢) ١٢۔وجد المشوق بجلوة اسماء الصديق والفارون (١٢٩٧)

The Monthly Tarjuman

রাফিজীদের সম্পর্কে মুজতাহিদ ইমাম ও ফোকাহাদের অভিমত

বিখ্যাত গ্রন্থ ফতহুল কদীর ১ম খন্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা আল্লামা আহমদ ছালাবী রচিত হাশিয়ায়ে তবীন ১ম খন্ড ১৩৫ পৃষ্ঠায় রাফিজী প্রসঙ্গে আলোকপাত হয়েছে-

فی الر وافض من فضل عليا علی الثلاثة فمبتدع وان انكر خلافة الصديق او عمر رضی الله تعالی عنهما فهو كافر۔

অর্থাৎ- রাফিজীদের মধ্যে যারা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে অপর তিন খলিফার চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করবে তারা পথভ্রষ্ট। যদি হযরত সিদ্দিক আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অথবা হযরত ফারুকে আজম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর খিলাফত অস্বীকার করে কাফির হবে। ইমাম কুরদবী রচিত ওয়াজিজ কিতাবের ২য় খন্ড ৩১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে-

[৭৮]. সুফী মুহাম্মদ আউয়াল কাদেরী রিজভী 'সুহনে রেযা' প্রকাশনায় ফারুকীয়া বুক ডিপো, দিল্লী, ভারত, পৃষ্ঠা ৩৭৩-৩৭৬।

من انكر خلافة ابى بكر رضى الله تعالى عنه فهو كافر فى الصحيح ومن انكر خلافة عمر رضى الله تعالى عنه فهو كافر فى الاصح-

অর্থাৎ- হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর খিলাফত অস্বীকারকারী কাফির। এটাই বিশুদ্ধ। হযরত ফারুক আজম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর খিলাফত অস্বীকারকারীও কাফির। এটা বিশুদ্ধতম মত। মজমাউল আনহার শরহে মুলতাকা আল আবহার ১ম খন্ড ১০৫ পৃষ্ঠায় আছে-

الرافضى ان عليا فهو مبتدع وان انكر خلافة الصديق فهو كافر-

অর্থাৎ রাফিজীরা যদি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে শ্রেষ্ঠত্বদানকারী হয়, তখন হবে বিদআতী আর যদি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর খিলাফত অস্বীকারকারী হয়, তখন হবে কাফির।[৭৯]

তানভীরুল আবছার গ্রন্থের ৩১৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে-

كل مسلم ارتد فتوبته مقبولة الا الكافر بسب النبى روای الشيخين او احدهما-

অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মত্যাগী মুরতাদের তওবা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন নবী বা হযরাতে শাইখাইন বা তাদের একজনের সাথে গোস্তাখীকারী সে কাফির, সে ব্যক্তির তওবা কবুল হবে না। 'ওয়াকিআতুল মুফতীয়ীন' কিতাবের ১৩ পৃষ্ঠায় আছে-

يكفر اذا انكر خلافتهما او يبغضهما لمحبة النبى صلى الله عليه وسلم لهما-

যে শাইখাইনের খিলাফত অস্বীকার করবে, অথবা তাদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে সে কাফির। তারা তো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার প্রিয়পাত্র। . . . . . আল্লামা শিহাব উদ্দীন খাফাজী রচিত 'নসীমুর রিয়াজ শরহে শিফা' ইমাম কাজী আয়াজ আলায়হির রাহমাহ এরশাদ করেন-

ومن يكون يطعن فى معاوية -----فذاك من كلاب الهاوية-

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সমালোচনা করে, সে জাহান্নামের কুকুরসমূহের একটি কুকুর। আল্লাহ্ পাক গোঁড়া ও চরমপন্থী রাফিজী-খারিজীসহ তাদের পদাঙ্ক অনুসারী বর্তমান বিশ্বের ইসলাম নামধারী বিভিন্ন বাতিল সম্প্রদায়ের কুফরী আক্বিদা ও ভ্রান্তনীতি থেকে মুসলিম মিল্লাতকে হিফাজত করুন। মুসলিম উম্মাহকে সম্মিলিত কুফুরী শক্তি প্রতিরোধে পরস্পর ঐক্য সংহতি জোরদাপূর্বক আদর্শ সমুন্নত রাখার তৌফিক দান করুন। আমীন, বিহুরমাতি সৈয়্যাদিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

[৭৯]. আবদুস সত্তার হামদানী, ইমাম আহমদ রেযা এক মজলুম মুফাক্কির, প্রকাশনায় রুমী পাবলিকেশন এন্ড প্রিন্টার্স, লাহোর, পৃষ্ঠা ১৩৪-১৩৮।

না'ত

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রাহ.) রচিত

হাদায়েক্বে বখশিশ'র পঙক্তিমালা

কাব্যানুবাদ: মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান

- یاالٰہی رحم فرما مصطفی کے واسطے
یا رسول اللہ کرم کیجئے خداکے واسطے

উচ্চারণ:

ইয়া ইলাহী রহ্ম ফরমা মোস্তফা কে ওয়াস্তে
ইয়া রাসূলাল্লাহ্ করম কী জিয়ে খোদা কে ওয়াস্তে।

অনুবাদ:

হে আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দোহাই দিচ্ছি, আমাদের প্রতি রহম, কৃপা করুন। হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনার দয়াময় প্রভূ মহান আল্লাহ্‌র দোহাই, তাঁর দিকে চেয়ে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। (আমীন)

কাব্যানুবাদ:

হে ইলাহী, করো গো রহমত মোস্তফারই দেই দোহাই
ইয়া রাসূলাল্লাহ্, দয়া চাই, খোদ খোদারই দেই দোহাই।

২- مشکلیں حل کرشہ مشکل کشا کے واسطے
کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے

উচ্চারণ:

মুশকিলেঁ হল কর শাহে মুশকিল কুশা কে ওয়াস্তে
কর বালায়েঁ রদ শহীদ কারবালা কে ওয়াস্তে।

অনুবাদ:

দুর্যোগ থেকে উদ্ধার করো (হে খোদা), মুশকিল দূরীভূতকারী শেরে খোদা শাহে বেলায়ত (হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র ওয়াসীলায়। শহীদে কারবালা (হযরত ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'র ওয়াসীলায় বিপদ প্রতিহত করে দাও।

কাব্যানুবাদ:

যতই মুশকিল দাও হটিয়ে মুশকিল কুশা আলীর দোহাই
দূর করো বালা শহীদে কারবালারই দেই দোহাই।

- سیّد سجّاد کے صدق میں ساجد رکھ مجھے
علم حق دے باقر علم ھدی کے واسطے

উচ্চারণ:

সায়্যিদ সাজ্জাদ কে সদকে মে সা-জিদ রাখ মুঝে
ইলমে হক-দে বা-ক্বেরে ইলমে হুদা কে ওয়াস্তে।

অনুবাদ:

সাধক শ্রেষ্ঠ, সাইয়্যিদ যাইনুল আবেদীন (রাদ্বি.)'র ওয়াসালীলায় আমাকে, হে প্রভু, ইবাদত রত রাখো। হযরত ইমাম বাকের (রাদ্বি.)'র সদকায়, যিনি হেদায়তের আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন, আমাকেও সত্যের জ্ঞান দাও।

কাব্যানুবাদ:

সায়্যিদে সাজ্জাদেরই সদকায় রেখো সাজিদ আমায়
দাও হকের ইলম, শাহে বাকের 'হাদীয়ে ইলম'র দোহাই।

- صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر
بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے

উচ্চারণ:

সিদক্বে সাদিক কা তাসাদ্দুক্ব সাদিকুল ইসলাম কর
বেগদ্বব রাদ্বী হো কা-যিম আওর রেযা কে ওয়াস্তে।

অনুবাদ:

সত্যনিষ্ঠের সত্যতার সদকায় ইসলামে খাঁটি ও নিখাদ বিশ্বাসী করে দাও। হে প্রভু, তুমি হযরত মুসা কাযেম ও মুসা রেযা (রাদ্বি.)'র ওয়াসীলায় আমার প্রতি ক্রোধবিহীন অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়ে যাও।

কাব্যানুবাদ:

সা-দিক'র সত্যতার সদকা, ইসলামে সাচ্চা বানাও
নয় গযব, হও রা-যী কাযেম ও রেযারই দেই দোহাই।

৫- بھر معروف وسری معروف دے بےخود سری
جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے

উচ্চারণ:

বাহরে মা'রূফ ও সিররী মা'রূফ দে বে-খোদ সরী
জুনদে হক্বমে গিন জুনাইদে বা-সাফা কে ওয়াস্তে।

অনুবাদ:

হে মা'বুদ, হযরত মা'রূফ সিররী এর ওয়াসীলায় আমাকে অবারিত কল্যাণে ধন্য করো। আর নিষ্ঠাবান সাধক জুনাইদ

বাগদাদী'র সৌজন্যে আমাকেও সত্যনিষ্ঠ বান্দাদের মধ্যে শামিল করো।

কাব্যানুবাদঃ

মা'রূফ ও সিররীর নেক ওয়াসীলায়, দাও নেকী অবিরত,
লও হক্বের দলে জুনায়েদ নিখাদ সত্তার সেই দোহাই।

٦۔بهر شبلى شىر حق دنيا كے كتوں سے بچا
ايك كا ركه عبد واحد بے ريا كے واسطے

উচ্চারণঃ

বাহ্‌রে শিবলী, শেরে হক, দুন্‌ইয়া কে কুত্তোঁ সে বাচা
এ-ক কা রাখ আবদে ওয়াহেদ বে-রিয়া কে ওয়াস্তে।

অনুবাদঃ

অকুতোভয় সত্যের দিশারী, আল্লাহর সিংহ হযরত শিবলী'র দোহাই দিচ্ছি, আমাকে দুনিয়ার কুকুরগুলো থেকে বাঁচাও। তুমি একমাত্র উপাস্য খোদারই একনিষ্ঠ বান্দা হিসেবে রাখো, যাঁর সত্য সাধনায় কোন লৌকিকতা নেই।

কাব্যানুবাদঃ

বাঁচাও দুনিয়ার কুত্তা হতে শে'রে শিবলীর দোহাই,
'এক'র রাখো, আবদে ওয়াহেদ বে-রিয়া যাতের দোহাই।

٧۔ بوالفرح كا صدقه كر غم كو فرح دے حسن وسعد
بوالحسن اور بو سعيد سعد زا
كے واسطے

উচ্চারণঃ

বুল ফারাহ কা সদকা কর গম কো ফারাহ্‌, দে হুসন ও সা'দ
বুল হাসান আওর বু সায়ীদে সা'দ যা কে ওয়াস্তে।

অনুবাদঃ

হে প্রভু, হযরত আবুল হাসান'র সদকায় আমার দুঃখকে সুখে পরিণত করো। আর সৌভাগ্য আনয়নকারী হযরত আবুল হাসান ও আবু সাঈদ (রাহ.)'র বদৌলতে উভয় জাগতিক সৌন্দর্য এবং সৌভাগ্য দাও।

কাব্যানুবাদঃ

বু-ফারাহের দোহাই আনো জ্বালায় সুখ, দাও রূপ, নেকী
বু-হাসান ও বু-সাঈদ সেই নেক-খনিদের সেই দোহাই।

٨۔قادرى كر قادرى ركه قادريوں ميں اٹھا
قدر عبد القادر قدرت نما كے واسطے

উচ্চারণঃ

ক্বাদেরী কর, ক্বাদেরী রাখ, ক্বাদেরীয়োঁ মে উঠা
ক্বদরে আবদুল কাদেরে কুদরত নুমা কে ওয়াস্তে।

অনুবাদঃ

হে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌, আমাকে ক্বাদেরী বানাও, ক্বাদেরী পরিচয়ে রেখো এবং সে রোজ হাশরে ক্বাদেরীদের সাথে সে পরিচয়েই উত্থিত করো- কুদরত প্রদর্শক সায়্যিদুনা শায়খ আবদুল কাদের (রাদ্বি.)'র মর্যাদার খাতিরে এ দুআ কবুল করো।

কাব্যানুবাদঃ

ক্বাদেরী বানাও, রেখো আর উঠাও ক্বাদেরীদের সাথে
কুদরত-প্রদর্শক আবদে ক্বাদের, তাঁর ক্বদরের দেই দোহাই।

٩۔''احسن الله لهٗ رزقا'' سے دے رزق حسن
بنده رزاق تاج الاصفياء كے واسطے

উচ্চারণঃ

'আহসানাল্লাহু লাহু রিযক্বান' সে দে রিযকে হাসান
'বান্দায়ে রাযযাক' তা-জুল আসফিয়া কে ওয়াস্তে।

অনুবাদঃ

রাযযাক'র বান্দা-সুফীদের শিরোমণি শাহ্‌ আবদুর রাযযাক'র বদৌলতে হে আল্লাহ্‌, নিজ বান্দাদের অনেককে তুমি উত্তম রিযক দান করেছ। পবিত্র ক্বোরআনে বর্ণিত তোমার এ ব্যাপক ক্ষমতার শান হতে আমাকে উত্তম রিযিক দাও।

কাব্যানুবাদঃ

'আহসানাল্লাহু লাহু রিযক্বান' হতে দাও খোশ রিযিক
'বান্দায়ে রাযযাক', সুফীদের রাজ-মূকুট'র দেই দোহাই।

١٠۔نصر ابى صالح كا صدقه صالح و منصور ركه
دے حيات ديں محى جاں فزا كے واسطے

উচ্চারণঃ

নুস্‌র আবী সা-লেহ কা সদকা সা-লেহ ও মানুসুর রাখ্‌
দে হায়াতে দীঁ মুহইয়ে জাঁ-ফযা কে ওয়াস্তে।

অনুবাদঃ

হযরত আবু সালেহ নসর'র বদৌলতে হে খোদা আমাদেরকে মনোমুগ্ধকর জীবন যাত্রা দান করো।

কাব্যানুবাদঃ

সহায়প্রাপ্ত ও নে-ক রেখো, নসর আবু সালেহ'র দোহাই
দাও দ্বীনে প্রাণ চিত্তাকর্ষক 'মুহইয়ে দ্বীন'র দেই দোহাই।

۔طور عرفاں وعلوّ وحمد و حسنى وبها
دےعلى موسى حسن احمد بها كے واسطے

উচ্চারণঃ

তূরে, ইরফাঁ ও উলুও ও হামদ ও হুসনা ওয়া বাহা

দে আলিয়্যি মুসা, হাসান আহমদ বাহা কে ওয়াস্তে।

অনুবাদঃ

খোদা পরিচিত'র রীতি পদ্ধতি, উচ্চ-মর্যাদা, হামদ বা প্রভুস্তুতি, সৌন্দর্য্য ও মুল্যায়ন সায়্যিদুনা আলী মুসা আহমদ বাহার বদৌলতে হে খোদা আমাদেরকেও দান কর।

কাব্যানুবাদঃ

রুত্বা-এ ইরফান, উচুঁ শান, স্তুতি, রূপ আর কদর
দাও আলী, মুসা, হাসান, আহমদ বাহারই দেই দোহাই।

٢- بهر ابرا هیم ہم پر نار غم گلزارکر
بهیك دے داتا بهکاری بادشاہ کے واسطے

উচ্চারণঃ

বাহ্‌রে ইবরাহীম হাম পর না-রে গম গুলযার কর
ভীক্ দে দাতা ভিকারী বাদশাহ্ কে ওয়াস্তে।

অনুবাদঃ

হযরত ইবরাহীম'র বদৌলতে আমাদের উপর দুঃখের আগুনকে ফুলের বাগান বানিয়ে দাও, হে দয়াল দাতা, বাদশাহ্‌র খাতিরে এ ভিখারীকে ভিক্ষা দাও।

কাব্যানুবাদঃ

ইবরাহীমের দোহাই, মোদের মননে জ্বালা হোক কানন
ভিক্ষা দাও দাতা ফকীরে বাদশাহ্‌র নামে চাই।

خانہ دل کو ضیادے روئے ایماں کو جمال
شہ ضیا مولی جمال الاولیا کے واسطے

উচ্চারণঃ

খা-নায়ে দিল কো যিয়া দে রো-য়ে ঈমাঁ কো জামাল
শাহ্ যিয়া মাওলা জামালুল আওলিয়া কে ওয়াস্তে।

অনুবাদঃ

আমার মনের ঘরে আলো দাও, ঈমানের কাঠামো'পরি সৌন্দর্য দাও, আউলিয়াদের রূপ শোভা শাহ্ যিয়া মাওলার দোহাই দেই।

কাব্যানুবাদঃ

মনের ঘরে দাও গো আলো, ঈমান পরে দাও শোভা,
আউলিয়াদের রূপ-শোভা সে শাহ্ যিয়ারই দেই দোহাই।

دے محمد کے لئے روزی کر احمد کے لئے
خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے

উচ্চারণঃ

দে মুহাম্মদ কে লিয়ে রূযী. কর আহমদ কে লিয়ে
খানে ফযলুল্লাহ্ সে হিস্যা গাদাকে ওয়াস্তে।

অনুবাদঃ

হে আল্লাহ্ আমাকে ইহ-পরকালীন উভয় জগতের বরকত সমৃদ্ধি দান করো। সায়্যিদুনা 'ইশকি' ঐশী প্রেমসিক্ত শায়খ'র ওয়াসীলায় সত্যিকার খোদাপ্রেম দান করো।

কাব্যানুবাদঃ

দ্বীন ও দুনিয়ার দাও আমায় বরকত, শাহে বারাকাত হতে
ইশকে 'হক' দাও ইশকী হযরত ইশ্‌ক ওয়ালার দেই দোহাই।

دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے
عشق حق دے عشقی عشق انتما کے واسطے

উচ্চারণঃ

দ্বীন ও দুনিয়া কে মুঝে বারাকা-ত দে বারাকা-ত সে
ইশকে হক দে ইশকী ইশক-আনুতমা কে ওয়াস্তে।

অনুবাদঃ

হে আল্লাহ্ আমাকে ইহ-পরকালীন উভয় জগতের বরকত সমৃদ্ধি দান করো। সায়্যিদুনা 'ইশকি' ঐশী প্রেমসিক্ত শায়খ'র ওয়াসীলায় সত্যিকার খোদাপ্রেম দান করো।

কাব্যানুবাদঃ

দ্বীন ও দুনিয়ার দাও আমায় বরকত, শাহে বারাকাত হতে,
ইশকে 'হক' দাও ইশকী হযরত ইশ্‌ক ওয়ালার দেই দোহাই।

حب اہل بیت دے ال محمد کے لئے
کر شہید عشق ہمزہ پیشوا کے واسطے

উচ্চারণঃ

হুব্বে আহলে বাইত দে দে'আ'লে মুহাম্মদ কে লিয়ে,
কর শহীদে ইশক হামযা পে-শওয়া কে ওয়াস্তে।

অনুবাদঃ

আয় মা'বুদ, হযরত শায়খ আলে মুহাম্মদ (রাহ.)'র বদৌলতে আমাকে প্রিয় নবীর আহলে বায়ত'র নিখাদ ভালোবাসা দাও, সায়্যিদুনা হামযা (রাহ.) পেশওয়ার ওয়াসীলায় আমাকে ইশক ও প্রেমের বেদীতে শহীদ বানাও।

কাব্যানুবাদঃ

আহলে বায়ত'র ইশক ও প্রেম দাও 'আলে মুহাম্মদ'র দোহাই
পেশওয়া হযরতে হামযার প্রাণত্যাগী প্রেম ভিক্ষা চাই।

دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر
اچھے پیارے شمس دین بدر العلی کے واسطے

উচ্চারণঃ

দিল কো আচ্ছা, তন কো সুথ্‌রা, জান কো পুরনূর কর,
আচ্ছে পিয়ারে শামসে দ্বীঁ বদরুল উলাকে ওয়াস্তে।

মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

অনুবাদঃ

আত্মার হৃদয়কে উত্তম করো, দেহকে পাক-সাফ এবং আত্মাকে করো আলোকিত। প্রাণ প্রিয় শাইখ হযরত আচ্ছা মিয়ার দোহাই, যিনি দ্বীন-ধর্মের সূর্যসম এবং আধ্যাত্মিক নীলিমার চাঁদের উপম।

কাব্যানুবাদঃ

মন হোক উত্তম, দেহ সে পাক-সাফ, নূরে পূর্ণ দাও সে জান
দ্বীনের সূর্য, পূর্ণতার চাঁদ আচ্ছা শাহের দেই দোহাই।

دو جہاں میں خادم ال رسول اللہ کر-
خضرت ال رسول مقتد اکے واسطے

উচ্চারণঃ

দো জাঁহা মে খাদেমে আ-লে রাসূলুল্লাহ্ কর
হযরতে আ-লে রাসূলে মুক্তাদা কে ওয়াস্তে।

অনুবাদঃ

হে আল্লাহ্, আমাদের উভয় জগতে রাসূলুল্লাহ্র আহলে বাইতের গোলাম হিসাবে কবুল করো। এ প্রার্থনা তরীকতের ইমাম হযরত আ-লে রাসূলের ওয়াসীলায় তুমি কবুল করো।

কাব্যানুবাদঃ

দুই ভবেই আ-লে রাসূলুল্লাহ্'র গোলাম বানাও, প্রভু
হযরতে আ'লে রাসূল, সে বরেণ্য যাতের দোহাই।

صدقہ ان اعیاں کا دے چہ عین عزو علم وعمل-
عفو و عرفاں عافیت احمد رضا کے واسطے

উচ্চারণঃ

সদকা উন আ'ইয়াঁ কা দে চেহ্ আইনে ইয্য ও ইলম ও আমল
আফউ ও ইরফাঁ আ-ফিয়ত আহমদ রেযা কে ওয়াস্তে।

অনুবাদঃ

হে আল্লাহ্, ছয়জন বিশিষ্ট জনদের বেদৌলতে ছয়টি বিশেষ প্রতিদান দাও। আহমদ রেযা খাঁ বেরলভীর জন্য প্রার্থিত সে ছয়টি সুস্থতা, হে খোদা তুমি মঞ্জুর করে নাও।

কাব্যানুবাদঃ

বর্ণিত জনদের ওয়াসীলা, দাও এ ছয় ইযয, ইলম ও আমল
মা'ফী, ইরফান ও আফিয়্যত, আহমদ রেযারই হক্বে চাই।

মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman

প্রশ্নোত্তর

দ্বীন ও শরীয়ত বিষয়ক বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব

অধ্যক্ষ মুফ্‌তী সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

✍ **মুহাম্মদ রায়হান উদ্দীন কাদেরী**
কাটিরহাট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

প্রশ্নঃ বর্তমান সোস্যাল মিডিয়ার যুগ, সবাই ফেসবুক ব্যবহার করে। ফেসবুকে দেখলাম একজন মৌলভী বড়পীর আব্দুল কাদের জীলানীকে 'দস্তগীর' বা গাউসে পাক/গাউসে আজম বলাকে শিরক বলেছে। আমরা কাদেরিয়া তরিকার অনুসারীগণ প্রায় বড়পীরকে এসব নামে স্মরণ করে ডাকি, এ প্রসঙ্গে শরীয়তের আলোকে বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তরঃ বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর অসংখ্য উপাধিসমূহের মধ্যে 'দস্তগীর' অন্যতম। দস্তগীর শব্দটি ফার্সী-অর্থ সহায়ক বা সাহায্যকারী। গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'যখন তুমি কঠিন বিপদে পড়বে, তখন আমাকে আহ্বান করবে, তখন তোমার মুসিবত দূর হয়ে যাবে।' আর যে মুসিবতের সময় আমাকে আহ্বান করবে তাঁর নামে আহ্বানকারী সকলের মুসিবত আল্লাহর প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা ও শক্তি বলে তিনি দূরিভূত করতেন। এ কারণে তাকে বিশ্বব্যাপী দস্তগীর বা সাহায্যকারী বলা হয়। গাউসুল আজম আল মাদাদ বা শাইআন লিল্লাহ্, এসব শব্দ উচ্চারণ করে আহ্বান করা জায়েযও বৈধ।

যেহেতু আল্লাহর প্রিয় অলি ও বন্ধুগণ আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতাবলে ও দয়ায় তাঁর গুণে গুণান্বিত হয়ে ইন্তেকালের আগে ও পরে (সাধারণ) আল্লাহর বান্দাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন ও বালা-মুসিবত হতে পরিত্রাণ দিয়ে থাকেন। এসব শব্দ 'মাজায' বা রূপক অর্থে ব্যবহৃত। বস্তুত সর্বময় শক্তির প্রকৃত অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'আলা। আল্লাহর প্রিয়নবী, অলি ও শহীদগণ আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতায় ক্ষমতাবান, তাঁদেরকে স্মরণ ও আহ্বান করে সাহায্য ও কিছু চাওয়া কুরআন-সুন্নাহ ও শরিয়ত সমর্থিত। যেমন- সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হাদীসে কুদসীতে মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, 'আমার প্রিয় বান্দাগণ ফরয-ওয়াজিবের সাথে বেশিবেশি নফল ইবাদত আদায়ের মাধ্যমে যখন আমার প্রিয় হয়ে যায়, 'তখন আমি তাঁর হাত হয়ে যাই, যে হাতে সে ধরে, তাঁর পা হয়ে যাই যে পায়ে সে চলা-ফেরা করে, আমি তাঁর কান হয়ে যায়, যা দ্বারা সে শুনে এবং আমি তাঁর চক্ষু হয়ে যায়, যা দ্বারা সে দেখে এবং যদি সে আমার কাছে কিছু চাই তা আমি প্রদান করি।

[মিশকাত ও সহীহ্ বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃ.-৯৬৩]

তাবরানী শরীফের বর্ণনায় দেখা যায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যখন তোমরা কঠিন জঙ্গলে মুসিবতের শিকার হবে অথবা তোমাদের সওয়ারী-ঘোড়া ইত্যাদি হারিয়ে যাবে। সাহায্যকারী কেউ নাই তখন তোমরা আল্লাহর প্রিয় অলি (বন্ধুগণ) ও রিজালুল গায়ব যাদেরকে তোমরা দেখছনা তাদেরকে সম্বোধন করে আহ্বান করবে-(الحديث) اعينونى ياعبادا الله অর্থাৎ হে আল্লাহর প্রিয় বন্ধুগণ! আমাকে সাহায্য করুন।

[আল-হাদীস তাবরানী]

সুতরাং স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর হক্কানী বন্ধু গাউস-কুতুব-আবদাল ও অলিদের আহ্বান করা এবং তাদেরকে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতাবলে সাহায্যকারী মনে করে তাঁদের থেকে সাহায্য চাওয়া শিরক বা অবৈধ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। বরং এসব আপত্তি করাটাই নিছক মূর্খতা, তাঁদের শানে বেয়াদবী সর্বোপরি এ ধরনের আপত্তি কুরআন-সুন্নাহ্ পরিপন্থী। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা জান্নাতী দল ও ইসলামের সঠিক মতাদর্শ বা আক্বিদা হল আল্লাহর নবী ওলীগণ রহমত বরকত ও নেজাত পাওয়ার অন্যতম ওসিলা ও কেন্দ্রস্থল। আরো উল্লেখ থাকে যে, নবী-ওলী-গাউস ও কুতুবগণ ইন্তেকালের পূর্বে যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে ও তাঁর দয়ায় আল্লাহর বান্দাগণ ও ফরয়াদীদেরকে সাহায্য করেন ওফাত শরীফের পরেও তাদের ভক্ত, অনুরক্তগণকে সাহায্য করতে সক্ষম। ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ও হযরত শায়খ মোল্লা আলী

The Monthly Tarjuman

ক্বারী হানাফীসহ অনেক হাদীস-ফিক্বহ্ ও তাফসিরের ইমাম ও ইসলামী স্কলারগণ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে উক্ত অভিমত পেশ করেন।

[সহীহ বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃ. -৯৬৩, মিশকাত শরীফ, বাহ্জাতুল আসরার এবং আমার রচিত ও আনজুমান হতে প্রকাশিত যুগজিজ্ঞাসা]

✍ **মুহাম্মদ গোলাম সরওয়ার শাহ্**
কুমিল্লা।

◈ **প্রশ্ন:** ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণকারীদের সাথে আত্মীয়তা রাখা যাবে কিনা? জানিয়ে কৃতার্থ করবেন।

📖 **উত্তর:** বাতিল ও ভ্রান্ত আক্বিদা পোষণকারী যারা নবী-ওলী, সাহাবা-ই কেরাম, খোলাফা-ই রাশেদীন, আহলে বায়তে রসূল, গাউস-কুতুব ও আবদাল-এর শান-মানে কটুক্তি ও বে-আদবী করে, জেনে শুনে তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক করা হারাম ও গুনাহ্। যেহেতু জেনে শুনে তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক করা মানে তাদের কটুক্তি ও বে-আদবীকে সমর্থন করা, যা ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। হাদীস শরীফে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ভ্রান্ত আক্বিদা পোষণকারীদের থেকে দূরে থাকার জন্য নির্দেশনা দিয়ে এরশাদ করেছেন فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لاَ يُضِلُّوْنَكُمْ وَلاَ يُفْتِنُوْنَكُمْ অর্থাৎ তোমরা তাদের হতে দূরে থাক তাদেরকেও তোমাদের থেকে দূরে রাখ, যাথে তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে না পারে এবং ফিতনার শিকার করতে না পারে। [মুকাদ্দামা সহীহ মুসলিম]

অপর হাদীসে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- তাদের (ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণকারী) সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হলে সালাম দিওনা তাদের মৃত্যু হলে তাদের নামাযে জানাযায় শরীক হয়ো না এবং তারা দাওয়াত দিলে কবূল করো না।

[গুনিয়াতুত্ তালেবীন, কৃত. বড়পীর গাউসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী এবং যুগজিজ্ঞাসা]

◈ **প্রশ্ন:** বর্তমানে বিয়েতে ব্যয় ও অপচয় বেশি হয়, অথচ হাদিসে রয়েছে কম খরচের বিয়েতে বরকত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে জানালে ধন্য হবো।

📖 **উত্তর:** এ প্রসঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীস যা 'মিশকাতুল মাসাবীহ্' গ্রন্থে ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলায়হির সূত্রে এভাবে বর্ণিত আছে যে,

عن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت قال النبی صلی الله علیه وسلم ان اعظم النكاح بركة ایسره مونة অর্থাৎ উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, স্বল্প খরচের বিয়েই সর্বাপেক্ষা বরকতময়। মূলতঃ ইসলাম সর্বক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে- ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين অর্থাৎ অপচয়কারী শয়তানের ভাই। তাই অত্র হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিয়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং এটাকে বরকতময় বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং স্ত্রীর মোহর ও ভরণপোষণ, আপ্যায়ন সর্বক্ষেত্রে সাধ্যমতে খরচ করা উচিত। স্ত্রীর মোহর আদায় করতে পারুক আর নাই পারুক, সেদিকে লক্ষ্য না রেখে লৌকিকতার খাতিরে মোটা অংকের মোহর নির্ধারণ করা এবং ঋণ নিয়ে বা জায়গা-জমি বিক্রি করে হলেও বিয়ে অনুষ্ঠানে সীমাহীন অপচয় করা সত্যিই অমঙ্গলের কারণ। সুতরাং সামাজিকতা ও লৌকিকতার খাতিরে নিজ সাধ্য ও সামর্থ্যের বাইরে খরচ করা অনুচিত। আল্লাহ্ আমাদেরকে প্রিয় নবীর হাদীস মতো আমল করার তাওফীক দিন। আমিন।

[বিস্তারিত দেখুন, মিশকাত শরীফ ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিরকাতুল মাফাতীহ্, কৃত. ইমাম মোল্লা আলী কারী আল হানাফী ও মিরআতুল মানাজীহ, কৃত. হাকীমুল উম্মাত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী, 'নিকাহ্' অধ্যায় ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম (তামিম)**
কদলপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম।

◈ **প্রশ্ন:** আমার কিছু অমুসলিম বন্ধু রয়েছে। যাদের সাথে বিভিন্ন সময় দেখা সাক্ষাত হয়। তাছাড়া একে অপরের বাড়িতে আসা যাওয়া করি। ফলে তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়াও হয় সখ্যতাও গড়ে উঠেছে। বিধর্মীদের সাথে আমার এ ধরনের মেলামেশা উচিত কিনা? জানালে কৃতার্থ হবো।

📖 **উত্তর:** হিন্দু-বৌদ্ধসহ যে কোন কাফির-মুশরিকদের সাথে পার্থিব প্রয়োজনীয় লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ছাড়া আন্তরিকতার সাথে বন্ধুত্ব করা এবং তাদের সাথে সর্বদা উঠা-বসা, চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি একজন মুসলমানের জন্য না-জায়েয।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে এ প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেন-

وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ
بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

অর্থাৎ শয়তান যদি তোমাকে ভুলিয়ে দেয় সুতরাং স্মরণ হওয়া মাত্রই জালিমদের (কাফিরদের) সাথে বসো না । [সুরা আন-আম, আয়াত-৬৮]

পবিত্র কুরআন মজীদের অপর আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন-

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ
إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ

অর্থাৎ তার চেয়ে বড় জালিম কে আছে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করেছে এবং তার কাছে সত্য আসার পর সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, দোযখ কি কাফিরদের ঠিকানা নয়? নিশ্চয় । [সূরা জুমার, আয়াত-৩২]

সুতরাং বুঝা গেল যে, মুশরিক ও কাফিরগণ হল বড় জালিম, আর যেখানে জালিমদের সাথে ওঠাবসা করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেখানে তাদের সাথে দোস্তী-বন্ধুত্ব করা তো আরো মারাত্মক অপরাধ ।

তাছাড়া হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّه مِثْلُه

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুশরিকের সাথে মিলিত হয়েছে এবং তার সাথে সহাবস্থান করেছে সেও মুশরিকের অনুরূপ । [সুনানে আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং-২৪৫০, কিতাবুল জিহাদ]

হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

لاَ تُصَاحِبْ اِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ اِلاَّ تَقِيٌّ

অর্থাৎ ঈমানদার ছাড়া অন্য কারো সাথে বন্ধুত্ব করোনা, আর তোমার খাদ্য নেককার ছাড়া অন্য কেউ যেন আহার না করে বা অন্য কাউ কে খেতে দিওনা ।

[মুসনদে আহমদ, তিরমিজি ও রিয়াজুস্ সালেহীন, ৩৬৬]

অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, বিধর্মীদের সঙ্গে এক সাথে প্রায় পানাহার করা, ও তাদেরকে ভালবাসা বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে আর কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব হত্যাকারী বিষতুল্য ।

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের এরশাদ করেন-

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّه مِنْهُمْ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে তাদের (কাফিরদের) সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে ।

[সূরা মায়েদা, আয়াত-৫১নং]

হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- المرء مع من احبّ অর্থাৎ মানুষ দুনিয়াতে যার সাথে বন্ধুত্ব করবে, তার সাথে তার হাশর হবে ।

[সহীহ্ বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ, ৬১৬৯ ও ২৬৪০নং হাদীস]

সুতরাং হিন্দু-বৌদ্ধ, ইহুদী-খ্রীস্টানসহ সকল বিধর্মী কাফির-মুশরিকের সাথে সখ্যতা-বন্ধুত্ব করা নাজায়েজ ও গুনাহ্ । হ্যাঁ পার্থিব লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থে তাদের সাথে প্রকাশ্যে সদ্ভাব বজায় রাখা জায়েয বা বৈধ । হিন্দু-বৌদ্ধসহ সকল কাফির-মুশরিকদের জবাইকৃত পশুর মাংস খাওয়া নাজায়েয বরং হারাম । এ ছাড়া অন্যান্য হালাল ও পবিত্র বস্তু ফল-ফ্রুট ও চা-নাস্তা তাদের ঘর, দোকান বা অফিসে খাওয়া বা গ্রহণ করা প্রয়োজন বশতঃ জায়েয ও বৈধ । তবে সাধ্য অনুযায়ী বিধর্মীদের ঘরে খাওয়া-দাওয়া ও ওঠা-বসা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাই উত্তমপন্থা ও নিরাপদ ।

কাফির -মুশরিক ও বিধর্মীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন না করা প্রসঙ্গে পবিত্র কালামে মজীদে মহান আল্লাহ্ আরো এরশাদ করেন-

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ ۗ

অর্থাৎ মুমিন কাফিরদেরকে (বাহ্যিক লেনদেন ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে) বন্ধু বানাতে পারে না । মুমিনকে বাদ দিয়ে, অতঃপর যে (কোন মুমিন) এ রকম করবে অর্থাৎ মুমিনকে বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে বন্ধু বানাবে আল্লাহর সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক থাকবে না ।

[সূরা আলে ইমরান, আয়াত-২৮]

অতএব, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া হিন্দু, বৌদ্ধ তথা যে কোন কাফির-মুশরিক ও বিধর্মীদের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ বন্ধুত্ব স্থাপন করা যাবে না এবং তাদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া ও আহার গ্রহণ করা সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত জরুরি । এটাই কুরআন সুন্নাহ্ তথা ইসলামী শরীয়তের ফায়সালা ।

[সহীহ্ বুখারী শরীফ, জামে তিরমিজি, সুনানে আবু দাঊদ, মুসনদে আহমদ ও যুগজিজ্ঞাসা ইত্যাদি]

✍ **আবদুল কাদের**
শিক্ষার্থী- হযরত শাহ্চান্দ আউলিয়া কামিল মাদরাসা
চট্টগ্রাম ।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: বর্তমানে আমরা অনেকে দু'টি সন্তান বা তিনটি সন্তানের চেয়ে বেশি গ্রহণ করি না। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু জায়েজ?

উত্তর: কম সময়ের ব্যবধানে এবং অধিক সন্তান জন্মদানের কারণে মা ও দুগ্ধ শিশুর স্বাস্থ্য ও শারীরিক অবস্থা খারাপ হলে তখন ঔষধের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজনে জায়েয বা বৈধ। এটা হলো সাময়িক জন্মনিয়ন্ত্রণ। তবে স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ তথা পুরুষ ও স্ত্রীর অপারেশনের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ, এটা সম্পূর্ণ হারাম।

বিশেষ করে সন্তানের ভরণ-পোষণ, সু-শিক্ষা দিতে না পারার আশংকায় এবং রিযিক সংকটের শংকায় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা নাজায়েয। কেননা রিযিকের মালিক একমাত্র আল্লাহর কুদরতী হাতে নিয়ন্ত্রিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ করেন- وَمَا مِنْ دابَّةٍ فِى الْاَرْض اِلاَّ عَلَى اللهِ رزقها অর্থাৎ আর পৃথিবীতে বিচরণকারী সকল প্রাণীর রিযিকের বা জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলার জিম্মায়। [সূরা হুদ, আয়াত নং-৬]

বিশেষ প্রয়োজনে সাময়িক ঔষধের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ গ্রহণের সময় অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যেন ঔষধ সেবন/ব্যবহারের ফলে গর্ভে থাকা সন্তান নষ্ট না হয় বা মারা না যায়। খানাপিনার ভয়ে ঔষধ ব্যবহার, সেবন করে গর্ভের সন্তান রূহ/প্রাণ আসার পর নষ্ট করা কবিরা গুনাহ্ এবং হত্যার নামান্তর। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্রের শংকায় হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দান করি। [সূরা আনআম, আয়াত নং-১৫১]

অপর আয়াতে মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

অর্থাৎ দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদের ও তোমাদেরকে আমিই রিযিক দান করে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা কবিরা গুনাহ্ বা মহাপাপ। [সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত নং-৩১]

অতএব, গর্ভের সন্তান নষ্ট করা জঘন্য ও মহাপাপ। উল্লেখ্য যে, গর্ভধারণের ১২০ দিন তথা চার মাস পূর্ণ হওয়ার পর গর্ভের সন্তানের মধ্যে আল্লাহর হুকুমে রূহ প্রদান করা হয়। তখন ঔষধ সেবনের মাধ্যমে গর্ভ নষ্ট করা জীবন/জান নষ্ট করার নামান্তর। যা কখনো শরীয়ত সমর্থিত নয়। তবে মা জাতি এবং কোলের দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানের শারীরিক ক্ষয়-ক্ষতি হতে বাঁচার জন্য বিশেষ প্রয়োজনে গর্ভধারণের ১২০ দিনের পূর্বে ঔষধ সেবনের মাধ্যমে গর্ভ নষ্ট করা ফকীহ্গণ বিশেষ প্রয়োজনে মা এবং কোলের সন্তানের রক্ষার্থে বৈধ বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন।

[মালা বুদ্দা মিনহু, কৃত- কাজী সানাউল্লাহ্ পানি পাথি রহ. ইত্যাদি]

প্রশ্ন: রাস্তায় কোনো টাকা-পয়সা কুড়িয়ে পাওয়া গেলে তা নেয়া বা অন্যকে দিতে পারবে কিনা?

উত্তর: হেফাজতের উদ্দেশ্যে রাস্তায় পড়ে থাকা টাকা-পয়সা বা অন্যান্য সামগ্রী কুড়িয়ে নেয়া জায়েয এবং তা যে কুড়িয়ে হাতে তুলে নিয়েছে তার কাছে আমানত স্বরূপ। তাই প্রকৃত মালিককে পৌঁছিয়ে দেয়ার নিয়্যতে পতিত বস্তু, টাকা-পয়সা ইত্যাদি তুলে নেয়া উত্তম। তাছাড়া কোন মূল্যবান বস্তু ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই তুলে নেয়া আবশ্যক। যদি পতিত বা কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুটা দশ দিরহামের (দুইশত টাকা) মূল্যের কম হয় তবে কিছুদিন তা প্রচার করবে। আর দশ দিরহামের বেশি মূল্যের হয় তবে পূর্ণ এক বছর তার প্রকৃত মালিকের খোঁজে প্রচার করতে হবে। যদি ওই সময়ের মধ্যে মালিক এসে যায় বা খোঁজ পাওয়া যায় তবে তো ভালই তা প্রকৃত মালিকের নিকট ফেরত দিয়ে দেবে। মালিক এর খোঁজ পাওয়া না গেলে বা পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে প্রকৃত মালিকের পক্ষে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু বা অর্থ গরীব-মিসকিন ও অসহায়ের নিকট সাদকা করে দিবে।

[কুদুরী-কিতাবুল লুকতা, ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ২/২৮৯, আদ-দুররুল মুখতার, ৪/২৮৭, ও আমার রচিত যুগ জিজ্ঞাসা ইত্যাদি]

মাওলানা মুহাম্মদ বেলাল উদ্দীন
পেশ ইমাম, ধোরলা খান বাহাদুর পাড়া জামে মসজিদ
কানুনগো পাড়া, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

প্রশ্নোত্তর

◈ **প্রশ্ন:** নামাজের মধ্যে দোয়ায়ে মাসুরা পাঠের নিয়ম কী? দোয়ায়ে মাসুরাগুলো আরবিতে উপস্থাপন করলে উপকৃত হব।

📖 **উত্তর:** নামাযের শেষ বৈঠকে দরুদ শরীফ পাঠের পর দো'আ-ই মাসূরা পাঠ করা নামাযের সুন্নাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। দোয়া-ই মাসূরা পাঠ ও শিক্ষা হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন-একদা ইসলামের ১ম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আরয করলেন- عَلِّمْنِىْ دُعَاءً اَدْعوبه فِىْ صَلاَتِىْ অর্থাৎ (হে আল্লাহর রসূল) আমাকে এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা আমি নামাজের মধ্যে দোয়া করব। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন-

قُلْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী যোয়ালমতু নাফ্সী যুলমান ক্বাসীরাওঁ ওয়ালা-ইয়াগফিরুয্ যুনূ-বা ইল্লা-আনতা ফাগ্ফিরলী-মাগফিরাম মিন ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গফূরুর রাহীম।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত দোয়াকে 'দুআ-ই মাসূরা' বলা হয়।

তাছাড়া নিম্নোক্ত দোয়াটিও পাঠ করা যায়-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَ الِدَىَّ وَلِمَنْ تَوَالَدَ وَلِاُسْتَاذِىْ وَلِشَيْخِىْ وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَسْلِمِيْنَ وَالْمَسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ ـ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَرَ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগফিরলী-ওয়ালি ওয়ালিদাইয়্যা ওয়ালিমান তাওয়া-লাদা ওয়ালি উস্তাযী, ওয়ালি শায়খী, ওয়ালি জামী-ইল মুমিনীনা ওয়াল-মু'মিনাতি ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাতি, আল আহয়া-ই মিনহুম ওয়াল্ আমওয়াত, ইন্নাকা সামী-উন্ ক্বরী-বুম্ মুজীবুদ দাওয়াত। বিরাহমাতিকা এয়া-আর হামার রাহিমীন।

[সহীহ্ বোখারী শরীফ, ১ম খন্ড, হাদিস নং-৮৩৪, সুনানে নাসাঈ, ১ম খন্ড, হাদিস নং-১৩০২, আমলে শরীয়ত ও সহীহ্ নামায শিক্ষা, আনজুমান ট্রাস্ট প্রকাশিত]

✍ **মুহাম্মদ আমীর**
ব্যাংক কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম।

◈ **প্রশ্ন:** আমরা আমল করি আমলের পরিবর্তে আল্লাহ্ পাক সাওয়াব দেন এ আশায়। তবে এক ওয়াজে শুনেছি এক ওয়াক্ত নামায আদায় করে অপর ওয়াক্তের জন্য অপেক্ষা করাও নাকি সাওয়াবের এবং যে সময় হতে অপেক্ষা করবে সে সময় হতে সাওয়াব পাওয়া যাবে। এটা সঠিক কিনা? কুরআন-হাদীসের আলোকে জানিয়ে ধন্য ও কৃতজ্ঞ করবেন।

📖 **উত্তর:** ঈমানের পর মুসলিম জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যক ইবাদত হলো- নামায। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয। আর মু'মিন ব্যক্তি এই পাঁচওয়াক্ত নামায আদায়ে সদা-প্রস্তুত ও অপেক্ষায় থাকে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- الصلوة عماد الدين অর্থ: নামায দ্বীন (ইসলাম) এর স্তম্ভ। আর নামাযের জন্য অপেক্ষা করা অর্থাৎ এক ওয়াক্ত নামায আদায়ের পর অপর ওয়াক্ত নামায আদায়ের জন্য অপেক্ষা করাও অত্যন্ত ফজিলত ও সাওয়াবের। এ প্রসঙ্গে হাদীসে পাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَةٍ مَادَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبَسُهُ لاَيَمْنَعُهُ اَنْ يَنْقَلِبَ اِلَى اَهْلِهِ اِلاَّ الصَّلاَةُ

অর্থাৎ সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী, হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নামাযের (জন্য) প্রতিক্ষা যতক্ষণ তোমাদের কোন ব্যক্তিকে অপেক্ষায় রাখে, (আটকে রাখে) এবং যতক্ষণ নামায (আদায়) ছাড়া অন্য কোন কিছু তাকে ঘরে পরিবার-পরিজনদের কাছে ফিরে যাওয়ার পথে বাধা দেয়না, ততক্ষণ সে নামাযের মধ্যেই থাকে।

[সহীহ্ বুখারী, মুসলিম শরীফ ও রিয়াজুস্ সালেহীন, হাদীস নং-১০৬০]

নামাযের জন্য অপেক্ষারত ব্যক্তির জন্যে ফেরেশতারা দোয়া করে। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّى عَلَى اَحَدِكُمْ مَادَامَ فِىْ مُصَلَّاهُ الَّذِىْ صَلَّى فِيْهِ مَالَمْ يُحْدِثْ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِغْفِرْ لَه اَللّٰهُمَّ اِرْحَمْهُ [رواه الْبَخَارى]

অর্থাৎ প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন নামায আদায় এর (এক ওয়াক্তের নামায) পর নিজের জায়নামাযে বসে থাকে তখন ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকেন, যতক্ষণ তাঁর ওযু ভেঙ্গে না যায়। ফেরেশতারা বলতে থাকেন, হে আল্লাহ্ তাকে মাফ (ক্ষমা) করে দিন, তাঁর উপর দয়া করুন। [সহীহ্ বুখারী শরীফ, রিয়াজুস্ সালেহীন, হাদীস নং-১০৬২]

অপর হাদীস শরীফে রয়েছে নামায আদায়ের জন্য মসজিদের প্রতি ধাবিত ব্যক্তিকে আরশের ছায়া দান করবেন। যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। এ প্রসঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ يَظِلُّهُمُ اللهُ فِىْ ظِلِّه يَوْمَ لاَظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهٗ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ اللهُ وَرَجُلٌ قَلْبُه مُتَعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدً اِلَيْهِ الحـ

অর্থাৎ বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাক (ক্বিয়ামতের দিন) নিজের ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তাঁরা হলেন ন্যায়পরায়ণ শাসক, সেই যুবক, যে বড় হয়েছে আল্লাহর ইবাদত করতে করতে, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। (হাদীসের অংশ বিশেষ)

[সহীহ্ বুখার, মুসলিম, ও মিশকাত শরীফ, মসজিদ অধ্যায়, হাদীস নং-৬৪৯]

এভাবে অপর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে- নামাযের জন্যে অপেক্ষায় থাকা মানে নামাযের মধ্যে থাকা, আর নামাযে থাকার উদ্দেশ্যে হল, তাতে নামায আদায়ের সাওয়াবপ্রাপ্ত হওয়া। চাই সে অপেক্ষা মসজিদে হোক কিংবা কর্মস্থলে, ঘরে বা বাসায় হোক উভয়টিতে নামাযের জন্য অপেক্ষারত ব্যক্তি সাওয়াব পাবে। সুতরাং, একজন সত্যিকারের মুসলমান তার দৈনন্দিন কাজে-কর্মে লিপ্ত থাকলেও, সে যদি নামাযের প্রতি খেয়াল রাখে, অন্তর-মন যদি নামায বা মসজিদের দিকে হয় এবং সময় মত নামায আদায় করে সে অসীম সাওয়াবের অধিকারী হবে।

✍ **আবুল হাসনাত মুহাম্মদ কুতুব উদ্দীন**
শিক্ষার্থী- জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া,
ষোলশহর,চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: আমার দাদা সম্প্রতি ইন্তেকাল করেন। আমার পিতা একজন আলেম। আমিও ফাযিলের ছাত্র, আমার দাদা জীবিত অবস্থায় একজন আলেমকে তার নামাযে জানাযা পড়ার জন্য অছিয়ত করিয়েছিলেন; কিন্তু আমার পিতার অনুমতিতে আমি আমার দাদার নামাযে জানাযার ইমামতি করি। জানাযার পর এ বিষয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় আমার ইমামতি করা শুদ্ধ হয়েছে কিনা? এবং জানাযা নামাযের ইমাম হওয়ার উপযুক্ত হকদার কে? দলিল ও প্রমাণসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর: কোন ব্যক্তি জীবদ্দশায় তার এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তির ব্যাপারে কোন অছিয়ত করলে তা তার মৃত্যুর পর ওয়ারিশগণ কার্যকর করবে। তা ওয়াজিব পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। অন্য কোন বিষয়ে অছিয়ত করলে তা পালন/কার্যকর করা ওয়ারিশগণের জন্য আবশ্যকীয় নয়। মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায কে পড়াবে বা ইমামতির জন্য সর্বাগ্রে কার অধিকার এ প্রসঙ্গে 'নুরুল ঈযাহ্' নামক ফিকহের কিতাবের 'আহকামিল জানায়েয' অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে-

اَلسُّلْطَانُ اَحَقُّ بِصَلٰوتِه ثُمَّ نَائِبُه ثُمَّ الْقَاضِىْ
ثُمَّ اِمَامُ الْحَىِّ ثُمَّ الْوَلِىُّ

অর্থাৎ জানাযার নামায পড়ানোর/ইমামতি করার অধিক হকদার প্রথমত, দেশের রাষ্ট্রনায়ক বা শাসকের, তারপর তার প্রতিনিধি, তারপর বিচারক, তারপর মহল্লার মসজিদের ইমাম এবং তারপর মৃত ব্যক্তির উত্তরসূরী তথা অলি-ওয়ারিশ।

সুতরাং, মৃত ব্যক্তি কারো মাধ্যমে জানাযার নামায পড়ানোর অছিয়ত করে গেলেও এলাকার জামে মসজিদের ইমাম উপস্থিত থাকলে তিনিই হকদার। তবে ইমাম সাহেবের অনুমতি সাপেক্ষে অছিয়ত কৃত বুযুর্গ ও যোগ্যতম হক্কানী সুন্নি আলেম দ্বারা নামাযে জানাযা পড়াতে অসুবিধা নেই। তবে স্বীয় সন্তান যদি উপযুক্ত হয় তিনিই মৃত মা-বাবার নামাযে জানাযার ইমামতি করার জন্য অধিক হকদার ও যোগ্যতম ব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে-

مَنْ لَه وَلَايَةُ التَّقَدُّم فِيْهَا اَحَقُّ مِمَّنْ اَوْصى الْمَيِّتُ بِالصَّلوةِ عَلَيْهِ عَلى الْمُفْتى بِه

অর্থাৎ জানাযার নামাযে ইমামতি করার ক্ষেত্রে যার (শরীয়ত প্রদত্ত) অগ্রাধিকার রয়েছে সে সব ব্যক্তি (মুফতি/ফোকাহায়ে কেরামের) ফতোয়া মোতাবেক/মৃত ব্যক্তির অছিয়ত সূত্রে অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক হকদার হিসাবে বিবেচিত।

অতএব প্রশ্নকারী যদি মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবগত হয় তখন তার ইমামতি শুদ্ধ হয়েছে। এটা নিয়ে বিতর্কের কোন সুযোগ নেই।

তদুপরি আদ্দোররুল মুখতার গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে-

وَتقديم الاِمَام الحى مندوب فقط على شرط ان يكون افضل من الولى والا فالولى اولى كما فى المجتبى وشرح المجمع

অর্থাৎ নামাজে জানাযায় মহল্লার মসজিদের ইমামকে ইমাম বানানো মুস্তাহাব যদি তিনি মৃত ব্যক্তির অলি (ছেলে-পিতা বা অন্যান্য ওয়ারিস) হতে ইসলামী শরীয়তের জ্ঞানে উত্তম হয়। আর যদি ইমাম সাহেব হতে মৃত ব্যক্তির অলি/ওয়ারিস উত্তম হয় তখন মৃত ব্যক্তির অলি/ওয়ারিস নামাযে জানাযার ইমামতির অধিক হকদার।

[দুররে মুখতার, কৃত. ইমাম আলাউদ্দিন খাসকাপী হানাফী, রহ. খন্ড-২, পৃ. ২২০, জানাযা অধ্যায় ও নুরুল ঈযাহ্, কৃত. আবুল হাসান আল-ওয়াফায়ী মিসরী রহ. ও যুগজিজ্ঞাসা ইত্যাদি]

দু'টির বেশি প্রশ্ন গৃহীত হবেনা। একটি কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় প্রশ্ন লিখে নিচে প্রশ্নকারীর নাম, ঠিকানা লিখতে হবে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়। প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানাঃ

প্রশ্নোত্তর বিভাগ, মাসিক তরজুমান, ৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা), দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০।

তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত
মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman

নাতে রাসূল

মীর মুনিরুল ইসলাম সেলিম

(১)

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু
মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (দ.)
এই কলেমার জিকির সদা
কর হৃদয় বুলবুল॥

এই কলেমায় আল্লাহ্ রাসূল
এই কলেমা সৃষ্টিরই মূল
তোর ঠিকানায় পৌঁছে দিবে
হবে না পথ ভুল॥

এই কলেমার প্রেম সাগরে
পারিস যদি ডুবতে ওরে
ক্বলব জীন্দা হয়ে যাবে
ফুটবেরে নূরানী ফুল॥

মরণের কঠিন কালে
পারিস যদি জপতে দিলে
আসান হবে মরণ কষ্ট
পাবিরে তুই কূল॥

এই কলেমা দো-জাহানে
তরাবে তোর কঠিন দিনে
মউত কবর হাশর মিজান পুলসিরাতে
হবে পারের পুল॥

(২)

দরূদ পড় বেশী করে
মোমিন মুসলমান
দরূদ পাঠে হবে যে,
সকল সমাধান॥

দরূদ পড়ে আসমানে
আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণে
সৃষ্টি যত দরূদ রত:
পড় মোমিন অবিরত
দরূদ পাঠের বরকতে ভাই
বাড়বে যে সম্মান॥

হারাম হবে জাহান্নাম
পূর্ণ হবে মনস্কাম
নবীর সুপারিশ নসীব হবে
বেহেশতের দেখা পাবে
নবীর সম্মানে সেদিন
সহায় হবেন আল্লাহ্ মহান॥

(৩)

মদীনার ওই পাক রওজা আজো কতো দূরে
উম্মত আমি গুনাগাহর যাবো কেমন করে॥

আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ বলে-
সালাম জানাতাম মদীনায় গেলে
মনের আশা পূরণ হতো শান্তি পেতাম হৃদয় ভরে॥

বুকটি ভরা হাহাকার কাঁদে শুধু বারে বার
নবীর দেখা পেতাম যদি আমি হঠাৎ করে॥

অজ্ঞানতার অন্ধকারে আরব যখন ঘুমের ঘোরে
নবী আমার এলেন তখন নূরের চেরাগ হাতে করে॥

সুবিহে সাদিক ১২ তারিখ রবিউল আউয়ালে
৭টি দিনের মাঝে সোমবার খুশির বন্যা ঝরে॥

মদ-জুয়া হানাহানি মূর্তি পূজা খুনাখুনি
মেয়ে শিশু কবর দেয়া বন্ধ হলো চিরতরে॥

নারীর অধিকার ন্যায় বিচার নবী দিলেন সব স্বাধীকার
মানবতার অমর বিধান দিলেন সারা বিশ্ব জুড়ে॥

উম্মতের কান্ডারী নবী তামাম সৃষ্টির রহমতের রবি
পার করাবেন উম্মতেরে মহান কঠিন রোজ হাশরে॥

আন্জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট
মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

বিশ্বনবীর প্রতি অশালীনতা প্রদর্শন হতভাগা ফ্রান্সের নির্লজ্জ অজ্ঞতা ও হঠকারিতারই বহিঃপ্রকাশ

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

'বা'দ আয খোদা বুযুর্গ তুঈ কিস্সা মুখতাসার। মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার পর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে হে আল্লাহর রসূল! আপনিই শ্রেষ্ঠতম।' একথার পক্ষে ক্বোরআন (কিতাব), সুন্নাহ্, ইজমা' ও ক্বিয়াসের প্রমাণাদি অগণিত, অসংখ্য। মুসলমান মাত্রই এগুলোতে অকৃত্রিমভাবে বিশ্বাস করে এবং এর বাস্তবতাকে নির্দ্বিধায় স্বীকার করে। এটা বিশ্বাস করা ও মেনে নেওয়া প্রতিটি মু'মিনের ঈমানেরই দাবী।

মু'মিনগণ ছাড়াও বিশ্বের অন্য ধর্মাবলম্বী কিংবা কোন কোন নাস্তিক অথচ জ্ঞান ও বিবেকসম্পন্নরাও বিশ্বনবীর শ্রেষ্ঠত্ব, সত্যতা, মহত্ব ও অতুলনীয় গুণাবলীর কথা স্বীকার করে থাকেন। বিশ্বব্যাপী আজ একথাও সুপ্রতিষ্ঠিত যে, যারা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান এনেছে, এমনকি ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়েও তাঁর প্রতি অকৃত্রিমভাবে শ্রদ্ধাশীল হয়েছে, তারা সবাই অকল্পনীয়ভাবে সম্মানিত, উপকৃত ও সফলকাম হয়েছে। পক্ষান্তরে, যারা বিশ্বনবীর অব্যর্থ শিক্ষাকে এবং তাঁকে সুন্দরতম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেনি বরং অবজ্ঞা ও অশালীনতা প্রদর্শন করেছে, তারা ঘৃণা, অকল্যাণ ও অকৃতকার্যতার আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। অনেকে এ দুনিয়াতেই নানা দুর্ভোগের শিকার হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। (যেমন আবূ লাহাব), আর পরকালে তাদের জন্য অবধারিত রয়েছে কঠিন শাস্তি।

এ নিবন্ধে আমি যে সমস্ত অমুসলিম মনীষী বিশ্বনবীর মহামর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করেছেন, তাঁদের কয়েকজনের মন্তব্য ও দ্ব্যর্থহীন স্বীকারোক্তি উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি, যাতে ফ্রান্সের কুলাঙ্গারদের অজ্ঞতা অথবা হঠকারিতা অনায়াসে প্রকাশ পায়।

❖ বিখ্যাত ব্রিটিশ মনীষী জর্জ বানার্ড শ বলেন-

If all the world was united under one leader, then Muhammad would have been the best fitted man to lead the people of various creeds, dogmas and ideas to peace and hppines.- George Bernard Shaw.

অর্থাৎ যদি গোটা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায়, আদর্শ ও মতবাদ সম্পন্ন মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে একনায়কের শাসনাধীনে আনা হতো, তবে একমাত্র (হযরত) মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)ই সর্বাপেক্ষা সুযোগ্য একনায়করূপে তাদেরকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারতেন।

❖ প্রসিদ্ধ গবেষক ও লেখক মাইকেল এইচ.হার্ট (Michal H. Hart) বিশ্বের একশ' মনীষীর জীবন ও কর্ম সংগ্রহ করে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। গ্রন্থটি'র নাম 'দি হান্ড্রেড' (The 100)। সব দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে তিনি একশ' মনীষীর মধ্যে আমাদের আক্বা ও মাওলা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রথমে এনেছেন। লেখাটার শুরুতেই তিনি লিখেছেন-

He was the only man in history who was supremely sucessful on both the religeous and secular livels. Mohammad founhded and promulgated one of the world's great religions, and became an emmensely effective political leader. Today, thirteen centuries after his death, his influeuce is slill powerful and pervasive.

অর্থ: ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি চূড়ান্তভাবে সফল, ধর্মীয় ও সাংসারিক (পার্থিব) উভয় দিক দিয়ে। হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন বিশ্বের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম (ইসলাম)-এর আর তিনি হয়েছেন এক বিশাল কল্যাণকর ও ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক লিডার, আজ তাঁর ইনতিকালের দীর্ঘ তেরশ' (বর্তমানে ১৪০০ বছরাধিককাল) পরও তাঁর প্রভাব এখনো শক্তিশালী এবং ব্যাপ্তিশীল হিসাবে বিরাজমান।

প্রবন্ধ

- বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাবশাহ্ (বর্তমান ইথিওপিয়া)'র খ্রিস্টান বাদশাহ্ আসহামাহ্ নাজাশীর প্রতি পরপর দু'টি চিঠি প্রেরণ করেছিলেন। এতে দূত হিসেবে প্রথম চিঠির বাহক ছিলেন হযরত আমর ইবনে উমাইয়া দ্বামরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। চিঠিটা যখন তাঁর নিকট পৌঁছলো, তখনই তিনি সেটার প্রতি খুব সম্মান প্রদর্শন করলেন। তিনি সিংহাসন থেকে নিচে নেমে যমীনের উপর বসে গিয়েছিলেন। তিনি খুব ভক্তি সহকারে চিঠিটা পড়েছেন, তারপর তাতে চুমু খেয়েছেন, দু'চোখের উপর রেখেছেন। চিঠিতে লিখিত যাবতীয় বিষয়ের সত্যায়ন করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হন। এরপর আরেকটি চিঠি নবী-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নাজাশীর নিকট পাঠিয়েছিলেন। তিনি ওই চিঠিও ভক্তি সহকারে গ্রহণ করে তা'তে লিখিত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পালন করেছেন। আরো মজার বিষয় হচ্ছে- বাদশাহ্ নাজাশী হাতির দাঁত দিয়ে বানানো একটি সিন্দুক তলব করলেন এবং হুযুর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চিঠি মুবারক দু'টি ওই সিন্দুকে সংরক্ষণ করেছেন। আর তিনি বলেছিলেন, এ দু'টি চিঠি শরীফ যতক্ষণ পর্যন্ত হাবশায় থাকবে, ততক্ষণ এখানে বিশেষ কল্যাণ ও বরকত থাকবে। সীরাত তথা জীবনী লেখকদের বর্ণনা মতে, এখনো পর্যন্ত হাবশায় ওই বরকতময় চিঠি দু'টি সংরক্ষিত আছে এবং হাবশাহ্বাসীরা ওই বরকতমন্ডিত চিঠি দু'টির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। [মাদারিজুন্নুবয়ত: ২য় খন্ড]

তদানীন্তনকালীন যেসব বাদশাহ্র নিকট হুযূর-ই আক্রাম পত্র পাঠিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে হাবশাহ্র বাদশাহ্ নাজাশী, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস, মাদাইন তথা ইরানের বাদশাহ্ কিসরা, মিশর ও আলেক্সান্দ্রিয়া (ইসকান্দরিয়া)'র বাদশাহ্ মুকাউক্বিস, সিরিয়ার বাদশাহ্ আবু হারিসা ইবনে আবী শিমর গাসসানী, ইয়ামামার শাসক হাউযাহ্ ইবনে আলী হানাফী এবং বাহরাঈনের বাদশাহ্ মুনযির ইবনে সা-ওয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞ আলিম ও জীবনী লেখকদের বর্ণনা মতে, যে দূত চিঠি নিয়ে যেই বাদশাহ্র কাছে গিয়েছেন, ওই বাদশাহ্ ওই চিঠির প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছেন, কিসরা পারস্য সম্রাট তার প্রতি প্রেরিত চিঠির প্রতি অসম্মান দেখানোর ফলে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

- রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস। এ প্রসিদ্ধ খ্রিস্টান বাদশাহর প্রতি হুযূর-ই আক্রামের চিঠি নিয়ে গিয়েছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত দাহিয়্যাতুল কালবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। চিঠিখানা পড়তেই তার মনে ভয় অনুভূত হয়েছিলো এবং মাথা থেকে ঘাম ঝরছিলো। শেষ পর্যন্ত হিরাক্লিয়াস একটি রেশমী কাপড়ে হুযূর-ই আক্রামের চিঠিখানা জড়িয়ে একটি সিন্দুকে অতি যত্নসহকারে সংরক্ষণ করেছেন। ওই চিঠি হিরাক্লিয়াসের বংশধরের মধ্যে সংরক্ষিত থেকে যায়। উল্লেখ্য যে, সম্রাট নিখুঁতভাবে যাচাই করে বিশ্বনবীকে সত্যনবী বলে স্বীকার করেছিলেন। যদিও রাজত্ব হারানোর ভয়ে প্রকাশ্যে ঈমান আনতে পারেননি। মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আলায়হির রাহমাহ্র বর্ণনা মতে হিরাক্লিয়াস খ্রিস্টধর্মে থেকে গিয়েছিলেন; কিন্তু হুযূর-ই আক্রামের প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও তাঁর চিঠির প্রতি সম্মান দেখানোর ফলে দীর্ঘদিন যাবৎ বাদশাহী তার ও তার বংশধরদের মধ্যে স্থায়ী থাকে। কারণ, তাদের ধারণা ছিলো যে, যতদিন পর্যন্ত চিঠিখানা তাদের মধ্যে সংরক্ষিত থাকবে ততদিন যাবৎ তাদের নিকট ওই দেশের বাদশাহী স্থায়ী হবে। [মাদারিজুন্নুবুয়ত ইত্যাদি]
- পারস্য সম্রাট কিসরার শোচনীয় পরিণতি। তার নিকট হুযূর-ই আক্রামের চিঠি শরীফ নিয়ে দূত হিসেবে গিয়েছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে হুযাফাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহ্ তা'আলা আনহু। তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিলো, চিঠিখানা বাহরাইনের শাসকের নিকট নিয়ে যাবেন। তিনি কিসরার নিকট চিঠিখানা পৌঁছাবেন। কিসরা চিঠিখানা পেয়েছিলো। চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়ে এ হতভাগা সেটার প্রতি এবং বিশ্বনবীর প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শন করলো। সে এক পর্যায়ে রাগান্বিত হয়ে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেললো। দূত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হুযাফার প্রতিও কোন মনযোগ দেয়নি, চিঠির জবাবও দেয়নি। এ খবর যখন হুযূর-ই আক্রামের নিকট পৌঁছলো, তখন তিনি এরশাদ করলেন, "সে তো চিঠি ছিঁড়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তার রাজ্যকে ছিঁড়বেন।" ফলশ্রুতিতে, তার পরিণাম ও ক্ষতি শোচনীয় হয়েছিলো, কিসরাকে কতল করা হয়েছিলো, তার রাজ্য প্রথমে তার পুত্র শিরওয়াইহের

হাতে চলে গেলো। সে তার (কিসরা) পেট চিরে ফেলেছিলো। তার পুত্র শিরওয়াইহ্ কিসরার পরিত্যক্ত জিনিসগুলোর মধ্যে একটা পুড়িয়া পেয়েছিলো। সেটার উপর লিপিবদ্ধ ছিলো এটা যৌনশক্তি বর্দ্ধক মোদক। শিরওয়াইহ্ বিশ্বাস করে তা খেয়ে ফেললো এবং মৃত্যুমুখে পতিত হলো। এর অল্প দিনের ব্যবধানে তার রাজ্য খানখান হয়ে গেলো, বিশ্বনবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে কিসরার রাজ্য শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের করায়ত্ব হলো। এটা কিসরার, বিশ্বনবীর প্রতি বেয়াদবীর শোচনীয় পরিণতি।

❖ মিশরের বাদশাহ্ মুক্বাউক্বিস। মুক্বাউক্বিস মিসর ও আলেক্সান্দ্রিয়ার শাসক ছিলেন। প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত হাত্বিব ইবনে আবী বালতা'আহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী-ই আক্রামের দূত হিসেবে হুযূর-ই আক্রামের চিঠি শরীফ নিয়ে বাদশাহ্ মুক্বাউক্বিসের নিকট গিয়েছিলেন। তিনি দূত ও চিঠি শরীফটার প্রতি খুব সম্মান দেখালেন। তিনি বললেন, 'হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওই রসূল, যাঁর শুভাগমন সম্পর্কে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম সুসংবাদ দিয়েছিলেন।' তিনি আরো বলেছিলেন, 'আমি ওই নবী সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, তিনি যে জিনিসের নির্দেশ দিচ্ছেন তা মোটেই ঘৃণাযোগ্য নয়, তিনি কোন পছন্দনীয় জিনিষকে নিষিদ্ধ করেননি। তিনি যাদুকরও নন, মিথ্যুক গণকও নন।" মিশরের বাদশাহ্ হুযূর-ই আক্রামের চিঠিখানা হাতির দাঁত দ্বারা নির্মিত সিন্দুকে হিফাযত করে রেখেছিলেন। আর হুযূর-ই আক্রামকে শেষ যামানার সত্য নবী বলে মন্তব্য করে চিঠির জবাব অতি আদবপূর্ণ ভাষায় লিখে পাঠিয়েছিলেন। যদিও রাজত্ব হারানোর ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেননি; কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত তার রাজত্ব টিকেনি। এটাও হুযূর-ই আক্রামের ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো। হযরত ওমর ফারুক্বের খিলাফতকালে তার মৃত্যু হয়।

মোটকথা, বিশ্বনবী হলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন। সমস্ত বিশ্বের জন্য রহমত। তিনি উভয় জাহানের মুক্তি ও সাফল্যের পথ বিশ্ববাসীকে বাতলিয়েছেন। সেটার বাস্তবতাও বিশ্ববাসী দেখেছে। সুতরাং মু'মিন মুসলমানদের এ'তে পূর্ণ ঈমান রয়েছে। আজ পর্যন্ত বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান ও বিবেকবান মানুষ বিশ্বনবীকে 'রহমত' হিসেবে গ্রহণ কিংবা স্বীকার করে নিয়েছেন। এমতাবস্থায় এ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্য বিশ্বে ফ্রান্সের মতো দেশে বিশ্বনবীর প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করা, তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা যে কত জঘন্য অপরাধ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এটা এসব কুলাঙ্গারের হয়তো অজ্ঞতা অথবা অমার্জনীয় হঠকারিতার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ বিবেকহীন ফ্রান্সের প্রতি বিশ্ববাসীর ধিক্কার ও রাষ্ট্রীয়সহ সব দিক দিয়ে তাদের ভুল স্বীকার করিয়ে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বাধ্য করা এখন সময়ের দাবী।

মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

লেখক: মহাপরিচালক- আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম।

স্মরণ

আলহাজ্ব ওয়াজের আলী সওদাগর আলকাদেরী (রহ.)

তরজুমান ডেস্ক

আউলিয়ায়ে কেরামগণ আপন মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে বিভিন্ন দেশে-দেশে ইসলামের দাওয়াতি মিশন বাস্তবায়ন করেন। তাঁরা পথহারা ও পথভ্রষ্টকে মানবজাতিকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এনেছিলেন। সরলপ্রাণ মুসলমানদের সত্যিকার আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদা-আমল শিক্ষা দিয়ে বাতিলের খপ্পর থেকে রক্ষা করেছিলেন।

আওলাদে রসূল, কুতুবুল আউলিয়া বাণীয়ে জামেয়া আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি ছিলেন এমন একজন বরেণ্য ওলী। তাঁর মাধ্যমে এ উপমহাদেশে এবং বিশ্বের বহু দেশে সিলসিলা-এ আলিয়া কাদেরিয়ার প্রসার লাভ করে। তাঁর সান্নিধ্য অর্জনের মাধ্যমে সোনার মানুষে পরিণত হন অনেকেই। এসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরাই এ সিলসিলার মিশন প্রচার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। হযরত সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হির নৈকট্যধন্য ব্যক্তিদের মধ্যে আলহাজ ওয়াজের আলী আলকাদেরি প্রকাশ উজির আলী সওদাগর অন্যতম। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য তুলে ধরার প্রয়াসঃ

মোহাম্মদ ওয়াজের আলী ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ২০ ডিসেম্বর নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার তালুয়া চানপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা মরহুম আশরাফ আলী মিয়া, মাতা মরহুমা আবু জান বিবির দ্বিতীয় সন্তান মোহাম্মদ ওয়াজের আলী। শৈশবকাল থেকে ধর্মানুরাগী ও তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে মক্তব ও স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি ১৯৩২ সালে চট্টগ্রাম এসে নগরীর প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র আছাদগঞ্জের বিখ্যাত আবদুস সোবহান সওদাগর (প্রকাশ রাজা মিয়া) এর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেন। কয়েকবছর চাকরির পর তিনি তার অন্য ভাইদের চট্টগ্রামে নিয়ে আসেন এবং এখানে স্টেশন রোডে মেসার্স মোহাম্মদ ওয়াজের আলী সওদাগর এন্ড ব্রাদার্স নামে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এখান থেকে তাঁর একাগ্রতা, কর্মনিষ্ঠা, সততা দ্বারা পরিচালিত ব্যবসা ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হয় এবং অতি অল্প সময়ে রিয়াজ উদ্দীন বাজার মোহাম্মদীয়া বোর্ডিং, স্টেশন রোডে মেসার্স এস.এস. কর্পোরেশন নামে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং চট্টগ্রামের বাকলিয়ায় স্থায়ী নিবাসও প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপর মরহুমা ছাদিয়া বেগমের সাথে তিনি বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সংসার জীবনের মাত্র কয়েক বছর পর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে আওলাদে রসূল, কুতবুল আউলিয়া, আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হির হাতে বায়আত গ্রহণ করে ভাগ্যের পরশপাথর কপালে লেপন করেন। এ সময় সিরিকোটি হুজুর দৈনিক আজাদীর প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক রহমাতুল্লাহি আলায়হির কোহিনূর ইলেক্ট্রিক প্রেসের উপর অবস্থান করতেন এবং এটিকে খানকাহ্ হিসেবে ব্যবহার করে ইসলাম-ঈমান ও আক্বীদার প্রচার-প্রসারে লিপ্ত থাকতেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সাথে আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ সওদাগর আলকাদেরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি, আলহাজ্ব সুফি আব্দুল গফুর রহমাতুল্লাহি আলায়হি, আলহাজ্ব আমিনুর রহমান আলকাদেরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি, আলহাজ্ব আবদুল জলিল চৌধুরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি, আলহাজ্ব ডা. টি হোসেন চৌধুরী ও আলহাজ্ব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম সওদাগরসহ চট্টগ্রামের খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হির সান্নিধ্য গ্রহণ করে সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরিয়ার খিদমতে নিজেদের ন্যস্ত করেন।

শাহেনশাহে সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হির সান্নিধ্যে যাওয়ার পর মূলত জীবনের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে থাকে ওয়াজের আলীর। ব্যবসায়িক উন্নতি, মনের প্রফুল্লতা অধিকন্তু আধ্যাত্মিক জাগরণ তাঁকে এক সময় সংসার বিমুখেও উৎসাহিত করে তুলেছিল। কিন্তু যে পীরের চরণে ওয়াজের আলীর আত্মসমর্পণ তিনি যে বৈরাগ্যবাদী নন; বরং শরীয়ত ও ত্বরীকতের শেখ। তাই নিজের মুরীদকে জন-মানবশূন্য পাহাড়ে না গিয়ে কোলাহলে আল্লাহর ইবাদত ও সংসারে দায়িত্ববান হবার তাগিদ দিয়েছিলেন।

১৯৫৮ সালে হুযুর কিবলা আওলাদে রসূল, শাহেনশাহে সিরিকোট আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হির নেতৃত্বে হাদীয়ে দ্বীন ও মিল্লাত, কুতবুল এরশাদ আল্লামা হাফেজ কারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হিসহ বাংলাদেশের বহু

The Monthly Tarjuman

পীর ভাই এবং হুজুর কেবলা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.জি.আ.)ও হারামাঈন শরীফে হজ্ব সম্পাদনে গিয়েছিলেন। এ সময় মদিনা শরীফে রওজায়ে আক্বদাসে হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত ও সালাতু সালাম পরিবেশনের এক পর্যায়ে ডা. টি. হোসেন (তোফাজ্জল হোসেন)-এর সাথে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দিদার লাভ হয়। ঠিক এ সময় হুজুর সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি টি হোসেন সাহেবকে লক্ষ্য করে বলেন, 'ডাক্তার সাহেব এখন একদিকে আপনার সাথে সরকারে দো'আলমের দিদার চলছে অন্যদিকে এখন থেকে সিলসিলার এগার সবক পালনের নির্দেশ হচ্ছে। ঘটনাটির অন্তর্নিহিত রহস্য লক্ষ্যণীয়। যিয়ারত চলছিল সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হির নেতৃত্বে। দিদারে মুস্তফা নসীব হচ্ছিল ডা. টি হোসেনের এবং ঐ সময়েই হুজুর সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি টি হোসেনকে দিদারে মুস্তফা ও অতিরিক্ত এগার সবকের কথা বলছিলেন। (সুবহানাল্লাহ) আর এ দিদারে মুস্তফার মধ্যমণি ছিলেন সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি। এ ঘটনা শুনার পর মোহাম্মদ ওয়াজের আলী সওদাগর আর স্থির থাকতে পারেননি; রীতিমতো নাছোড়বান্দা স্বীয় মুর্শিদের দরবারে কান্নাজড়িত কণ্ঠে মিনতি ডা. টি হোসেনের মতো তাঁরও যেন হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দিদার নসীব হয়। অন্যথায় তিনি আর দেশে ফিরবেন না। ছাহেবে কাশ্ফ ও কারামত, আওলাদে রসূল আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি অবশেষে ওয়াজের আলী সওদাগরকে নিয়ে আবারও রওজা মোবারক যিয়ারতে গেলেন এবং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দিদার নসীবের মাধ্যমে তাঁর আশা পূর্ণ করলেন।

এ ঘটনাটি থেকে বুঝা যায় ওয়াজের আলী সওদাগর কতটুকু ফানা ফিশ্ শেখ ও আশেকে রসূলে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি জীবনে যতদিন বেঁচেছিলেন মুহূর্তের জন্য দ্বীন, সিলসিলা ও পীরের সান্নিধ্য ও ধ্যান বিমুখ হননি। ফলে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কীর্তিমানের উপযুক্ত পরিণাম প্রদান করলেন কুতবুল এরশাদ হাদিয়ে দ্বীন ও মিল্লাত আল্লামা হাফেজ কারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ ওয়াজের আলী সওদাগর হুজুর কেবলা কর্তৃক খিলাফতপ্রাপ্ত 'আলকাদেরী' খেতাব লাভে ধন্য হন। আলহাজ্ব ওয়াজের আলী সওদাগর জীবনে মোট আটবার হজ্ব করেন। তিনি বায়াত গ্রহণের পর থেকে আনজুমান এবং জামেয়ার খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সদস্য ও প্রথম ফাইন্যান্স সেক্রেটারি ছিলেন। ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানের ফাইন্যান্স সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন নিষ্ঠা ও সততার সাথে। তাছাড়া তিনি নোয়াখালী নিজ গ্রামে মোহাম্মদীয়া সৈয়্যদীয়া ওয়াজেরিয়া নামক একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জমিয়তুল ফালাহ্ মসজিদ, তিনপুল জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, ঢাকা-নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন সেবা ও মানবকল্যাণমূলক সংগঠন সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত খাদেমুল হজ্ব কমিটির সদস্য হিসেবে হাজী সাহেবানদের খিদমত করে গেছেন।

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মার্চ, ২৮ রবিউস্ সানি ১৪০০ হিজরী রবিবার ভোর সাড়ে চারটায় এ মহান ব্যক্তিত্ব সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে আল্লাহ্ ও রসূলের সান্নিধ্যে যাত্রা করেন। ভাগ্যবান এ মহান ব্যক্তির প্রথম জানাযা হয়েছিল লালদীঘি ময়দানে। যাতে ইমামতি করেছিলেন আওলাদে রসূল, হাদিয়ে দ্বীনও মিল্লাত আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি, পরে জামেয়া ময়দানে দ্বিতীয় জানাযা মরহুম অধ্যক্ষ আল্লামা জালাল উদ্দীন আলকাদেরীর ইমামতিতে জানাযা শেষে জামেয়া সংলগ্ন কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

আলহাজ্ব মোহাম্মদ ওয়াজের আলী সওদাগর রহমাতুল্লাহি আলায়হি মৃত্যুকালে উপযুক্ত সাত ছেলে তিন কন্যা রেখে যান। সন্তানদের মধ্যে দ্বিতীয় আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুদ্দীন সিলসিলার কার্যক্রমে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। তিনি আনজুমানের এডিশনাল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও আলহাজ্ব মোহাম্মদ ওয়াজের আলী সওদাগর আলকাদেরীর ছোট ভাই আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক এখনও ফাইন্যান্স সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তাঁর পরিবারের সকলেই আন্তরিকতার সাথে এ তরিকার খেদমতে নিয়োজিত আছেন। তাঁর নাতি মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাথে সম্পৃক্ত থেকে খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে সিলসিলায়ে আলিয়ার খিদমত করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

আনজুমান ট্রাস্ট'র ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রাম ও ঢাকায় পবিত্র জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন

জশনে জুলুস রাসূল প্রেম ও ঈমানী জজবায় উজ্জীবিত করে

● ফ্রান্সে মহানবীর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক ঐতিহ্যবাহী জসনে জুলুস স্বাস্থ্যবিধি মেনে গত ৩০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার সকাল ৮ টায় চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া মাদরাসা সংলগ্ন আলমগীর খানকাহ্ শরীফ হতে ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন'র নেতৃত্বে জুলুসটি বিবিরহাট, মুরাদপুর থেকে হাইওয়ে রোড ধরে ষোলশহর ২ নং গেইট ঘুরে পুনরায় মুরাদপুর হয়ে জামেয়া জুলুস ময়দানে মাহফিলে মিলিত হয়। আনজুমান'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন। মাহফিলে দরবারে আলীয়া কাদেরীয়ার সাজ্জাদানশীন মুর্শিদে বরহক আওলাদে রাসূল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (ম.জি.আ.) ভিডিও কন্‌ফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর শান্তি কামনা করে মুনাজাত করেন। এর আগে আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (ম.জি.আ.) ও ছাহেবজাদা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ আহমদ শাহ্ (ম.জি.আ.) ভিডিও কন্‌ফারেন্স-এ বক্তব্য রাখেন। আওলাদে রাসুল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ (ম.জি.আ.) বলেন, মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীবকে এদিনে পৃথিবীতে প্রেরণ করে সৃষ্টি জগতের প্রতি এহসান করেছেন। আর এ এহসানের শোকরিয়া স্বরূপ পবিত্র জশ্‌নে ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করে আসছে মুসলিম সম্প্রদায়। আমাদের হযরাতে কেরাম বিশেষ করে আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (র.) চট্টগ্রাম থেকে এ দিনের সম্মানে জশ্‌নে জুলুস প্রবর্তন করে যে অনুগ্রহ করেছেন এর জন্য তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। বৈশ্বিক মহামারি করোনা পরিস্থিতিতে আজকে লাখো ধর্মপ্রাণ মুসলমান জুলুসে অংশগ্রহণ করে হুজুর কেবলার মিশনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। এর জন্য তিনি আনজুমান, গাউসিয়া কমিটি ও সুন্নি মুসলমানদের ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ জানান।

মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, স্থানীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব মুহাম্মদ মুসলেম উদ্দিন আহমদ, ঢাকা (দক্ষিণ) মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আবু আহমেদ মান্নাফী, আনজুমান ট্রাস্ট'র সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, কেন্দ্রীয় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ। মহফিলে বিশেষ অতিথি সংসদ সদস্য মুসলেম উদ্দিন আহমদ ফ্রান্সে বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসালামের ব্যাঙ্গচিত্র প্রকাশ করায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে আগামী সংসদ অধিবেশনে নিজেই নিন্দা প্রস্তাব আনবেন বলে মাহফিলে উপস্থিত লাখো ধর্মপ্রাণ মুসলসানদের আশ্বস্থ করেন। ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মান্নাফী ফ্রান্সের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ইসলাম বিরোধী যেকোন ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন ধর্মভীরু মুসলিম নেতা, তার মাধ্যমে বাংলাদেশ ফ্রান্সের নিন্দা জানাবে। একইসাথে তিনি পীরভাই-বোনদের হুজুর কেবলার প্রদর্শিত পথ ও মতে চলার আহবান জানান। সভাপতির বক্তব্যে আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন বলেন, হুজুর কেবলার অনুপস্থিতিতে করোনাকালে জুলুসে লাখো মানুষের উপস্থিতিই প্রমান দেয়, জশ্‌নে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবীর বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র টিকে থাকতে পারবেনা। যারা নবীদ্রোহী তাদের অস্তিত্ব সুন্নি মুসলমানদের ঐক্যের বানে ধ্বসে যাবে। জুলুসের অনুমতি দেয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, পুলিশ প্রশাসন, সার্বিক সহযোগিতার জন্য সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসকসহ সাংবাদিকদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা জানান।

এতে উপস্থিত ছিলেন- আনজুমান ট্রাস্ট'র এডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারী মুহাম্মদ সামশুদ্দিন, জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারী মুহাম্মদ সিরাজুল হক, এ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল সেক্রেটারী এস.এম. গিয়াস উদ্দিন শাকের, ফাইন্যান্স সেক্রেটারী মুহাম্মদ সিরাজুল হক, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন

সেক্রেটারী প্রফেসর কাজী শামসুর রহমান, জামেয়ার চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম, আনজুমান সদস্য মুহাম্মদ সাহাজাদ ইবনে দিদার, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক, মুহাম্মদ কমর উদ্দিন সবুর, মুহাম্মদ আবদুল হাই মাসুম, তসকীর আহমেদ, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম মহানগর, উত্তর ও দক্ষিণ জেলার কর্মকর্তা-সদস্যবৃন্দ।

এর আগে মাহফিলে ঈদে মিলাদুন্নবীতে বক্তব্য রাখেন- এড. মুহাম্মদ মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, উপাধ্যক্ষ ড. মাওলানা মুহাম্মদ লিয়াকত আলী, আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ সোলাইমান আনসারী, মুফতি আল্লামা কাজী মুহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ, অধ্যক্ষ আল্লামা আবদুল আলিম রেজভী, উপাধ্যক্ষ আল্লামা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ফজলুল হক, আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ আশরাফুজ্জামান আলকাদেরী, আল্লামা কাজী মুহাম্মদ মঈন উদ্দনী আশরাফী, অধ্যক্ষ মাওলানা আবু তৈয়ব চৌধুরী, অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রেজভী, মাওলানা আবু সুফিয়ান আবেদী আলকাদেরী, ড. মাসুম চৌধুরী প্রমুখ। বক্তারা বলেন- নবীজি সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণ হয়ে এই ধরার বুকে এসেছিলেন, অথচ হতভাগারা তাঁর সম্মানে আঘাত করে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনছে। ফ্রান্স রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নবীর যে অবমাননা করে যাচ্ছে এর জবাবে তাদের পণ্য বর্জনসহ সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। এ জন্য ও.আই.সি. আরব লীগসহ মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের সাহসী ভূমিকা রাখতে হবে।

মাহফিল সঞ্চালনা করেন-আনজুমান সদস্য মুহাম্মদ আবদুল হামিদ ও হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান। মাহফিল শেষে মহামারী করোনা হতে আরোগ্যলাভ, বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের শান্তি, অগ্রগতি ও কল্যাণ কামনায় আখেরী মুনাজাত করেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি ছৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান।

ঢাকায় জশনে জুলুস মাহফিলে বক্তারা

শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবীর আদর্শ প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই

বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবীর আদর্শ প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। চলমান বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস মানুষের কিঞ্চিৎ মানসিক পরিবর্তন হলেও সামগ্রিক চিন্তা-চেতনা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মহানবীর নীতি-আদর্শ থেকে দূরে থাকায় প্রতিনিয়ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে দেশ এবং জাতি। সকল বিপদ থেকে মুক্তি পেতে সর্বত্র প্রিয় হাবিবের জীবনী চর্চা, আলোচনা সময়ের দাবি বটে। গত ৯ রবিউল আউয়াল ২৭ অক্টোবর আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট ঢাকার পৃষ্ঠপোষকতায় মোহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদরাসার সহযোগিতায় জয়েন্ট কোয়ার্টার মাদরাসার সামনে থেকে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সকাল ১১টায় জশনে জুলুছ (বর্ণাঢ্য র‍্যালি) শেষে মোহাম্মদপুরে মাহফিলে নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন। নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, আদর্শিক চেতনায় বিশ্বাসী হয়ে জীবন গঠন করতে পারলে ইহকালে শান্তি এবং পরকালে মুক্তি সুনিশ্চিত। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রে তথা সর্বত্র কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জীবন গঠনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন নেতৃবৃন্দ।

লাখো মানুষের অংশগ্রহণে জুলুছটি কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদরাসা থেকে শুরু করে জেনেভা ক্যাম্প, আসাদগেট, মোহাম্মদপুর টাউন হল, শিয়া মসজিদ, আদাবর, শ্যামলী হয়ে পুনরায় মাদরাসায় গিয়ে নবী প্রেমিকদের বিশাল সমাবেশে নবীজির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন আগত অতিথি ও প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরাম। আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব মুহাম্মদ সাদেক খান। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন ২৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আলহাজ্ব মুহাম্মদ সলিম উল্লাহ্ সলু, আলহাজ্ব মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ্, আলহাজ্ব মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম রতন, আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক, মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আব্দুল মালেক বুলবুল, আলহাজ্ব শোয়েবুজ্জামান চৌধুরী তুহিন, অধ্যাপক আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক, হাজী নুরুল আমিনসহ ঢাকা আনজুমান ও গাউসিয়া কমিটির নেতৃবৃন্দ।

জুলুছে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের বিভিন্ন শাখা, ধর্মীয় সংগঠন ও বিভিন্ন জেলা, মহানগর থেকে আগত নবী প্রেমিক, আশেক, ভক্তরা রং বেরংয়ের ব্যানার পেস্টুন, কলেমা খচিত পতাকা নিয়ে মিছিলে অংশগ্রহ করেন। জশনে জুলুছ শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে মুনাজাত করেন প্রিন্সিপ্যাল আল্লামা হাফেজ আবদুল আলিম রিজভী।

সৈয়দপুর (নিলফামারী)

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন উপলক্ষে গত ২৯ অক্টোবর সৈয়দপুর গাউসিয়া কমিটির উদ্যোগে কাদেরিয়া তাহেরিয়া সাবেরিয়া সুন্নিয়া মাদরাসায় বিভিন্ন কর্মসূচী পালিত হয়।

এ উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন পৌর প্যানেল মেয়র জিয়াউল হক জিয়া।প্রফেসর আব্দুর রউফের সভাপতিত্বে এবং শাহেদ আলির পরিচালনায় উপস্থিত ছিলেন সাবেক কমিশনার এম সেকান্দর আযম, অধ্যাপক রিদওয়ান আশরাফি, মাস্টার শহিদুল হক প্রমুখ। বক্তব্য রাখেন মাওলানা জুনায়েদ আল হাবীব বারকাতি, মাওলানা শেখ খোরশেদ আলম মানিক, মাওলানা শাহজাদা হাফেজ আব্দূল ওয়াহেদ প্রমুখ।

পর দিন গাউসিয়া কমিটি সহ সকল সুন্নি তরিকতপন্থী সংগঠনের সমন্বয়ে রেলওয়ে মাঠে সকাল ৯টায় জশনে জুলুছ অনুষ্ঠিত হয়।

রংপুর রাজুখাঁ মাদরাসা

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন উপলক্ষে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রংপুর বিভাগের উদ্যোগে রাজুখা আলহাজ্ব শাকের আলি চৌধুরী দাখিল মাদরাসায় ১২ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসুচী পালিত হয়। সমাপ্তি দিবসের আলোচনা ও মিলাদ মাহফিল আলহাজ্ব শাহজাহান আলির সভাপতিত্বে প্রধান আলোচক ছিলেন মাওলানা শেখ খোরশেদ আলম নূরী।

প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রিয় সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ রিদওয়ান আশরাফি, লালমনিরহাট গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ইদ্রিস আলি, রংপুর জেলা কমিটির কর্মকর্তা মুহাম্মদ হাসান আলি, রংপুর মহানগর গাউসিয়া কমিটির আহবায়ক ও সদস্য সচীব আলহাজ্ব ওয়াজেদ আলি দুলু ও আলহাজ্ব আলি আকবর বাদল।

রংপুর মহানগর

রংপুর মহানগর গাউসিয়া কমিটির উদ্যোগে পবিত্র জশনে জুলুসে ঈদ এ মিলাদুন্নবী পালিত হয়। স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক পরিধান করে রংপুর পাবলিক লাইব্রেরী গেটে জমায়েতের মাধ্যমে জশনে জুলুস আরম্ভ হয়ে পুনরায় পাবলিক লাইব্রেরী মাঠে র‍্যালিটি শেষ হয়। পাবলিক লাইব্রেরী মাঠে আলোচনা মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিল পরিচালনা করেন আলহাজ মোহাম্মদ আলী আকবর বাদল, সভাপতিত্ব করেন রংপুর মহানগর গাউসিয়া কমিটির আহ্বায়ক আলহাজ্ব মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী দুলু, বক্তব্য রাখেন শাহ সুফি মোহাম্মদ আবরার আশরাফী, আলহাজ্ব কামরুল হুদা ইঞ্জিনিয়ার, মাওলানা মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, আলহাজ্ব আব্দুল খালেক, আলহাজ্ব হাফিজার রহমান, মাওলানা বদিউজ্জামান, উপস্থিত ছিলেন হযরত শাহ সুফি সৈয়দ সিরাজুস ছালেকিন, এডভোকেট মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী। বিভিন্ন ওয়ার্ড কমিটির নেতৃবৃন্দ ও মাদরাসার শিক্ষক ছাত্র এতে অংশ গ্রহণ করেন। আলোচনা শেষে মিলাদ ও কিয়াম পরিচালনা করেন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। মোনাজাত করেন হযরত সৈয়দ সামছুল হক বাবু।

রংপুর মহানগর ৩৩ নং ওয়ার্ড শাখা

গাউসিয়া কমিটি রংপুর মহানগর আওতাধীন ৩৩নং ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে রাজুখা শাকের আলী চৌধুরী দাখিল মাদরাসায় পবিত্র ঈদ এ মিলদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব শাহজাহান আলী। প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি কেন্দ্রীয় সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ অধ্যাপক রেদওয়ান আশরাফী, বিশেষ অতিথি ছিলেন আলহাজ্ব ওয়াজেদ আলী দুলু ও আলহাজ মোহাম্মদ আলী আকবর বাদল, এডভোকেট ইদ্রিস আলী লালমনিরহাট, মোহাম্মদ হাসান আলী, মোহাম্মদ অনিকুল আহসান চৌধুরী, মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ ও মোহাম্মদ বাকি বিল্লাহ জালাল। প্রধান আলোচক ছিলেন হযরত মাওলানা খোরশেদ আলম নূরি, মাহফিল পরিচালনা করেন মাদরাসার সুপার মাওলানা বদিউজ্জামান।

রাঙ্গামাটি জেলা

গাউয়িা কমিটি বাংলাদেশ রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত হয় পবিত্র জশনে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী। গত ৩০ অক্টোবর স্থানীয় প্রবীণ আলেমদের উপস্থিতিতে জেলা গাউসিয়া কমিটির আহ্বায়ক হাজী মুহাম্মদ মুসা মাতব্বর ও সদস্য সচিব মুহাম্মদ আবু সৈয়দের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জশনে জুলুছে প্রায় দশ হাজারের অধিক লোকের সমাগম হয়। রিজার্ভ বাজার জামে মসজিদ হতে শুরু হয়ে পবিত্র জশনে জুলুছ শহরের প্রধান প্রধান সড়ক অতিক্রম করে বনরূপা শাহী জামে মসজিদে জমায়েত, আলোচনা, মিলাদ, কিয়াম ও মোনাজাতের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। গাউসিয়া কমিটির সদস্য সচিব মুহাম্মদ আবু সৈয়দের সঞ্চালনায় মিলাদ মাহফিলের আলোচনায় বক্তব্য রাখেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার আহ্বায়ক ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী মুসা মাতব্বর, পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব আকবর হোসেন চৌধুরী, উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শহীদুজ্জামান

মহসিন রোমান, মাওলানা শফিউল আলম আলকাদেরী, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মুহাম্মদ আখতার হোসেন চৌধুরী, অধ্যক্ষ মাওলানা জসিম উদ্দিন নুরী। মোনাজাত করেন বনরূপা শাহী জামে মসজিদের খতিব মাওলানা ইকবাল হোসেন আলকাদেরী।

পশ্চিম বাকলিয়া মদিনা মসজিদে ১২ দিনব্যাপী মিলাদুন্নবী মাহফিল

গত ৩০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাতে নগরীর পশ্চিম বাকলিয়া মদিনা মসজিদের ১২ দিনব্যাপী ঈদে মিলাদুন্নবী মাহফিলর সমাপনী দিবসে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা উপমন্ত্রী মুহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল বলেন, মানবতার মুক্তির কান্ডারী মহানবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় নিয়ামত। আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ এ মহান নিয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ ঈদে মিলাদুন্নবীর আয়োজন করা। কিন্তু আমরা ব্যথিত হই, যখন দেখি ইসলামের নামে কেউ কেউ মিলাদুন্নবীর অনুষ্ঠানকে অবৈধ ও বিদায়াত বলেন। যিনি সৃষ্টি না হলে কোন কিছুই সৃষ্টি হতো না, তাঁর জন্মদিনকে আমরা দরুদ শরীফ পড়ে পড়ে জুলছ ও মিলাদ মাহফিল করে আয়োজন করব-তাতে দোষের কিছু থাকার কথা নয়।

মদিনা মসজিদের মতোয়াল্লী সাহাবুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মহফিলে প্রধান বক্তা ছিলেন, সোবহানীয়া আলিয়া মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল আল্লামা জুলফিকার আলী চৌধুরী। বিশেষ অথিতির বক্তব্য রাখেন মদিনা মসজিদ সংলগ্ন হেফজখানা পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি, চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবি সমিতির সাবেক সভাপতি আলহাজ এডভোকেট আনোয়ার ইসলাম চৌধুরী। ১৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী শহীদূল আলম, দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মহসিন ভূঁইয়া। গত ১৭ অক্টোবর থেকে আয়োজিত ১২ দিন ব্যাপী মাহফিলের শুভ উদ্বোধন করেন, আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র সহ সভাপতি আলহাজ মোহাম্মদ মহসিন। ১২ দিন ব্যাপী মাহফিলে বক্তব্য রাখেন, মওলানা হাফেজ আনিসুজ্জামান, মওলানা সৈয়দ হাস্সানুল হক নঈমি, মওলানা ইউসূফ আল কাদেরী, মওলানা আবুল মনছুর মাইজভান্ডারী, মাওলানা সৈয়দ আহমাদ শাহ আল আজহারী, মওলানা আব্দুল্লাহ আল নিশান, মওলানা সিরাজুল মোস্তফা সিদ্দীকি, শাহজাদা এড, সৈয়দ মুখতার আহমেদ ছিদ্দীকি, মাওলানা সালাহউদ্দিন মাইজভান্ডারি। মুহাদ্দিস মওলানা শহিদূল হক হোসাইনী, উপাধ্যক্ষ মওলানা মারেফাতুন নুর। হাফেজ মওলানা মুনিরূজ্জামান আল কাদেরী, আলহাজ মাওলানা আব্দুন্নবি হক্কানী, মাওলানা মহিউদ্দিন আলকাদেরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন চান্দগাঁও থানা গাউছিয়া কমিটির সেক্রেটারি মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি চট্টগ্রাম সিটি ইউনিটের সেক্রেটারি আবদুল জব্বার, পাঁচলাইশ থানা গাউছিয়া কমিটির সেক্রেটারি মওলানা মুনিরউদ্দীন সোহেল, বাকলিয়া থানা সাহিত্য সম্পাদক আলহাজ মাওলানা রেজাউল হোসেন জসিম, সিটি করপোরেশনের প্রকৌশলি মির্জা ফজলুল কাদের, সাপোর্ট বাংলাদেশের সিনিয়র সদস্য মির্জা সায়েম কাদের, সাজেদূল আলম মিল্টন, আলহাজ মোজাম্মেল হক চৌধুরী, মাহবুব মোর্শেদ বিপুল।

মাহফিল সঞ্চালনায় ছিলেন মদিনা মসজিদ হেফজখানা পরিচালনা পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক ও মাহফিল সমন্বয়ক আলহাজ শাহাদাত হোসেন রুমেল। উলেখ্য যে মাহফিল শেষে মন্ত্রী মহোদয়, মদিনা মসজিদ কমপেক্সের ৪র্থ তলায় নবনির্মিত কাদেরীয়া চিশতিয়া তাহেরীয়া এতিমখানার শুভ উদ্বোধন করেন।

চকবাজার ওয়ালি খাঁ জামে মসজিদে ৩দিন ব্যাপী ঈদে মিলাদুন্নবী সম্পন্ন

চট্টগ্রাম নগরীর চকবাজারস্থ ওয়ালী বেগ খাঁ শাহী জামে মসজিদে মুসল্লী পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ও গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চকবাজার ওয়ার্ডের সহযোগিতায় ৩ দিন ব্যাপি ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাহফিল সম্পন্ন হয়। মাহফিলের সঞ্চালনায় ছিলেন মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা আতিকুল ইসলাম। ১ম দিবসে মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব তৌহিদুল আনোয়ার চৌধুরী, প্রধান আলোচক ছিলেন মাওলানা আবুল হাসনাত আল কাদেরী। ২য় দিবসে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব এ.এ. এম. সাইফুদ্দিন। প্রধান আলোচক ছিলেন হাফেজ মাওলানা মুনিরুজ্জামান আলকাদেরী, সমাপনী দিবসে সভাপতিত্ব করেন মসজিদের খতিব অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল মান্নান আশরাফী, প্রধান আলোচক ছিলেন শায়খুল হাদীস আল্লামা কাজী মঈনুদ্দিন আশরাফী। মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন মুসল্লী পরিষদের সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ সেলিম, সেক্রেটারি সৈয়দ রফিকুল ইসলাম, গাউসিয়া কমিটি চকবাজার ওয়ার্ডের সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাহমুদুল হক,

আলহাজ্ব আব্দুল্লাহ্ আল ছগির, মুহাম্মদ জোনায়েদ হোসেন প্রমুখ। মিলাদ ও কিয়াম করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাদরাসা পরিদর্শক মাওলানা মুহাম্মদ হারুন।

বোয়ালখালীতে ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প সম্পন্ন

জশনে জুলুছে ঈদ-এ মিলাদুন্নবী উদযাপন উপলক্ষে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বোয়ালখালী শাখার ব্যাবস্থাপনায় গত ৩১ অক্টোবর দিনব্যাপী ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প ও স্মারক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম-৮ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব মোছালেম উদ্দীন আহমদ এম,পি। মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম চৌধুরী মুন্সির সভাপতিত্বে মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ফখরুদ্দীনের সঞ্চালনায় উদ্বোধক ছিলেন গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার, বিশেষ অতিথি ছিলেন বোয়ালখালী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আছিয়া খাতুন, সহকারী কমিশনার ভূমি মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক চৌধুরী, গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব আলহাজ্ব এডভোকেট মোছাহেব উদ্দীন বখতেয়ার, দক্ষিণ জেলা গাউসিয়া কমিটির সভাপতি ও আনজুমান কেবিনেট আলহাজ্ব কমর উদ্দিন সবুর, কেন্দ্রীয় চিকিৎসা সেবার প্রধান সমন্বয়ক আলহাজ্ব মাওলানা আবদুল্লাহ, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এস এম সেলিম, দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ নেতা বোরহান উদ্দীন মোহাম্মদ এমরান, আনজুমান কেবিনেট আলহাজ্ব আব্দুস সাত্তার চৌধুরী, মহানগর শাখার সাবেক কর্মকর্তা মুহাম্মদ এরশাদ খতিবী, বোয়ালখালী উপজেলা আওয়ামীলীগের সহ- সভাপতি আলহাজ্ব শফিউল আলম, পৌরসভার আহ্বায়ক জহুরুল ইসলাম, প্যানেল মেয়র মুজিবুর রহমান মুজিব, দক্ষিণ জেলা গাউসিয়া কমিটির সহ সভাপতি আলহাজ্ব নেজাবত আলী বাবুল, আলহাজ্ব মোজাফফর আহমদ, কাজী ওবায়দুল হক হক্কানী, মোনাজাত পরিচালনা করেন অধ্যক্ষ মাওলানা শোয়াইব রেজা। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পোপাদিয়া চেয়ারম্যান এস এম জসিম, খরনদ্বীপ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মোকাররম, কধুরখীল চেয়ারম্যান শফিউল আজম শেফু, আলহাজ্ব শেখ সালাহদ্দিন, প্যানেল মেয়র শাহজাদা এস এম মিজান, অধ্যাপক আবুল মনছুর দৌলতী, আলহাজ্ব নুরুল হক চিশতী, সাংবাদিক সেকান্দর আলম বাবর, মাওলানা জয়নুল আবেদীন আলকাদেরী, মাওলানা মহিউদ্দীন আলকাদেরী, এস এম মমতাজুল ইসলাম, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, এস এম ফজলুল কবীর, আলহাজ্ব আলম খান চৌধুরী, আবু সালেহ মুহাম্মদ সাইফুল হক, মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মুহাম্মদ ইব্রাহিম, কাজি এম এ জলীল, আলহাজ্ব আহমদ নবী সওদাগর, শাহাদাত পারভেজ মিথন, ইসমাইল সিকদার, আব্দুল হামিদ, নাজিম উদ্দীন, মুহাম্মদ ওসমান, মুহাম্মদ ফোরকান কাদেরী, জহিরুল ইসলাম, মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান ইমতিয়াজ, মুহাম্মদ শাহজাহান হানিফ, মুহাম্মদ মনসুর আলম, মুহাম্মদ আতাউর রহমান, মুহাম্মদ সৌরভ হোসেন, মুহাম্মদ জাকারিয়া, মুহাম্মদ আবুল হাশেম প্রমুখ। উল্লেখ্য ২১ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে ৬০০ রোগী, ২০০ ব্লাড গ্রুপ নির্ণয়, ২০০ ডায়াবেটিস পরীক্ষা সহ প্রায় ১০০০ রোগীকে চিকিৎসা সেবা এবং ফ্রি ঔষধ প্রদান করা হয়।

গাউসিয়া কমিটি জালালাবাদ ওয়ার্ড

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বায়েজিদ থানাধীন ২নম্বর জালালাবাদ ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে জশনে ঈদে মিলাদুন্নবী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৫ নভেম্বর বটতল বাজার মাজার গেইট চত্বরে ওয়ার্ড শাখার সভাপতি মুহাম্মদ এনামুল হক সওদাগরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার, প্রধান বক্তা ছিলেন অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আলকাদেরী, উদ্বোধক ছিলেন আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান। বিশেষ বক্তা ছিলেন এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার। তকরির করেন আল্লামা সৈয়দ জালাল উদ্দীন আযহারী, ড. মাওলানা আনোয়ার হোসাইন, মাওলানা আতাউর রহমান নঈমী, মাওলানা সৈয়দ আজিজুর রহমান আলকাদেরী, মাওলানা সৈয়দ মুনির উদ্দিন আলকাদেরী, মাওলানা মঈন উদ্দীন কাদেরী, মাওলানা তাহের হাসান সুলতানী। বিশেষ অতিথি ছিলেন আলহাজ্ব মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ সর্দার, সৈয়দ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সর্দার, আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, মাওলানা মুনির উদ্দীন সোহেল, মাওলানা শেখ মুহাম্মদ আরিফুর রহমান। মাওলানা মুহাম্মদ আলী আলকাদেরীর সঞ্চালনায় মাহফিলে অতিথিবৃন্দ ও করোনাকালে কাফন-দাফন নিয়োজিত গাউসিয়া কমিটির জালালাবাদ ওয়ার্ড টিমের কর্মীদের ক্রেস্ট দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব সামশুল আলম, আলহাজ্ব মুহাম্মদ শহীদ উল্লাহ্, খন্দকার ইরশাদুল আলম হিরা, মুহাম্মদ ইসহাক, আলহাজ্ব মুহাম্মদ মোসলেম উদ্দিন প্রমুখ।

রাঙ্গুনিয়া ঢেমিরছড়া গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রাঙ্গুনিয়া উপজেলার বেতাগী ঢেমিরছড়া ইউনিট শাখার ব্যবস্থাপনায় গত ১৮ অক্টোবর ১ রবিউল আউয়াল হতে ১২ রবিউল আউয়াল পর্যন্ত ১২ দিন ব্যাপি ঈদে মিলাদুন্নবী মাহফিল ও খতমে গাউসিয়া শরীফ ঢেমিরছড়া এলাকায় ৫টি মসজিদ ও গাউসিয়া কমিটির বিভিন্ন দায়িত্বশীলদের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গুনিয়া বেতাগী রহমানিয়া জামেউল উলুম মাদরাসার মুদাররিস মাওলানা মুহাম্মদ আলী নঈমী, মাওলানা রফিকুল ইসলাম নঈমী, মাওলানা জামাল হোসাইন, মাওলানা আরিফুল ইসলাম রাশেদ, মাওলানা আজিম উদ্দিন, মাওলানা শাহ্ আলম, মাওলানা ইলিয়াছ করিম, মাওলানা মোস্তফা কামাল, মাওলানা হাফেজ বশির আহমদ, অধ্যাপক ইশতিয়াক রেযা, হাজী আবু তাহের, ডা. আলী জাহান, আব্দুল লতিফ, হাফেজ মমতাজ, ছাত্রসেনার সভাপতি মুহাম্মদ ইমরান, সাধারণ সম্পাদক রমজান আলী, মুহাম্মদ সিরাজুল মোস্তফা, মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, মুহাম্মদ শাহেদুল আলম, মনির আহমদ ও নঈমুল হক।

বাঁশখালি উপজেলা গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বাঁশখালী উপজেলা (দক্ষিণ) শাখার ব্যবস্থাপনায়,আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সহযোগিতায় পবিত্র জসনে জুলুছে ইদে মিলাদুন্নবী উদযাপন উপলক্ষে গত ২৭ অক্টোবর বিশাল র‌্যালি বের হয়। র‌্যালিটি হারুন বাজার, মিয়ার বাজার হয়ে উপজেলা সদরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে তাহেরিয়া সাবেরিয়া নুরুল উলুম হোসাইনিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা ময়দানে এসে আলোচনা সভা, মিলাদ কিয়াম, দোয়া-মুনাজাত ও তাবারুক বিতরনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। গাউসিয়া কমিটি বাশঁখালী দক্ষিণের সভাপতি মুহাম্মদ আবু বকর সিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলে উদ্বোধক ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর প্রেসিডিয়াম সদস্য পীর জগলুল শাহ। প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার, প্রধান আলোচক ছিলেন মাওলানা আবুল কালাম বয়ানী। বিশেষ অতিথি ছিলেন দক্ষিণ জেলা গাউসিয়া কমিটির সেক্রেটারি হাবিব উল্লাহ মাষ্টার, মাওলানা হাফেজ আহমদ, অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম আশরাফী, অধ্যক্ষ মাওলানা জমির উদ্দীন নেছারী, কাজী শাকের আহমদ চৌধুরী। আরো উপস্থিত ছিলেন নেজাবত আলী বাবুল, মাওলানা আব্দুর রহমান রেজভী, মুহাদ্দীস মাওলানা আনোয়ার, মাওলানা আশেকুর রহমান আল-কাদেরী,মোহাম্মদ হোসেন কাদেরী , জাহাঙ্গীর আলম রেজভী, সাহাব-উদ্দীন, মাওলানা এহসান, আব্দুল করিম জেহাদী, শাহ আলম, শামসুল আলম, আব্দুর রহিম বক্স, আনোয়ার মোজাদ্দেদী, শহিদুল ইসলাম, আবুল বশর সিকদার, নুরুল হক সিকদার, মোজাম্মেল হক সহ গাউসিয়া কমিটি, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ও বিভিন্ন দরবারের প্রতিনিধিবৃন্দ।

পাহাড়তলী থানা শাখা গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানা শাখার উদ্যোগে ঈদে মিলাদুন্নবী মাহফিল গত ৯ নভেম্বর সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্ব ইদ্রিস মুহাম্মদ নুরুল হুদা'র সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় হাজী আবদুল আলী জামে মসিজদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন মুহাম্মদ শাহজাহান, মুহাম্মদ ফেরদৌস মিয়া, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল খালেক, হাজী মুহাম্মদ ইউসুপ আলী, হাফেজ মাওলানা আবদুল হালিম, মুহাম্মদ সাহাবউদ্দিন, কাজী রবিউল হোসেন রানা, মুহাম্মদ জয়নাল, মুহাম্মদ নাঈমুল হাসান তানভীর প্রমুখ। বক্তারা বলেন, বাক স্বাধীনতার নামে মহানবীর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করে ফ্রান্স সরকার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। ফ্রান্স সরকারকে বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। ফ্রান্সের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থগিত করার দাবি জানান বক্তারা।

রাউজান পূর্ব সওদাগর পাড়া ইউনিট শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রাউজান উপজেলার বাগোয়ান পূর্ব সওদাগর পাড়া ইউনিট শাখার ব্যবস্থাপনায় পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী মাহফিল গত ২৯ অক্টোবর পূর্ব সওদাগর পাড়া তৈয়বিয়া খানকা শরীফে মুহাম্মদ ইকবালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন গশ্চি হাঁচি ফকির দাখিল মাদরাসার মুদাররিস মাওলানা ইলিয়াছ করিম, বিশেষ বক্তা ছিলেন বেতাগী রহমানিয়া জামেউল উলুম মাদরাসার মুদাররিস মাওলানা আরিফুর রহমান রাশেদ, মাওলানা রিদ্‌ওয়ান কাদেরি, মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন ও জিয়াউল হোসেন প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি বাকলিয়া থানায় ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বাকলিয়া থানা শাখার উদ্যোগে মহানগর ঘোষিত পবিত্র ঈদ-এ মিলাদুন্নবী উপলক্ষে ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আলোচনা সভা গত ১৫ অক্টোবর স্থানীয় সিলভার প্যালেস কমিউনিটি সেন্টারে থানা গাউসিয়া কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আলহাজ্ব নুরুল আকতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচনায় অংশ নেন আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবু তাহের, আলহাজ্ব আমিনুল হক চৌধুরী, আলহাজ্ব জয়নুল আবেদীন, আলহাজ্ব জামাল উদ্দিন সুরুজ, জানে আলম জানু, আব্দুল করিম সেলিম, সাব্বির আহমদ, আইয়ুব আলী, মোঃ হাসান, আব্দুল কাদের রুবেল, হাবিব মনসুর, মোঃ মহসিন, আহমদ রেজা রুকু পাঠান, মোঃ হেলাল উদ্দিন, নাসির উদ্দিন, মোঃ নাসির, ফরিদুল আলম প্রমুখ। বিচারকমন্ডলীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা এমদাদুল ইসলাম কাদেরী, মাওলানা হাফেজ আবু সায়েম মুহাম্মদ কাইয়ুম, হাফেজ আব্দুল লতিফ। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, অপ সংস্কৃতি প্রতিরোধে ব্যাপকভাবে ইসলামি সাংস্কৃতির চর্চায় যুব ও ছাত্র সমাজ নৈতিক চরিত্র ও আদর্শিক নাগরিক গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন।

ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশা করে মহানবীর অবমাননার প্রতিবাদে গাউসিয়া কমিটির মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল

ফ্রান্সের সাথে মুসলিম বিশ্বের কুটনৈতিক সম্পর্ক বন্ধ করুন, পণ্য বর্জন করুন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পরিষদের উদ্যোগে গত ৯ অক্টোবর বিকাল ৩টায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব চত্বরে ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের প্রতিবাদে আয়োজিত মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল পূর্ব প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা বলেন মাবতার মুক্তিদূত মহানবী হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে ইহুদী-নাসারা ও নাস্তিক্যবাদীদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, বাক স্বাধীনতার নামে মহানবীর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করে ফ্রান্স সরকার ও কার্টুন সাময়িকী শার্লি এ্যবদো ক্ষমার অযোগ্য ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। ফ্রান্সে অতীতেও এ ধরণের ধৃষ্টতা দেখিয়ে পার পেয়ে যাওয়ায় হীন এ কাজটি বারবার করে যাচ্ছে। এবার তাদের আর ছেড়ে দেয়া যাবেনা। ফ্রান্স সরকারকে বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। আজীবনের জন্য শার্লি এ্যবদো সাময়িকীটি নিষিদ্ধ করতে হবে। কার্টুনিস্ট ও সম্পাদককে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনারের সভাপতিত্বে যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ অছিয়র রহমান, কেন্দ্রীয় মহাসচিব শাহজাদ ইবনে দিদার, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুব এলাহী শিকদার, দক্ষিণ জেলার সভাপতি কামরুদ্দিন সবুর, মাদ্রাসা এ তৈয়বিয়া ইসলামিয় ফাজিলের অধ্যক্ষ আল্লামা বদিউল আলম রিজভী, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি আল্লামা নুর মোহাম্মদ আলকাদেরী, উত্তর জেলার সি. সহসভাপতি মাওলানা ইয়াছিন হোসাইন হায়দরী, সাধারণ সম্পাদক এড. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক মাস্টার হাবীব উল্লাহ, কেন্দ্রীয় মিডিয়া সেল প্রধান অধ্যক্ষ আবু তালেব বেলাল, সদস্য এরশাদ খতিবী, উত্তর জেলার প্রচার সম্পাদক আহসান হাবীব চৌধুরী হাসান, চান্দগাঁও থানার সাধারণ সম্পাদক ও করোনাকালীন সেবা কার্যক্রম এর সদস্য অলহাজ্ব মাওলানা আবদুল্লাহ প্রমূখ। মানববন্ধন শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল

প্রেসক্লাব হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে লালদিঘি চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বাংলাদেশ

ফ্রান্সে মহানবীর ব্যঙ্গচিত্র কার্টুন প্রকাশের প্রতিবাদে গত ৭ নভেম্বর ঢাকা বায়তুল মোকাররমে বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ ও গণমিছিল করেছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ।

ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা থেকে নবীপ্রেমিক সুন্নী জনতা ফ্রান্স বিরোধী গণমিছিলে অংশ নিতে সকাল থেকেই বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেইটে জমায়েত হয়। ফ্রান্স বিরোধী ফেস্টুন ও কালেমা খচিত ব্যানার নিয়ে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে নবীপ্রেমিক মুসলমানরা বায়তুল মোকাররম এলাকায় অবস্থান নেন।

বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর গেইটে গণমিছিল পূর্ব বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ফ্রান্স সরকার মহানবীর শানে বেয়াদবি করে বিশ্বে সাম্প্রদায়িক জঙ্গিরাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, নবীর অবমাননার প্রতিবাদে অবিলম্বে জাতীয় সংসদে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব পাশ করে ঈমানী পরীক্ষা দিন। ফ্রান্সের পণ্য বর্জনের মাধ্যমে নবীর প্রতি ভালোবাসা দেখাতে হবে। ৯০% মুসলমানের দেশে নাস্তিক-মুরতাদদের ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না। আহলে সুন্নাতের চেয়ারম্যান শাইখুল হাদিস আল্লামা কাজী মঈনুদ্দিন আশরাফীর সভাপতিত্বে ও নির্বাহী মহাসচিব আল্লামা মুফতি আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হকের সঞ্চালনায় এই কর্মসূচী পালন করে সংগঠনটি। সমাবেশ থেকে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শানে অবমাননার জন্য ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাখোঁকে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থণার আহ্বান জানানো হয়, না হলে প্রতিবাদে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশে ফ্রান্সের দূতাবাস বন্ধ করে দেয়ার দাবি জানানো হয়।

আহলে সুন্নাতের চেয়ারম্যান শাইখুল হাদিস আল্লামা কাজী মঈনুদ্দিন আশরাফী বলেন, প্রাণাধিক প্রিয় নবীর অপমান কোন মুসলমান সইবে না। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ও ফ্রান্সের পত্রিকা শার্লি হ্যাবদোকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। সংসদে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব পাশ করতে হবে। ফরাসি পণ্য বর্জন করতে হবে। ধর্ম অবমাননার দায়ে ফ্রান্স সরকারে বিরুদ্ধে জাতিসংঘে নিন্দা প্রস্তাব আনতে হবে। একই সঙ্গে ফ্রান্সের মুসলমানদের উপর দমন-পীড়ন বন্ধ করে মসজিদসমূহ খুলে দিতে হবে।

এসময় আরো বক্তব্য রাখেন, আহলে সুন্নাতের নির্বাহী চেয়ারম্যান আল্লামা আব্দুল বারী জেহাদী, মহাসচিব আল্লামা সৈয়দ মসিহুদ্দৌল্লা, আল্লামা এম.এ.মতিন, স.উ.ম আব্দুস সামাদ, আহলে সুন্নাতের মুখপাত্র অ্যাডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, হাফেজ কাজী আব্দুল আলিম রেজভী, ড.হাফেজ হাফিজুর রহমান, ড. এ.কে.এম. মাহবুবুর রহমান, প্রিন্সিপাল ড. আফজাল হোসাইন, সৈয়দ মুজাফফর আহমদ, গাউসিয়া কমিটি ঢাকা মহানগর সভাপতি আব্দুল মালেক বুলবুল, পীরে তরিকত মোহাম্মদ আলী পেশওয়ারী, মুফতি মাহমুদুল হাসান আল-কাদেরী, মুফতি জসিম উদ্দিন আল আযহারী, হাফেজ মাওলানা মনিরুজ্জামান আল-কাদেরী, মোবারক হোসেন ফরায়েজী, মাওলানা ইসমাঈল নোমানী, আলহাজ্জ মোহাম্মদ শাহআলম, অ্যাডভোকেট দেলওয়ার হোসেন পাটোয়ারী আশরাফী, ড. এম.এ.আউয়াল, পীরে তরিকত ওয়ালি উল্লাহ আশেকী, মাওঃ শাহ জালাল উদ্দিন আখঞ্জী, শাহ জালাল আল-কাদেরী, গোলাম মাহমুদ ভূইয়া মানিক, মুফতি গিয়াস উদ্দিন তাহেরী, মুফতি এহসানুল হক মুজাদ্দেদী, মুহাম্মদ আব্দুল হাকিম, অ্যাডভোকেট হেলাল উদ্দিন, জিএম শাহাদাত হোসাইন মানিক, লোকমান হোসেন মিয়াজী, মাওলানা ফখরুজ্জামান খান প্রমুখ।

সমাবেশ শেষে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে আহলে সুন্নাতের চেয়ারম্যান শাইখুল হাদিস আল্লামা কাজী মঈনুদ্দিন আশরাফীর নেতৃত্বে গণমিছিল বের করা হয়।

চট্টগ্রামে আহলে সুন্নাতের গণজমায়েত ও বিক্ষোভ মিছিল

বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রতি অবমাননাকর কল্পিত ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনের প্রতিবাদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআ'ত বাংলাদেশ চট্টগ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত গণজমায়েত ও বিক্ষোভ মিছিলে বিশ্বব্যাপী ফ্রান্স বয়কটের ডাক দেয়া হয়েছে। গত ১৩ নভেম্বর চট্টগ্রামের জমিয়তুল ফালা হজাতীয় মসজিদ চত্বরে গণজমায়েত ও বিক্ষোভ মিছিলে বক্তারা এ ডাক দেন। বক্তারা বলেন- রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের ঈমানের মূলে ভিত্তি। বিশ্ব মুসলিমের কাছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'কে নিজ প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় উল্লেখ করে

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমন্যুয়েল ম্যাক্রো বাক স্বাধীনতার নামে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কল্পিত ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনকে সমর্থন দিয়ে মুসলমানদের অন্তরে উত্তেজনার পারদ ঢেলে দিয়েছেন মর্মে তারা অভিযোগ করেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআ'ত বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগরের সভাপতি আল্লামা নূর মোহাম্মদ আল-কাদেরির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গণজমায়েতে প্রধান অতিথি ছিলেন আহলে সুন্নাত কেন্দ্রিয় কো-চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ আল্লামা সৈয়দ অছিউর রহমান। গণ-জমায়েতে উদ্বোধক ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনার। বক্তব্য রাখেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআ'ত বাংলাদেশ স্থায়ী কমিটির সদস্য আল্লামা এম. এ. মান্নান, আল্লামা এম. এ. মতিন, স.উ.ম. আব্দুস সামাদ, মুখপাত্র এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, প্রেসিডিয়াম সদস্য মুহাদ্দিস হাফেজ সোলাইমান আনছারী, মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেজ আশরাফুজ্জামান আল কাদেরি, অধ্যক্ষ মাওলানা হারুনুর রশিদ চৌধুরী, সৈয়দ মোজাফফর আহমদ মুজাদ্দেদী, অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম রেজভী, উপাধ্যক্ষ মাওলানা জসিম উদ্দীন আলকাদেরী। মাওলানা মুহাম্মদ দস্তগীর আলম ও আলীশাহ নেসারীর সঞ্চালনায় সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন- অধ্যক্ষ মাওলানা জামেউল আখতার আশরাফী, পীরে ত্বরীকত মাওলানা কাযী মুহাম্মদ ছাদেকুর রহমান হাশেমী, মাওলানা আনিসুজ্জামান আলকাদেরী, অধ্যক্ষ ইসমাইল নোমানী, এডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, এড. মোখতার আহমদ সিদ্দিকি, অধ্যক্ষ আবু তালেব বেলাল, সৈয়দ আবদুল মান্নান, কাজী শাকের আহমদ, আবু নাছের মুহাম্মদ তৈয়ব আলী, মুহাম্মদ এরশাদ খতিবী, মিডিয়া সমন্বয়ক মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, আবদুন নবী আল কাদেরী, ইউনুস তৈয়বী, সৈয়দ আবু আজম, ইসমাইল প্রমূখ।

বক্তারা বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ, জাতিসংঘে নিন্দা প্রস্তাব পাশের মাধ্যমে বিশ্ব মুসলমানদের ঈমানী চেতনা সংরক্ষণে ও.আই.সি, আরবলীগের মাধ্যমে বিশ্বমুসলিম নেতৃত্ব সুসংহত করণে সমন্বয়কের দায়িত্ব নেওয়ার জন্যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহবান জানানো হয়।

গাউসিয়া কমিটির তৎপরতা

জামেয়া জুলুস ময়দানে গাউসিয়া কমিটির দাওয়াতে খায়র মাহফিল

পবিত্র জশনে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের ৩ দিন ব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার জুলুছ ময়দানে গত ২৯ অক্টোবর বিকেল ৩টা থেকে অনুষ্ঠিত গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের 'দাওয়াতে খায়র' মাহফিলে বিষয় ভিত্তিক আলোচনায় মুয়াল্লিমগণ নবীজির আনুগত্য ও অনুসরণের উপর জোর তাগিদ দিয়ে বলেন, সত্য ও কল্যাণের পথে মানুষকে আহ্বানই ছিলো নবীজির সমগ্র জীবনের প্রধান ব্রত। গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ দাওয়াতে খায়র মাহফিলে অতিথি ছিলেন মহাসচিব আলহাজ্ব শাহজাদ ইবনে দিদার, যুগ্ম মহাসচিব এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতেয়ার, সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মাহবুব এলাহি শিকদার, অর্থ-সম্পাদক আলহাজ্ব কমর উদ্দিন সবুর। দাওয়াতে খায়র কেন্দ্রীয় মুয়াল্লিম মওলানা ইমরান হাসান ক্বাদেরির সঞ্চালনায় মাহফিলে আলোচনা ও দরস পেশ করেন আনজুমান রিসার্চ সেন্টারের মহাপরিচালক আল্লামা এম.এ. মান্নান, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অসিয়র রহমান, শায়খুল হাদিস আল্লামা হাফেজ সোলায়মান আনসারী, প্রধান ফকিহ আল্লামা মুফতি কাজী আব্দুল ওয়াজেদ, মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেজ আশরাফুজ্জামান আল ক্বাদেরি, ঢাকা মোহাম্মদপুর কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আল্লামা আব্দুল আলিম রিজভী, হালিশর মাদ্রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা বদিউল আলম রিজভী, জামেয়ার উপাধ্যক্ষ ড. মওলানা আ.ত.ম লিয়াকত আলী, প্রভাষক মাওলানা হাফেজ আনিসুজ্জামান, প্রভাষক মওলানা হামেদ রেজা নঈমী, হালিশহর তৈয়্যবিয়া মাদ্রাসার প্রভাষক মওলানা মোহাম্মদ ইউনুস তৈয়বী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদ্রাসার প্রভাষক মওলানা কাসেম রেজা নঈমী, লালিয়ার হাট হোসাইনিয়া হামিদিয়া মাদ্রাসার প্রভাষক মওলানা মোহাম্মদ সোহাইল আনসারী, জামেয়ার প্রাক্তন ছাত্র মওলানা ইমরান হোসাইন শিকদার কাদেরি প্রমুখ।

রাঙ্গামাটি রাজস্থলী উপজেলায় মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন

রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলায় পবিত্র জশনে জুলুছে ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে র‌্যালি ও আজিমুশ্শান মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিল শেষে রাজস্থলী উপজেলার তালুকদার পাড়ায় তৈয়্যবিয়া সুন্নিয়া মাদরাসার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি জেলা গাউসিয়া কমিটির সদস্য সচিব মুহাম্মদ আবু সৈয়দ, সদস্য মাওলানা শফিউল আলম আলকাদেরী, সদস্য হাজী মুহাম্মদ আব্দুল করিম খান, হাজী মুহাম্মদ জসীম উদ্দিন, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মুহাম্মদ আখতার হোসেন চৌধুরী, মাওলানা সুলতান মাহমুদ কাদেরী ও রাজস্থলী উপজেলা গাউসিয়া কমিটির নেতৃবৃন্দ। রাঙ্গামাটি জেলা গাউসিয়া কমিটির পক্ষ থেকে সদস্য সচিব মুহাম্মদ আবু সৈয়দ ব্যক্তিগতভাবে দশ হাজার টাকাসহ মাদরাসা নির্মাণের জন্য মোট পঞ্চাশ হাজার টাকার আর্থিক সহয়তা প্রদান করেন।

ওয়াজের আলী রোড শাখার কাউন্সিল সম্পন্ন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ১৯নং দক্ষিণ বাকলিয়া ওয়ার্ড আওতাধীন ওয়াজের আলী রোড শাখার উদ্যোগে পবিত্র ঈদ-এ মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন ও কাউন্সিল ওয়াজের আলী সওদাগর এবাদতখানায়১৩ নভেম্বর (শুক্রবার) বাদে মাগরিব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে আলোচনা সভা ও খতমে গাউসিয়া শরীফ আদায় করা হয়। দ্বিতীয় অধীবেশন ওয়ার্ড গাউসিয়া কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।এতে প্রধান অতিথি ছিলেন খান বাহাদুর মিয়াখান সওদাগর জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মোজাম্মেল হক হাশেমী। বিশেষ অতিথি ছিলেন খান বাহাদুর মিয়াখান সওদাগর জামে মসজিদের মতোয়াল্লী সাইদুল আজম খান মিতু, উপদেষ্টা আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিদ্দিক, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আলাউদ্দিন, আলহাজ্ব ছাবের আহমদ জাহাঙ্গীর, আলহাজ্ব আজিম উদ্দীন, আলহাজ্ব মাহমুদুল হক, শেখ রফিউদ্দিন আহমেদ, মুহাম্মদ বশির, আলহাজ্ব মুহাম্মদ জাফর, মাওলানা সৈয়দ আনসারী, ওয়ার্ড গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আবদুল করিম সেলিম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ নুর হোসেন কোম্পানি, প্রচার সম্পাদক রফিকুল ইসলাম।পরে শেখ ইকরাম উদ্দিন রুম্মনকে সভাপতি, মাওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীনকে সিনিয়র সহ-সভাপতি, মুহাম্মদ খালেদ হোসেন, তৌকির আহমেদ, শেখ ইমতিয়াজ উদ্দিন ইমুকে সহ-সভাপতি, আলহাজ্ব মুহাম্মদ হামিদকে সাধারণ সম্পাদক, নজরুল ইসলাম বাবুলকে সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ এনায়েত হোসেন অনিকে অর্থ সম্পাদক করে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করা হয়।

পাহাড়তলী ১২নং ওয়ার্ড শাখার দাওয়াতে খায়র মাহফিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ১২নং ওয়ার্ড শাখার মাসিক সভা ও দাওয়াতে খায়র মাহফিল সংগঠণের সিনিয়র সহ সভাপতি মুহাম্মদ মাসুদ মিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাজী মুহাম্মদ ইউছুপ আলীর সঞ্চালনায় ভেলুয়ার দিঘী শাহী জামে মসজিদের ২য় তলায় অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন ১২নং ওয়ার্ড শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ শাহাব উদ্দীন, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, পাহাড়তলী বাজার ষ্টেশন রোড ইউনিট শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ আজিজুল হক ভুট্টু প্রমুখ। দাওয়াতে খায়র বিষয়ে আলোচনা করেন ভেলুয়ার দিঘী শাহী জামে মসজিদের খতিব আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুখতার আহমেদ আল-ক্বাদেরি।

পাহাড়তলী থানা শাখার ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানা শাখার উদ্যোগে ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা গত ১৫ অক্টোবর গাউসিয়া তৈয়বিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্ব ইদ্রিস মুহাম্মদ নুরুল হুদা। প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় দাওয়াতে খায়র সচিব আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান হাসান আলকাদেরী। উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন, মুহাম্মদ জহুরুল আলম, মুহাম্মদ আইয়ুব, মুহাম্মদ ফেরদৌস মিয়া, মুহাম্মদ আলাউদ্দিন খান, আলহাজ্ব সিরাজ উদ্দিন চৌধুরী, কাজী মুহাম্মদ আবদুল হাফেজ, মুহাম্মদ মফিজুর রহমান, নুরুল ইসলাম সওদাগর, মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন, হাফেজ মাওলানা আবদুল হালিম, কাজী রবিউল হোসাইন রানা, মুহাম্মদ মাসুদ মিয়া, নাঈমুল হাসান তানভীর, কে.এম নুরুদ্দিন চৌধুরী, মুহাম্মদ সাহাবুদ্দিন,

মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন সওদাগর, মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, মুহাম্মদ আকবর মিয়া, ডা. জসিম উদ্দিন, মুহাম্মদ ফজলুল হক ফারুক প্রমুখ।

গশ্চি জামে মসজিদ ইউনিট শাখার দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ১৪নং বাগোয়ান ইউনিয়ন শাখার আওতাধীন গশ্চি জামে মসজিদ ইউনিট শাখার দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল ২৩ অক্টোবর গশ্চি জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি মুহাম্মদ ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশনে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ নওশাদ হোসেন ও প্রতিবেদন পাঠ করেন দপ্তর সম্পাদক তাজিন মাবুদ ইমন। গাউসিয়া কমিটি ১৪নং বাগোয়ান ইউনিয়ন শাখার সহ-সভাপতি মুহাম্মদ আইয়ুব মাষ্টার এর সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল রোমানের সঞ্চালনায় দ্বিতীয় অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ রাউজান গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হানিফ,গাউসিয়া কমিটি ১৪নং বাগোয়ান ইউনিয়ন শাখার সহ সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল আরেফিন চৌধূরী,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল রোমান,সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ নওশাদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন ১৪নং বাগোয়ান ইউনিয়ন শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসমাঈল, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ সেলিম,প্রমুখ।

শেষে সর্বসম্মতিক্রমে মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন কে সভাপতি ও তাজিন মাবুদ ইমন কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ড আওতাধীন বিভিন্ন ইউনিট নবায়ন

বার আউলিয়া আবাসিক ইউনিট

গাউসিয়া কমিটি ১৭নং ওয়ার্ড শাখার আওতাধীন বার আউলিয়া আবাসিক ইউনিট নবায়নকল্পে এক সভা গত ১৭ অক্টোবর হাজী নুরুল আছফারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মুহাম্মদ আমিনুল হক চৌধুরী, বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত ওয়ার্ড সেক্রেটারি মুহাম্মদ জানে আলম জানু, মুহাম্মদ আবুল কালাম আবু, আবদুল কাদের রুবেল, মুহাম্মদ মহসিন, মিমতোয়া মসজিদ ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন, মুহাম্মদ ওসমান গণি, মুহাম্মদ ইউনুচ। মুহাম্মদ আমিনকে সভাপতি, মুহাম্মদ ফারুককে সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ মুমিনকে সাংগঠনিক সম্পাদক, মুহাম্মদ মামুন ও মুহাম্মদ বদি আলমকে উপদেষ্টা করে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

মকবুল কামাল জামে মসজিদ ইউনিটের অভিষেক

গাউসিয়া কমিটি ১৭নং ওয়ার্ড আওতাধীন বাকলিয়া ডি.সি. রোড কালাম কলোনী সংলগ্ন মকবুল কামাল জামে মসজিদ ইউনিট কমিটির অভিষেক মুহাম্মদ আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সমাজসেবক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, বক্তব্য রাখেন মাওলানা আহমদ উল্লাহ্ ফোরকান আলকাদেরী, প্রধান বক্তা ছিলেন ওয়ার্ড ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ আমিনুল হক চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি মুহাম্মদ জানে আলম জানু, নুরুল আবছার, আবদুল কাদের রুবেল, মুহাম্মদ ইউনুছ, রাসেল, এডভোকেট জসিম উদ্দিন, শাহজাহান বাদশা। উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ রিয়াদ, নাসির উদ্দিন, নাজমুল হক বাচ্চু, মুহাম্মদ মনসুর, মুহাম্মদ কায়ছার, মুহাম্মদ মুছা আলম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ দেলোয়ার।

শিশু কবরস্থান ইউনিট গঠন

গাউসিয়া কমিটি ১৭নং ওয়ার্ড আওতাধীন শিশু কবরস্থান ইউনিট শাখার সভা গত ২৮ অক্টোবর মুহাম্মদ আমিনুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। মুহাম্মদ জানে আলম জানুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আলহাজ্ব মোহাম্মদ হোসেন, বক্তব্য রাখেন আবুল কালাম বাবু, আবদুল কাদের রুবেল, ওসমান গণী, মুহাম্মদ রাসেল, মুহাম্মদ ইউনুছ, আরো উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ রানা, মুহাম্মদ মামুন, মুহাম্মদ আজিজ, মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা প্রমুখ। মুহাম্মদ রফিককে সভাপতি ও মুহাম্মদ নুরুন্নবীকে সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ সাদ্দামকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৪৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

আরামবাগ ইউনিটের মাহফিল

গাউসিয়া কমিটি ১৭নম্বর ওয়ার্ড আওতাধীন আরামবাগ ইউনিট শাখার ব্যবস্থাপনায় গত ২৭ অক্টোবর মুহাম্মদ ইদ্রিছ বাবুর্চির সভাপতিত্বে বাকলিয়া ল্যাবরেটরী স্কুল মাঠে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ওয়ার্ড শাখার ভারপ্রাপ্ত

সভাপতি হাজী আমিনুল হক চৌধুরী, প্রধান বক্তা ছিলেন মাওলানা আবুল কালাম বয়ানী, মাওলানা সিরাজুল মোস্তফা ছিদ্দিকী, কায়ছার হামিদ, আসিফ, জানে আলম, সোহেল, রুবেল প্রমুখ।

১৭নং ওয়ার্ড শাখার মাহফিল

গাউসিয়া কমিটি ১৭নং ওয়ার্ড শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাজী আমিনুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে মুহাম্মদ জানে আলম জানুর সঞ্চালনায় পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মাওলানা আব্দুস সাত্তার। উপস্থিত ছিলেন আবদুন নুর, আবদুল হাকিম, আবুল কালাম আবু, মুহাম্মদ ইউনুচ, মুজিবুর রহমান, মোরশেদুল আলম, সেকান্দর, মুহাম্মদ ওসমান গণি, মুহাম্মদ আবদুর রহমান, মুহাম্মদ দেলোয়ার, গোলাম মোস্তফা, নুরুন নবী নয়ন, আবদুল কাদের রুবেল, মুহাম্মদ ফারুক, মুহাম্মদ নাছির, মুহাম্মদ শাহজাহান বাদশাহ্, সাজ্জাদ হোসেন ও মুহাম্মদ মামুন প্রমুখ।

পটিয়া ছনহরা ওয়ার্ড শাখার কাউন্সিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া উপজেলার উত্তর ছনহরা ওয়ার্ড শাখার উদ্যেগে খানকা-এ-কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়ায় পবিত্র ঈদে- মিলাদুন্নবী ও উত্তর ছনহরা ওয়ার্ড শাখার কাউন্সিল ২৯ অক্টোবর খন্দকার হাসান মুরাদ এর সঞ্চালনায় আবু তাহেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান আলোচক ছিলেন মাওলানা আহমদ নুর আল-কাদেরী, বিশেষ আলোচক ছিলেন মাওলানা ফরিদুল আলম, মাওলানা বদিউল রহমান। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শামসুল আলম খন্দকার, বিশেষ অতিথি ছিলেন মুহাম্মদ জাফর আলী, আব্দুল খালেক (সও), জসিম উদ্দীন, জমির উদ্দীন, জয়নুল আবেদিন, নুর মুহাম্মদ সিকদার বদি, শহিদুল আলম সিকদার, ছৈয়দ হোসেন মুন্সি, নুরুল হক সিকদার, আহমদ নুর সিকদার, আব্দুল আলিম, ডাঃ কামাল উদ্দীন, শামসুল আলম, দিল মুহাম্মদ, আব্দুল শুক্কুর, জুয়েল, আলমগীর, মুহাম্মদ ছৈয়দ প্রমুখ।

কাজীপাড়া ইউনিট শাখা

গাউছিয়া কমিটি বাংলাদেশ রাউজান সুলতানপুর কাজীপাড়া ইউনিটের ব্যবস্থাপনায় পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী ও অত্র শাখার অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউছিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম উত্তর জেলার প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আলহাজ্ব আহসান হাবীব চৌধুরী হাসান বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউছিয়া কমিটি বাংলাদেশ সুলতানপুর দক্ষিণ ইউনিয়ন শাখার সভাপতি আলহাজ্ব নুরুল আমিন ও সাধারন সম্পাদক মাওলানা জসিম উদ্দিন। আলোচক ছিলেন মাওলানা ইফতিখার ইমাম আলকাদেরী ও শাখার দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ নাজিম উদ্দীন। সভাপতিত্ব করেন অত্র শাখার সভাপতি আলহাজ্ব নুরুল আলম। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন মোমেন, শরীফ, ওছমান, রুহুল আমিন, আলী রিদোয়ান, বোরহান, রায়হান, জামাল, ফরহাদ, মোস্তাফা সিরাজী, নয়ন, সৌরভ, ওবায়দুল কাদের, জীবন, আকাশ, রহিম, কদরুল হেলাল প্রমুখ।

বিভিন্ন স্থানে আ'লা হযরত (রহ.)'র ওফাতবার্ষিকী স্মারক আলোচনা

ইয়েমেনে আন্তর্জাতিক আ'লা হযরত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

আরব রাষ্ট্র ইয়েমেনে হাদরামাউত অঞ্চলের তারীমস্থ বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী শিক্ষা ও তাসাউফ শিক্ষা কেন্দ্র দারুল মোস্তফার মিলনায়তনে 'আশেকানে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান (রহ.) পরিষদ- এর ব্যবস্থাপনায় গত ১২ অক্টোবর আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন (রহ.) এর ১০২তম ওফাতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রায় ৩০টি রাষ্ট্রের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আন্তর্জাতিক আ'লা হযরত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত কনফারেন্সে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন- আওলাদে রাসূল ইয়েমেনের অন্যতম স্কলার আল্লামা শায়খ হাবিব মুসা কাজেম বিন জাফর আস্-সাগ্গাফ, আওলাদে রাসূল, দারুল মোস্তফার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক আল্লামা শায়খ হাবিব আব্দুর রহমান বিন আলী মাশহুর, আওলাদে রাসূল, আল্লামা শায়খ হাবিব তাহের আল-আত্তাস ও দারুল মোস্তফার সিনিয়র উস্তাদ আল্লামা শায়খ মুখতার।

কনফারেন্সে আ'লা হযরত এর জীবন কর্মের উপর মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন দারুল মোস্তফার শিক্ষক উস্তাদ আব্দুল আজিজ বিন আহমদ মাসউদী। আ'লা হযরতের বিভিন্ন কাসিদা থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও নির্বাচিত অংশ উর্দুতে পরিবেশন করে আবরিতে অনুবাদ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশী ছাত্র চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া ও ঢাকা কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদরাসার সাবেক শিক্ষার্থী মুহাম্মাদ মুহিব্বুল্লাহ সিদ্দিকী। তা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন- দারুল মোস্তফার তানফিজী বিভাগের পরিচালক সাইয়্যেদ হাবিব

আলী বিন আব্দুল্লাহ, সাইয়্যেদ হাবিব ওমর বিন আব্দুর রহমান, সিনিয়র উস্তাদ শায়খ আব্দুল্লাহ আলী, শায়খ ওমর আব্দুর রহমান আল-খাতীব, শায়খ সাইয়্যেদ মুতাহহির আস-সাগ্গাপ, হানাফী ফিকহের প্রধান উস্তাদ শায়খ ওসমান রমাদান, মালেকী ফিকহের শিক্ষক শায়খ ইবরাহীম সূদানী, ইলমুল কির'আতের শিক্ষক উস্তাদ মোস্তফা, উস্তাদ ত্বহা, উস্তাদ আওয়াদ বাখামিস, উস্তাদ আহমদ, এডমিন বিভাগের পরিচালক উস্তাদ আব্দুল কাদের গিলানী প্রমূখ।

কনফারেন্সে সঞ্চালনা করেন দারুল মোস্তফার শিক্ষক সাইয়্যেদ আহমদ নিজার। কনফারেন্স শেষে আখেরী দোয়া পরিচালনা করেন আওলাদে রাসূল ও তারীম শহরের অন্যতম মুরব্বী হাবিব আলীল হাদ্দাদ।

উক্ত কনফারেন্স উপলক্ষে আরবি, ইংরেজি ও ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় আ'লা হযরতের জীবনি প্রকাশিত হয়, এবং আ'লা হযরতের লিখিত কিতাবগুলো থেকে কানজুল ঈমান, ফতোয়ায়ে রেজভীয়াসহ ২০টি কিতাব নিয়ে প্রদর্শনী করা হয়।

আনোয়ারা সদরস্থ ছৈয়দিয়া তৈয়বিয়া সুন্নিয়া মাদরাসা

আনোয়ারা সদরস্থ ছৈয়্যদিয়া তৈয়বিয়া তাহেরিয়া ছাবেরীয়া সুন্নিয়া মাদরাসা মিলনায়তনে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ আনোয়ারা উপজেলা শাখার ব্যবস্থাপনায় আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত আহমদ রেযা ফাজেলে বেরলভী (রহ.) এর ১০২তম ফাতিহা ও স্মারক আলোচনা গত ১৭ অক্টোবর পীরে তরিকত মাওলানা কাজী মাহমুদুল হক নঈমীর সভাপতিত্বে এবং মাওলানা আহমদ নুর আলকাদেরী ও মাওলানা মোরশেদুল হকের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে উদ্বোধক ছিলেন গাউসিয়া কমিটি আনোয়ারা উপজেলার সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যক্ষ মুহাম্মদ মহিউদ্দীন হাশেমী। প্রধান আলোচক ছিলেন উপাধ্যক্ষ আল্লামা জুলফিকার আলী, মুহাম্মদ খলিলুর রহমান, মাওলানা ফেরদৌসুল আলম খাঁন আলকাদেরী, মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ জিয়া উদ্দিন, আলহাজ্ব মুহাম্মদ রেজাউল হক, মাস্টার মুহাম্মদ আবুল হোসাইন, অধ্যক্ষ ডি.আই.এম. জাহাঙ্গীর আলম, মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম হোসেন, মাওলানা মুজিবুর রহমান, নাছির উদ্দিন সিদ্দিকী, মাস্টার মুহাম্মদ এয়াকুব আলী, মাওলানা নুর মুহাম্মদ আনোয়ারী, হাফেজ মাওলানা আবদুর রহিম, মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল হক চৌধুরী, মাওলানা নঈম উদ্দিন, মাওলানা ফিরোজ মিয়া, মাওলানা এয়ার মোহাম্মদ আনোয়ারী, মাওলানা ইলিয়াছ আলকাদেরী, মাওলানা আবদুল্লাহ্ আল ফয়সাল, মাওলানা দৌলত খাঁন, সৈয়দ মুহাম্মদ নুরুল আবছার, মাওলানা আজিজুর রহমান, মাওলানা আবদুল করিম, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক, শায়ের মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মুহাম্মদ ওবাইদুল হক, মুহাম্মদ আ.ন.ম. নাছির, মুহাম্মদ ফরহাদ রেযা, কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেজ মুহাম্মদ আবু ছৈয়দ, নাতে রাসূল পরিবেশন করেন হাফেজ মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন ও মুহাম্মদ আবদুর রহিম।

গাউসিয়া কমিটি উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ৯নং উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে আ'লা হযরত (রহ.) এর স্মারক আলোচনা ও মাসিক সভা গত ১৬ অক্টোবর বাদ এশা সংগঠনের সহ-সভাপতি মুহাম্মদ ইব্রাহিম ফারুকী সুমনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম সওদাগরের সঞ্চালনায় মাহমুদ খান জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি পাহাড়তলী থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন। বক্তব্য রাখেন পাহাড়তলী থানা শাখার সহ-সভাপতি হাজী নুর মুহাম্মদ সওদাগর, সহ-সভাপতি মুহাম্মদ আলাউদ্দিন খান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন চৌধুরী, সহ-সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হারুন, সদস্য মুহাম্মদ আহমদ ছফা, ৯নং উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ডের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আলমগীর হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ নাঈমুল হাসান তানভীর, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন, সহ-অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ আবু বক্কর সিদ্দিক, সদস্য মুহাম্মদ মুসলিম মিয়া, নোয়াপাড়া ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আতিকুর রহমান হৃদয়, সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হোসেন তৌহিদ, দপ্তর সম্পাদক ডি.এম সাকিব, কৈবল্যধাম ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক ডা. জসিম উদ্দিন, গোলপাহাড় ইউনিটের সভাপতি মুহাম্মদ আলী হোসেন, মুহাম্মদ আমির হাসান, মুহাম্মদ ইসতিয়াক প্রমুখ। মাহফিলে তক্বরীর পেশ করেন মাওলানা মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন আলকাদেরী। মোনাজাত করেন মাহমুদ খান জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন আলকাদেরী।

মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

গাউসিয়া কমিটি নুরুল হক (রহ.) জামে মসজিদ ইউনিট

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কর্ণফুলী থানাধীন তৈয়্যবিয়া মাওলানা নুরুল হক (রহ.) জামে মসজিদ ইউনিট শাখার উদ্যোগে, সংগঠনের উপদেষ্টা মুহাম্মদ আবুল বশর মাইজভান্ডারীর সভাপতিত্বে উরসে আ'লা হযরত মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচনা করেন মাওলানা মোহাম্মদ শামশুল আলম আলকাদেরী, মাওলানা মোহাম্মদ অলি আহমদ, মাওলানা ইব্রাহিম গরীবী, মাওলানা হোসাইন, মাওলানা এমরানুল হক আনোয়ারী, মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ফয়েজী, মুহাম্মদ ইলিয়াছ,, মুহাম্মদ বোরহান, নুর মুহাম্মদ, মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, মুহাম্মদ আজিজুল হক, মুহাম্মদ সিরাজুল হক, মুহাম্মদ লোকমান ভান্ডারী প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ মহিলা শাখা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

২০১৪ সালের ১৪ এপ্রিল গঠিত গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ মহিলা বিভাগ। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় হতে এর প্রধান কার্যক্রম হিসেবে পীরে বাঙ্গাল সাবির শাহ(মাঃজিঃআঃ) নির্দেশিত দা'ওয়াতে খায়র মহিলা মাহফিল পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে দা'ওয়াতে খায়র মহিলা মাহফিল বাংলাদেশের পাঁচটি বিভাগে ছড়িয়ে পড়েছে আলহামদুলিল্লাহ! কেন্দ্রীয় দা'ওয়াতে খায়র মহিলা মাহফিল ২০২০ সালের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে কেন্দ্রীয়ভাবে আলমগীর খানকা শরীফে (প্রতি বৃহস্পতিবার, বাদে আসর)মোট ১১টি দা'ওয়াতে খায়র মহিলা মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও মহিলা বিভাগের পরিচালনায় চট্টগ্রাম বিভাগে ১৩১টি (মহানগরস্থ ১৩টি থানা মহিলা কমিটির আয়োজনে ১১৭টি, মহানগরের বাইরে পুরুষ ও মহিলা কমিটির যৌথ উদ্যোগে ১৪টি), ঢাকা বিভাগে ১৮টি, রাজশাহী বিভাগে ৭টি, রংপুর বিভাগে ২টি দা'ওয়াতে খায়র মহিলা মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

চট্টগ্রাম মহানগরের বার্ষিক সভা ও পুরস্কার বিতরণী মাহফিল

১৭ জানুয়ারি গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ মহিলা শাখা, চট্টগ্রাম মহানগরের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুরস্কার বিতরণী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে মহানগরের আওতাধীন ১৩টি থানা কমিটি তাদের সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন করে।

'যাহরা বতুল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী'র ২য় বর্ষপূর্তি

গত ২০শে ফেব্রুয়ারি'২০২০ গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ মহিলা বিভাগের সাংস্কৃতিক অংগন 'যাহরা বতুল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী'র ২য় বর্ষপূর্তি ও অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে ২য় বারের মত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরম্ভ হয়। 'ছোটদের ইসলামী চিত্রাংকন প্রতিযোগীতা ২০২০ইং' ২১ ফেব্রুয়ারি নতুন বছরের চমক হিসেবে প্রথমবার 'ছোটদের ইসলামী চিত্রাংকন প্রতিযোগীতা ২০২০ইং' অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেধার ভিত্তিতে বিভিন্ন পর্যায়ে বিজয়ীদের মেডেল, সার্টিফিকেট ও আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়। সাধারণ সভা ২৯ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম মহানগরের ১৩টি থানা কমিটির কর্মকর্তা ও সাধারণ সদস্যদের উপস্থিতিতে মাসিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।' "ছোটদের দা'ওয়াতে খায়র মাহফিল" গত ১৭ মার্চ অভাবনীয় সাড়া, আনন্দ-উৎফুল্লতা ও অত্যন্ত সফলতার সাথে প্রায় ২৫ টি স্কুল-মাদরাসার প্রায় দেড় শতাধিক ছোট্ট আপুমণি এবং ভাইয়াদেরকে নিয়ে প্রথমবারের মত "ছোটদের দা'ওয়াতে খায়র মাহফিল" অনুষ্ঠিত হয় এবং অপেক্ষমাণ অভিভাবকদের নিয়ে একটি বিশেষ দা'ওয়াতে খায়র মহিলা মাহফিল আয়োজিত হয়।

করোনাকালীন বিশেষ অনলাইন কার্যক্রম

করোনা ভাইরাসের কারণে বিগত ২৬ মার্চ হতে সারা দেশে লকডাউন ঘোষণা করা হলে এপ্রিল মাস হতে দা'ওয়াতে খায়র মাহফিল স্থগিত করা হলেও মহামারী হতে নাজাত প্রাপ্তির আশায় অনলাইন খতম বিশেষত খতমে কুরআন, খতমে মজমুয়ায়ে সালাতে রসূল, খতমে দোয়া ইউনুস, খতমে দরুদে ক্বাদেরিয়া ও শিফা, খতমে তাহলীল ইত্যাদি চালু করা হয়। এছাড়াও বিগত ১৪ এপ্রিল মহিলা বিভাগের ৬ষ্ঠ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্যচিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে অনলাইনে ০৬ দিন ব্যাপী বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয়। পবিত্র রমজান মাসে বিগত ৫ বছর যাবত চলমান সহীহ কুরআন তিলাওয়াত ও জরুরী মাসায়িল

শিক্ষা কোর্স ২০২০ লকডাউনের কারণে এবারে ষষ্ঠবারের মত অত্যন্ত সফলভাবে বিশেষ পদ্ধতিতে অনলাইনে যুমের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। যেখানে দেশ-বিদেশ থেকে প্রায় শতাধিক প্রশিক্ষণার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া মহিলা বিভাগের সার্বিক পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে মাশায়েখ হযরাতে কেরাম খাজায়ে খাজেগান খলীফায়ে শাহে জীলান হযরত আবদুর রহমান চৌহরভী (রঃ), শাহেনশাহে সিরিকোট হযরত সৈয়দ আহমদ শাহ (রঃ), ও হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যেব শাহ (রঃ)'র উরস উপলক্ষে জিলক্বদ ও জিলহজ্ব মাসে বিশেষ পদ্ধতিতে অসংখ্য মা-বোনের উপস্থিতিতে আরাকীনে আনজুমান ও গাউসিয়া কমিটি, ইসলামী স্কলারদের সমন্বয়ে অনলাইন সভা-সেমিনার, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়েছে।প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে স্কুল-কলেজ-মাদরাসা- সাধারণ নির্বিশেষে অনেক বোনেরা সার্টিফিকেটসহ পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজয়ী হয়েছেন। বিভিন্ন উপলক্ষে খতমে কোর'আন, খতমে গাউসিয়া, খতমে মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রসূল, মার্চ মাসে বিশেষভাবে খতমে খাজেগান, খতমে দরুদ, খতমে ইস্তিগফার, খতমে ইউনুস আদায় করা হয়।আলহামদুলিল্লাহ। বিগত ৪ অক্টোবর নগরীর আর.বি. কনভেনশন হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহানগর, উত্তর ও দক্ষিণ চট্টগ্রামসহ সর্বস্তরের নির্বাচিত প্রায় পাঁচ শতাধিক মহিলাদেরকে নিয়ে বৃহদাংগিকে "মৃত মহিলার গোসল ও কাফন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা, উরসে কুল ও শে'রে মিল্লাত মুফতী ওবায়দুল হক্ব নঈমী (রঃ) স্মরণ সভা আয়োজিত হয়। পরবর্তীতে মাহে রবিউল আউয়াল উপলক্ষে ব্যাপক কর্মসূচী চলমান রয়েছে, যা আগামী সাংগঠনিক কার্যক্রমের পর্বে সংযুক্ত করা হবে ইনশাআল্লাহ। আসুন,প্রত্যেক ভাইয়েরা নিজ নিজ পরিবারের মা-বোনদেরকে সুযোগ করে দিয়ে হযরাতের পক্ষ থেকে প্রদত্ত এই মহামূল্যবান গাউসিয়াতের মিশনে খেদমতের তাগিদে নিশ্চিত করুন দুনিয়া-আখেরাত দো'জাহানের অবিরত শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা সর্বোপরি আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেজামন্দি। আ-মীন। বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন সালামাস্তে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ মহিলা বিভাগ।

শোক সংবাদ

সিডিএ'র সাবেক চেয়ারম্যান আবদুস ছালাম'র মায়ের ইন্তেকাল

সিডিএ'র সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আবদুস সালামের মাতা মাবিয়া খাতুন গত ৩০ অক্টোবর চট্টগ্রামস্থ ইম্পেরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে......রাজেউন)। আনজুমান ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, এডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব মুহাম্মদ সামশুদ্দিন, জয়েন্ট জেনারেল আলহাজ্ব সেক্রেটারী মুহাম্মদ সিরাজুল হক, এ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব এস.এম. গিয়াস উদ্দিন শাকের, ফাইন্যান্স সেক্রেটারী আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারী প্রফেসর কাজী শামসুর রহমান, কেন্দ্রীয় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান পেয়ার মোহাম্মদ, জামেয়া মাদ্‌রাসার চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় গাউসিয়া কমিটি'র সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক, মহাসচিব মুহাম্মদ সাহাজাদ ইবনে দিদার, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম মহানগর, উত্তর ও দক্ষিণ জেলার সম্পাদকমন্ডলীসহ পীরভাইয়েরা মরহুমার ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

চট্টগ্রাম উত্তরজেলা গাউসিয়া কমিটির সভাপতি আব্দুস শুক্কুরের ইন্তেকাল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম উত্তরজেলা সভাপতি ও সাবেক পদ্মা অয়েলের সাবেক কর্মকর্তা আলহাজ্ব মুহাম্মদ আব্দুস শুক্কুর (৭৮) বার্ধক্য জনিত কারণে গত ৬ নভেম্বর রাউজানের বাগোয়ান ইউনিয়নের গশ্চি গ্রামের বাড়িতে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাহি রাজেউন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৭ ছেলে ও ২ কন্যাসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুনগ্রাহী রেখে যান। পরদিন গশ্চি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জানাজা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।তাঁর ইন্তেকালে শোক প্রকাশ করেছেন আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সহ সভাপতি আলহাজ মুহাম্মদ মহসিন, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনার, মহাসচিব শাহজাদা ইবনে দিদার, যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট মোসাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, চট্টগ্রাম উত্তরজেলা শাখার সহ সভাপতি মাওলানা ইয়াসিন হোসাইন হায়দরী, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আহসান হাবিব চৌধুরী, তাহেরিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ বাবুল মিয়া মেম্বার, রাউজান

উপজেলা গাউসিয়া কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা ইলিয়াস নুরী, দক্ষিণ শাখার সভাপতি আবু বক্কর সওদাগর, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত রাউজান উপজেলা দক্ষিণ শাখার সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা সৈয়দ আবু মোস্তাক আল কাদেরী, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুফতি জিল্লুর রহমান হাবিবি, সাংগঠনিক সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান প্রমুখ।

এছাড়াও দরবারে আলিয়া কাদেরিয়ার প্রবীণ খাদেম গাউসিয়া কমিটির একনিষ্ঠ কর্মকর্তা আলহাজ্ব আব্দুস্ শুক্কুরের ইন্তেকালে মাসিক তরজুমান সম্পাদনা পরিষদ, কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেন ও মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, গাউসিয়া কমিটির সাংগঠনিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে মহরুম আজীবন ত্যাগ স্বীকার করেছেন। পাশাপাশি মাসিক তরজুমানের বিপননে তিনি বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন।

আনিস আহমদ আনিসের স্মরণসভা

নগরীর বলুয়ারদিঘী খানকায়ে কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়ায় আয়োজিত দরবারে সিরিকোট এর প্রধান খলিফা আলহাজ্ব নুর মোহাম্মদ আলকাদেরী (রহ.) এর সন্তান মরহুম আনিস আহমদ আনিসের স্মরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আনজুমান-এ রাহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সি.ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন বলেন, আনিস আহমদ আনিস আনজুমান ও গাউসিয়া কমিটির খিদমতে নিজেকে নিবেদন করেছিলেন। তার দায়িত্ব কর্তব্যনিষ্ঠা তাকে অল্পসময়ে মানুষের প্রিয়ভাজন করে তুলেছিল। মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও দরদ সর্বোপরি আহলে সুন্নাত, তরিকত ও আপন পীর-মুর্শিদের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য তাকে আজীবন স্মরণ করবে পীর ভাইয়েরা। তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে তার আদর্শ অনুসরণের জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ এর সভাপতিত্বে ও এরশাদ খতিবীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মাহফিলের শুরুতে গাউসে জামান আওলাদে রাসুল হাফেজ কারী আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ (রহ) এর মাসিক ফাতেহা অনুষ্ঠিত হয়। আনিস আহমদের স্মৃতি চারণ করে বক্তব্য রাখেন গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় মহাসচিব শাহজাদা ইবনে দিদার, লেখক ও গবেষক ড. মুহম্মদ মাসুম চৌধুরী, অধ্যক্ষ আবু তালেব বেলাল, আশেকে রসুল খান বাবু, মাওলানা জসিম উদ্দিন আলকাদেরী, মাওলানা হারুন উর রশীদ চৌধুরী, আবু নাছের মুহাম্মদ তৈয়ব আলী ও মরহুম আনিস আহমদ আনিসের ভাই ও খানকাহ শরীফের মতওয়াল্লিবৃন্দ। এ সময় মরহুম আনিসের জ্যেষ্ঠ সন্তান ফুয়াদ আহমদ কৃতজ্ঞতা জানান। আনিস আহমদ আনিসের ইছালে সাওয়াব উপলক্ষে সকালে নূর মোহাম্মদ আলকাদেরী শিশু কিশোর সংগঠনের উদ্যোগে জামেয়া সংলগ্ন মরহুমের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন, খতমে কুরআন, খতমে মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসূল, খতমে গাউসিয়া ও মিলাদ অনুষ্ঠিত হয়।

মাস্টার আজিজুর রহমান

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ মক্কা শরীফ শাখার তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আলহাজ্ব সৈয়দ আশিকুর রহমান রিপনের পিতা সৈয়দ আজিজুর রহমান মাস্টার চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে, ১ মেয়ে রেখেযান। মরহুমের নামাজের জানাযা গত ১৫ নভেম্বর, রবিবার বাদে আছর রাউজান উরকিরচর মিরাপাড়া সৈয়দবাড়ী হযরত ছমিউদ্দীন শাহ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। আজিজ মাস্টার হারপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক সহকারী প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। মরহুমের ইন্তেকালে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, রাউজান দক্ষিণের সভাপতি আবু বকর সওদাগর, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হানিফ শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

কাজী আবদুস্ সালাম

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র বক্সকালেক্টর হুজুর আল্লামা হাফেজ কারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র প্রবীণ মুরিদ আলহাজ্ব কাজী মুহাম্মদ আবদুস সালাম গত ১৫ নভেম্বর ২টায় রাউজান গহিরা খোন্দকার বাড়ীস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৯২ বছর। ওইদিন রাত ৯টায় তাঁর নামাজে জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি বহু বছর আনজুমান জামেয়ার খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালে আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করেন।

শওকত আরা বেগম

বরিশাল জেলার ফিরোজপুরের বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক মোহাম্মদ মুদাসসির আলীর সহধর্মিনী শওকত আরা বেগম (৮৫) গত ৩০ অক্টোবর আগ্রাবাদস্থ পানওয়ালা পাড়ার নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।

বোয়ালখালী আহলা দরবার শরীফের ঈদগাহ্ ময়দানে মরহুমার নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তার নামাজে জানাযায় বহু গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ শরীক হন। তাকে আহলা দরবার শরীফ কবরস্থানে দাফন করা হয়। মরহুমার কুলখালিন ও দোয়া মাহফিল দরবারে সুসম্পন্ন হয়।

আছিয়া খাতুন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কর্ণফুলী থানা শাখার সহ সভাপতি ও চরলক্ষ্যা ওয়ার্ড শাখার সভাপতি আলহাজ্ব ফজল আহমদের মাতা আছিয়া খাতুন গত ১৫ অক্টোবর ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালে গাউসিয়া কমিটি নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেন ও মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। তিনি মোর্শেদে বরহক আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.জি.আ.)'র মুরিদ ছিলেন।

ফরিদা বেগম

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রাঙ্গামাটি জেলার সাবেক সভাপতি আবদুল হালিম ভোলার সহধর্মীনি ফরিদা বেগম গত ৩০ অক্টোবর ১২ রবিউল আউয়াল ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে রাঙ্গামাটি জেলা গাউসিয়া কমিটির নেতৃবৃন্দ শোক জানিয়েছেন এবং তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছেন।